শ্রীশ্রীকালী।

শরণং।

সাধক ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কৃত

শ্যামা সঙ্গীত।

অধুনা

শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধি মহারাজাধিরাজ মহীশ্বর চতুর্দ্দশ ভূপতির

আজ্ঞানুসারে ও ব্যয়দ্বারা

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত

এবং

শ্রীযুত বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

সংশোধিত হইয়া

কলিকাতা

ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৬৪। ইংরাজী ১৮৫৭ সাল

শকাব্দা ১৭৭৯।

২২ ভাদ্র।

প্রথম সংস্করণ

২২শে ভাদ্র, সন ১২৬৪ সাল।

ইংরাজী ১৮৫৭, শকাব্দা ১৭৭৯।

দ্বিতীয় সংস্করণ

২২শে ভাদ্র, সন ১৩৩২ সাল।

ইংরাজী ১৯২৫, শকাব্দা ১৮৪৭।

PRINTED BY
GOSTO BEHARI DEY
AT THE ORIENTAL PRINTING WORKS,
18, BRINDABUN BYSACK STREET, CALCUTTA.

দ্বিতীয় সংস্করণের

ভূমিকা।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্বর্গীয় হিজ্ হাইনেস মহ্ তব্ চন্দ্ বাহাদুরের আদেশানুসারে শকাব্দা ১৭৭৯, সন ১২৬৪ সালের (ইং ১৮৫৭) ২২শে ভাদ্র তারিখে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের পুস্তক নিঃশেষ হওয়ায় এবং সাধারণে ইহার পুনর্মুদ্রণ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করায়, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্ মহ্ তব্, জি, সি, আই, ই; কে, সি, এস্, আই; আই, ও, এম্, মহোদয়ের আদেশানুসারে ইহা পূর্ব্বাকারেই পুনর্মুদ্রিত করা হইল। ছাপার ভুল ব্যতীত অন্য কোনও কিছু সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করা হইল না। ইতি—

বর্দ্ধমান রাজবাটী,
বর্দ্ধমান।
শারদীয়োৎসব ১৩৩২ সাল,
ইং ১৯২৫।

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার বসু

শ্রীশ্রীকাল্যৈ

শরণং।

অথ ভূমিকা।

সূর্য্য বংশাবতংস সুধীরবর কীর্ত্তিমান্ শ্রীল-শ্রীমান বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর বাহাদুর একদা এতদ্দেশীয় সুবিখ্যাত সাধকবর স্বর্গীয় কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুশ্রাব্য সুললিত অথচ ভক্তিরসাভিষিক্ত সুপ্রণালী রচিত মহাবিদ্যা প্রসাধনীয় কতিপয় সঙ্গীত শ্রবণ পুরঃসর প্রফুল্লিতান্তঃকরণে স্বীয়াভিলাষ প্রকাশ করিলেন যে উক্ত মহাত্মার কৃত প্রচলিত গীত সমূহ একত্র সঙ্কলন পূর্ব্বক সাধারণের উপকার ও সন্তোষার্থ মুদ্রাঙ্কিত করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর বর্দ্ধমানান্তঃপাতি কোটালহাটস্থিত উক্ত ভট্টাচার্য্যের আবাস গৃহ হইতে সুজীর্ণ অতি মলিন বর্ণ গীত পুস্তকদ্বয়, যাহা তিনি প্রথমাবস্থাবধি রচনা করিয়াছিলেন, অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সমীপে তাহা প্রাপ্তানন্তর শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বারা সংশোধন করাইয়া শ্রীনবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি মুদ্রাঙ্কিত করণের অনুমতি করেন, তদনুসারতঃ গভীর রত্নাকর গত বহ্বায়াসসাধ্য রত্ন সমূহ সংগ্রহের ন্যায় সেই

প্রাচীন পুস্তক হইতে গীত সকল একত্র সঙ্কলন ও শ্রীল-শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতির নিয়োজিত গায়কগণের দ্বারা রাগ রাগিণী তাল প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করণে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহাতে সঙ্গীত রসজ্ঞ ব্যক্তিব্যুহের আহ্লাদ ও উপকার দর্শিলে পরিশ্রমের সার্থকতা হইবেক।

অনন্তর ঐ ভট্টাচার্য্যের রচিত সন ১২১৮ সালের লিখিত অন্য গ্রন্থদ্বয় পুনঃপ্রাপ্ত ও লোক প্রমুখাৎ প্রচলিত অনেক গীত অবগত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক সংগ্রহ করা গেল, ঐ সকল গীতের মধ্যে কতকগুলিন গানের রাগ রাগিণী প্রভৃতি অপ্রকাশিত ছিল,এবিধায় যথাযোগ্য রাগাদি সংযোজিত হইল, এবং যে পুস্তক সন্দর্শন পূর্ব্বক এই সংগীত গ্রন্থ সংগৃহীত হইতেছে তাহার জীর্ণতা জন্য অনেক শব্দের পরিবর্ত্তন ও নিতান্ত দেশ্য ভাষার কতিপয় শব্দ রূপান্তরীকৃত হইল, কিন্তু তাহাতে রচকের প্রকৃত ভাবের বৈলক্ষণ্য হইবার সম্ভাবনাই নাই।

ঐ প্রসিদ্ধ কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য পরমজাপক ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে, বিশেষতঃ এতদ্দেশের বহুতর ব্যক্তিগণ তাঁহার কৃত গীত গান করিয়া থাকেন, কিন্তু সম্যকরূপে কেহ অবগত নহেন, সুতরাং এই গীত পুস্তক দর্শন তাঁহাদের বিশেষ সন্তোষের কারণ হইবেক।

অপর উল্লেখিত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথমতঃ অম্বিকা কালনা হইতে সন ১২১৬ সালে বর্দ্ধমান রাজধানীতে সমাগমন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবাসি মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের অপার করুণা প্রসাদাৎ রাজসভাপণ্ডিত হইয়া সমাদৃত হয়েন, এবঞ্চ অধিরাজ বাহাদুর তাঁহার গুণের বিশেষ পরিচয় পাইয়া প্রীতি প্রসন্নতায় কোটালহাটে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তদবধি ঐ মহাপুরুষের এস্থলে স্থিরতররূপে বসতি হইল।

তৎপরে অধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর, উক্ত কমলাকান্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার শ্যামা সাধনীয় চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মাণ ও পূজার ব্যয় ও দিন নির্ব্বাহ জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি উভয় রাজার অনুগ্রহে উৎসাহান্বিত হইয়া শ্যামা সঙ্গীত রচনা ও পূজার বাহুল্য করেন, শ্যামা পূজার রাত্রিতে তথায় এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয় ব্যক্তির সমাগম হইত। যেমন উভয় মহারাজ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন, তদ্রূপ অন্যান্য মহাত্মাগণও তাঁহার সিদ্ধ সাধনায় প্রীত হইয়া মহামান্য সাধক জ্ঞান করিতেন।

অনন্তর বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর প্রাগুক্ত মহোদয় ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের কীর্ত্তি রক্ষার্থে শ্যামা পূজার বার্ষিক বৃত্তি ও

তাঁহার ভ্রাতৃবধূর গ্রাসাচ্ছাদনার্থ বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, এবং ঐ মহাত্মার মহৎকীর্ত্তি ও যশঃ সর্ব্বত্র সংঘোষণাবশ্যক বিধায় তাঁহার কৃত গীত সকল মুদ্রিত করিলেন, ইহাতে বিচক্ষণ বিজ্ঞ মহাশয়েরা এই গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার দৈবশক্তি ও ঈশ্বর ভক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রচুরতা প্রাপ্ত হইবেন।

পরগুণজ্ঞ কীর্ত্তিকুশল অধীন ব্যক্তির গুণগ্রাম গৌরব সর্ব্বজ্ঞনের সুগোচর করণার্থ অধিরাজ বাহাদুরের যে কি পর্য্যন্ত উদ্যোগ ও অনুরাগ তাহা এতদ্দারাই অতি সহজে সুবোধ সমূহের বোধগম্য হইবেক। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীশ্রীহরি

শরণং।

সংগীত।

রাগিণী—পরজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(১) বামার বয়স নবীন। না জানি এমন মেয়ে সমরে প্রবীণ। (স্থায়ী) আস্থাই।

সুচারু অঙ্গেরি শোভা কটিতট ক্ষীণ। সুরাসুরগণ মাঝে বসন বিহীন। ১। অন্তরা।

বুঝি এলো দয়াময়ী হইয়ে কঠিন। চরণে ত্যজিব তনু আজি শুভদিন। ২। তনু দিয়া তরে কত শত ক্রিয়াহীন। কমলাকান্তের হরে মনের মলিন। ৩। অভোগ।

রাগিণী—পরজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(২) শ্যামা আজু ধীর, কলেবরে নৃত্যয়ি মম হৃদয়ে মা 'গো, ॥ আস্থাই।

নূতন জলধর, রূপ মনোহর, দোলিত মন্দ সমীরে গো,। ১। অন্তরা।

বিগলিত কুন্তল, জ্বলে ভালে বিধু, ভূষণ নর কর শির। ত্রিপুরারি তনু তরণি অবলম্বনে, সুধাময় সিন্ধু গভীরে গো,। ২। অভোগ।

তরুণ বয়সি তরুণ শিব সঙ্গে, পুলকিত শ্যামা শরীর। কমলাকান্ত মনোহর রূপ হেরি, বরিষয়ে আনন্দ নীর। ৩। অভোগ।

রাগিণী—পরজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(৩) কি আগো শ্যামা সুন্দরি মনো মোহিলে। অপরূপ দেখ ভূপ বামাকে সমরে। আস্থাই।

ষোড়শী মনসি নিবসন্তে বামা, গুণময়ি গুণে বান্ধিলে। ১। অন্তরা।

কমলাকান্ত তিমির কুল আকুল, দিবা নিশি সম করিলে। কিমপর সুরগণ, হরিলে হরের মন, চরণ হৃদয়ে ধরিলে। ২। অভোগ।

রাগিণী—পরজ কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(৪) কাল রূপ হেরিয়া নয়ন জুড়ায় রে, আরে ও নবীন জলদ। আস্থাই।

মরি মরি সুন্দরী, শ্রীবদন হেরি হেরি, তিমিরারি তিমিরে মিশায় রে। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের অন্তরে ও রূপ জাগে জাগে, দিবানিশি পাশরিলে পাশরা না যায় রে। ২। অন্তরা।

রাগিণী—পরজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(৫) 'মা' চরণারবিন্দে হরমোহিনী, রাখিও করুণয়া গিরি তনয়ে। আস্থাই।

মায়াতে মোহিত আমি, পতিত পাবনি তুমি, হর তম মম বিষয়ে। ১। অন্তরা।

সংসারার্ণব তারণ তরণি, চরণ চরম সময়ে। কাল কলুষ কলি কিল্বিষ নাশিনি, করুণাঙ্কুরু অভয়ে। ২ অভোগ।

ত্রিভুবন জননী, জন্ম প্রতিপালিনী, সংহারিণী প্রলয়ে। কমলাকান্ত কৃতান্ত বারিণী, নৃপ তেজশ্চন্দ্র সদয়ে। ৩ অভোগ।

রাগিণী—পরজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(৬) মা আমারে তারিতে হবে, আমি অতি হীন দুরাচার। না ভাবিয়া কারণ মজিলাম ভবে। আস্থাই।

পতিত দেখিয়া যদি, না তার ভব জলধি, পতিত পাবনী নামে কলঙ্ক রবে। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, বিষয় না ত্যজ কেন, বৃথা জনম মম ধিক মানবে। অন্তরা।

রাগিণী—পরজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(৭) দীনে তারিতে, দয়াময়ী নাম ধর, গো ও জননি। আস্থাই।

অতিশয় দুরাচার, অন্য গতি নাহি যার, তারে নিজ গুণে করুণা বিতর। ১। অন্তরা।

চৈতন্যরূপিণী, চিদানন্দ স্বরূপিণী, 'কালী' জননি কিঞ্চিত যদি নয়নে হের। ২।

কমলাকান্তের এই, নিবেদন কৃপাময়ি, হে মা অনুগত তনয়ে সম্বর 'গো'। ৩। অভোগ।

রাগিণী—পরজ।

তাল—একতালা।

(৮) ইন্দীবর নিন্দি তনু সজল জলদ জিনি কায়া। নীলাম্বুজ নীল মরকত হিমকর দিনকর কিবা হরজায়া। আস্থাই।

অঞ্জন দলিত স্থগিত জঘনা, যেন অপরা কুসুম সম তনুবতি মায়া। ১। অন্তরা।

কমলাকান্ত আশ মন মানসে, শীতল চরণ যুগ ছায়া। ২। অন্তরা।

রাগিণী—পরজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(৯) কেহ কি আপনার আছে রে, শ্যামা ধন মিলায়ে দেয় আমারে। তেজিয়া তনুর আশা, প্রাণ দিয়া তুষিব তাঁরে। আস্থাই।

আমি ত ইন্দ্রিয় বশে, ভুলে আছি মায়া পাশে, এমন সুহৃদ কেবা, মনো দুঃখ কব কারে। ১। অন্তরা।

মন রে ইন্দ্রিয় রাজ, এ নহে অন্যের কাজ, কমলা-কান্তের ভার সাধিতে উচিত তোমারে। ২।

রাগিণী—পরজ কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(১০) কেন মন ভুলিল, শ্যামা রূপ হেরিয়ে, আমিত কিছুই না জানি। আস্থাই।

ধন পরিজন, সুখ বাসনা যত, আমার ঘুচিল হেন অনুমানি। ১। অন্তরা।

সহজে উলঙ্গ অঙ্গ, নাহি সম্বরে, 'বামা' সজল জলদ তনুখানি। না জানি কি তন্ত্র মন্ত্র গুণ জানে বামা, কি গুণে স্ববশ করে প্রাণী। ২। অভোগ।

যদি মন চিন্ত, চারু চরণাম্বুজ, সে ধন লইল শূল-পাণি কমলাকান্ত কিঞ্চিত মন আশা, কালী নামামৃত মধু রস বাণী। ৩। অভোগ।

রাগিণী—পরজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(১১) কত রঙ্গ জান, 'গো শ্যামা'। সুমতি কুমতি গতি তুমি সে কারণ। আস্থাই।

প্রকৃতি পুরুষাকারে, নিরঞ্জনী নিরাধারে, যে রূপে যে জনা ভাবে, সে পাবে তেমন 'গো'। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের মনে, কে আছে তারিণী বিনে, যা কর আপনার গুণে, লইলাম স্মরণ। ২। অন্তরা।

রাগিনী—পরজ।

তাল—একতালা

(১২) তনু তরি ভাসিল আমার, ভব সাগরে। আস্থাই।

মনরে সুজন নেয়ে, সাবধানে যাও বেয়ে, দেখ যেন ডুবাইওনা পাথারে। ১। অন্তরা।

দশেন্দ্রিয় দাঁড়ী তায়, কুপথে তরণী বায়, যতনে দমনে রাখ সবারে। ২। অভোগ।

কালী নামে ধর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল, বেয়ে দে ভাই সুধাময় সমীরে। ৩। অভোগ।

কামাদি জগাতি ছয়, মহা মন্ত্রে কর জয়, পথে যেন বিড়ম্বনা না করে। কমলাকান্তেরে লয়ে, কালী নামের সারি গেয়ে, সুখে চল সদানন্দ নগরে। ৪।

অভোগ।

রাগিণী—খাম্বাজ বাহার।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৩) ওগো তারা সুন্দরি, তব যশ শুনি কত, ভরসা আমার মনে, অশেষ পাতকী জনে, তুমি তার নিজ গুণে। আস্থাই।

কদাচিত ভ্রম ভয়, যদি তব নাম লয়, তবে তার কি করে শমনে। দূরে ত্যজি অঘ চয়, সদা নিত্যানন্দ ময়, সেই জীব শিব সম, শ্রম বিনে। ১।

অন্তরা।

এ বড় বিষম কাল, প্রবল সে রিপু জাল, ইথে গতি হইবে কেমনে। দেখি ভব বিড়ম্বন, কমলাকান্তের মন, হৈয়া ভীত অনুগত শ্রীচরণে। ২। অন্তরা।

রাগিণী—খাম্বাজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৪) তুমি কার ঘরের মেয়ে 'কালী গো' আপ নার রঙ্গ রসে মগনা আপনি। আস্থাই।

কে জানে কেমন তব, রূপ নিরূপম, নিরখিয়ে না বুঝি মা দিন কি যামিনী। ১।

অন্তরা।

দলিত অঞ্জন জিনি, চিকণ বরণ খানি, না পর অম্বর হেমমণি। আলিয়ে চিকুর পাশ, সদাই শ্মশানে বাস, তথাপি যে মন ভুলে কি লাগি না জানি। ২।

অভোগ।

পুরুষ রতন এক, চরণাভিরত দেখ, তাঁর শিরে জটাজূট ফণী। তুমি কে তোমার ওকে, হেরি অসম্ভব লোকে, হেন অনুমানি যে ত্রিদশ চূড়ামণি। ৩।

অভোগ।

অশরণ শরণ, জগত মনোরঞ্জন, অতি ধন চরণ দুখানি। কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ, তব রূপে আলো করে গগন ধরণী। ৪। অভোগ।

রাগিণী—খাম্বাজ।

তাল—একতালা।

(১৫) তোমার গুণ তুমি জান, আর কে জানে, ‘গো’। কিঞ্চিত জানে অনাদি, সদাশিব শরণ লইল চরণে। আস্থাই।

বিধি চতুরানন, সহস্র বদন, হরি তব গুণ যশ কথনে। তথাপি নখর সীমা মহিমা না পাইয়ে, দীন সুত কোন গণনে। ১। অভোগ।

ত্বং বিষ্ণু মায়া বিশ্ব বন্ধন কারণ, বিষ্ণুময়ী বিশ্ব পালনে। কমলাকান্ত আরাধিত তব পদ, ভব জলনিধি তরণে। ২। অভোগ।

রাগিণী—খাম্বাজ।

তাল—একতালা।

(১৬) উমে ত্রাণ দে মা শিবে, 'ত্রাণ দে'। তৃষিত চাতকী, যেমত নিরখি, নব ঘন তব চরণ 'গো'।

আস্থাই।

আমি দুরাচারী, শরণ তোমারি, নিস্তার এ ঘোর ভবে। ১। অন্তরা।

তুমি জননি জনমহারিণী, সৃষ্টি স্থিতি সংহারিণী, হে কঙ্কালে, শশধর ভালে, গিরিজা ভবানী ভবে। জয়া প্রচণ্ডা, শমন দলনী, কমলাকান্ত কৃতান্ত ভয়ে। ত্রাহি মহেশী, বিগলিত কেশী, তরি ভবরাণী তরে। ২। অভোগ।

রাগিণী—খাম্বাজ।

তাল—কওয়ালীর ঠেকা।

(১৭) তুমি আর কেন কর বিষয় বাসনা 'রে'।

আস্থাই।

মিছে কাজে গেল দিন, দিনে দিনে তনু ক্ষীণ, দূর কর মনের বাসনা 'রে'। ১। অন্তরা।

চারি পাশে মায়া জাল, কেশাগ্র ধরিয়ে কাল, ইহা তুমি জানিয়ে জান না। কমলাকান্তের কাছে, এখন উপায় আছে, কালী ভাব পূরিবে কামনা 'রে'। অভোগ।

রাগিণী—সুরট মল্লার।

তাল—তিওট।

(১৮) সংসার জলনিধি অনিবার, 'তরণী' শ্যামা পদ কর সার 'রে মন'। আস্থাই।

দুরিত ভবার্ণব পারাবারে, শ্রীগুরুদেব কর্ণধার 'রে' ১। অন্তরা।

ভুলেছ কি ভ্রান্তি বশে, দিন গেল মিছে আশে, 'মন' না চিন্তিলে হিত আপনার। নিয়ত চঞ্চল তুমি, যন্ত্রণা ভাজন আমি, অনুচিত তোমার বিচার। ২। অভোগ।

মনরে মিনতি রাখ, কালী কালী বলি ডাক, 'মন' অনায়াসে হবে ভবে পার। কমলাকান্তের ইহকালে পরকালে, কালী বিনা গতি নাহি আর 'রে'। ৩। অভোগ।

রাগিণী—সুরট মল্লার।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৯) কেমনে তরিব বল, ও দুটি চরণ বিনে। ভয়ে চিত কম্পিত বারে হের ত্রিনয়নে। আস্থাই।

আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি, ভরসা করেছি তব কৃপাময়ী নাম শুনে। ১। অন্তরা।

অপার বিষম ভবে, তোমা বিনে কে তারিবে, কমল চকোর লোভে, শ্রীচরণ সুধাপানে। ২। অন্তরা।

রাগিণী—সুরট মল্লার।

তাল—তিওট।

(২০) শ্যামা নামের মহিমা অপার, 'কেনে মন' মিছে ভ্রম বারেবার, 'রে মন'। আস্থাই।

চঞ্চল রে মানস মধু আশে, অভয় চরণ কর সার 'রে'। ১। অন্তরা।

মনরে সুকৃতি বট, সদা শ্যামা নাম রট, 'রে' অনায়াসে নাশ ভব ভার॥ কমলাকান্তের মন, মিছা ফেরে ফের কেন, কালী বিনা কে আছে তোমার 'রে'। ২। অভোগ।

রাগিণী—সুরট।

তাল—জলদ তেতালা।

(২১) মন ভ্রম কেন মিছা, মায়াময় মধু আশে। দেখনা করুণাময়ী সুধাংশু বরিষে। আস্থাই।

ত্যজিয়ে সঞ্চিত রত্ন, কাঁচ উপার্জ্জনে যত্ন, একি ভ্রান্তি সুধা ভ্রম কালান্তক বিষে। অন্তরা।

অতুল চরণারবিন্দ, তাহে কত মকরন্দ, অন্ধ সম না দেখ অলসে। তুমিত সুকৃতি বট, তবে কেন কর্ম্ম নট, কালী রট কমলাকান্তের উদ্দেশে। ২। অভোগ।

রাগিণী—মল্লার।

তাল—একতালা।

(২২) দেখনা সমর আলো করে কার কামিনী। ‘কেরে’ সজল জলদ জিনিয়ে কায় দশন মধ্যে দামিনী। আস্থাই।

আলিয়ে চাচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস, অট্ট হাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী। ১।
অন্তরা।

কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু, ঘন তনু হেরি কুমুদ বন্ধু, অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী। ২। অন্তরা।

এ কি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব, কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে ও গজ গামিনী। ৩। অভোগ।

রাগিণী—ঝিঝোটী।

তাল—ধিমা তেতালা।

(২৩) ও নব রূপসী ঘনশ্যামা ‘মরিরে’ সকল গুণধামা, নয়ন ভুলেছে মন বেন্ধেছে বামা, ‘কেরে’।
আস্থাই।

কে বলে উহারে কাল, ত্রিভুবন করেছে আলো, আমরি অকলঙ্ক ষোড়শী ‘বামা’। ১। অন্তরা।

ক্ষণে ক্ষণে অনুমানি, সুচঞ্চল সৌদামিনী, ক্ষণে নীল কাদম্বিনী, মহেশ উরসি। কমলাকান্তের মন, নিমগন শ্যামা রূপে, ভুবন মোহিনী মুক্তকেশী 'বামা'। ২। অভোগ।

রাগিণী—ঝিঝোটী।

তাল—একতালা।

(২৪) শ্যামা আমার কাল কে বলে আরে মন কি বল। ঘোর রূপে ঘোর তিমির নাশে, কাম রিপু অমনি ভুলিল 'রে'। আস্থাই।

কালীরে অনন্ত রবি শশি তেজ, আরে কোটি ইন্দু সমান শীতল। কমলাকান্ত ও রূপ হেরিয়ে নাহি দেখে সম তুল 'রে'। অন্তরা।

রাগিণী—ঝিঝোটী।

তাল—একতালা।

(২৫) নয়ন কি দেখরে বাহিরে, তুমি আগে দেখ আপনারে। এখনি জুড়াবে তনু রে প্রবিশ অন্তরে॥ আস্থাই।

তড়িত জড়িত ঘন, বরিষে আনন্দ ধন, সতত ষোড়শী শশী অমিয় বিতরে। সে রসে বিরস কেন, কররে আমারে। ১। অন্তরা।

রবি শশী এক ঠাঁই, দিবস রজনী নাই, বিনাশে নিবিড়

তম, নিবিড় তিমিরে। কমলাকান্তের আঁখি, এমন দেখেছ কোথারে। ২। অভোগ।

রাগিণী—সিন্ধু।

তাল—ঢিমা তেতালা।

(২৬) তারা মম মানস ভৃঙ্গ, ভ্রময়ে বিফলে। কদাচ না রয় গো মন চরণ কমলে। আস্থাই।

আমি কি করিব বল, গুণে বান্ধিলে 'হেমা' গুণময়ি সকল, কি ক্ষতি তোমার গো তারা তনয়ে হেরিলে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্ত সুতে অতি দুরিতে, 'হে মা' কুরু কৃপা পতিতে, কেমনে তরিব ভবে, তুমি না তারিলে। ২। অভোগ।

রাগিণী—পরজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৭) তারা বল কি হবে বিফলে দিন যায় 'মা'। আস্থাই।

মন যে চঞ্চল অতি নিষেধ না মানে, তবে আমি কি করি উপায় 'গো'। ১। অন্তরা।

বিষয়ে আবৃত মন, ভ্রময়ে অকারণ, সদা সুত দারা ধন, আরাধিতে চায়। কমলাকান্তের চিত, সদা উন্মত্ত, 'শ্যামা' মা যদি রাখ রাঙ্গা পায় 'গো'। ২। অভোগ।

রাগিণী—ঝিঝোটি।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৮) তোমা বিনে কে আছে আমার, 'গো শ্যামা'। মন দুঃখ কারে কব, কিসে প্রাণ জুড়াব 'মা'। আস্থাই।

বিষয় প্রমোদে, ক্রিয়া অনুরোধে, উভয় সঙ্কট অতি ভার। ১। অন্তরা।

প্রমত্ত অনিত্য কায়ে, অলস চরণাম্বুজে কাম ক্রোধ লোভ মোহে ভ্রমি অহঙ্কারে। রিপু পরিবারে, দুরিত বিস্তারে, তেঁই মন হলো দুরাচার। ২। অভোগ।

কমলাকান্ত নিতান্ত ভরসা মনে, মা মোরে ভবার্ণবে করিবে নিস্তার। অকরণ করণ শঙ্করী সব কারণ তেঁই পদ করিয়াছি সার। ৩। অভোগ।

রাগিণী—ঝিঝোটি।

তাল—ধিমা তেতালা।

(২৯) মন প্রাণ ধন সরবস*। আমার শ্যামা পরমা পরম শিব মোহিনী। মম হৃদি সরোরুহে সতত নিবস 'মা'। আস্থাই।

সুধাময় শ্যামা তনু, অজ্ঞান তিমির ভানু, সে জন কেমন যার হৃদয়ে প্রকাশ। ইন্দ্রাদি সম্পদ তাঁরে অতি উপহাস 'গো'। ১। অন্তরা।

---

* সর্ব্বস্ব

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র অজ, সেবি তব পদাম্বুজ, যার যে বাঞ্ছিত লভে, মম অভিলাষ। কমলাকান্তেরে তার, তবে জানি যশ 'গো'। ২। অভোগ।

রাগিণী—জঙ্গলা ঝিঝোটি।

তাল—একতালা।

(৩০) নিশি জাগিয়ে পোহাও জননীর গুণ গেয়ে। কি সুখ চৈতন্য দেহে অচৈতন্য হৈয়ে 'রে'। আস্থাই।

নিদ্রায় কি আছে ফল, মহা নিদ্রা নিকট হৈল, 'মন' তখনি মনের সাধ, পুরাবে ঘুমায়ে 'রে'। ১। অন্তরা।

যদি না ঘুমালে নয়, যোগ নিদ্রা উচিত হয়, শ্যামা রূপ সপনে দেখ, নয়ন মুদিয়ে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের চিত, মিছা সুখে অনুগত, 'মন' সকল সুখের সুধা নিধি গিরিরাজের মেয়ে 'রে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—ঝিঝোটি।

তাল—একতালা।

(৩১) এতদিনে জানিলাম দয়াময়ী কালী 'গো' কাতর দেখিয়ে দীনে দরশন দিলি 'মা'। আস্থাই।

এই মনে ছিল ভয়, আমি অতি দুরাশয়, অধম তারণ যশ জগতে রাখিলি 'গো'। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের বাণী, হেন মনে অনুমানি, বুঝি শ্রীনাথের কথা, সফল করিলি 'মা'। ২। অন্তরা।

রাগিণী—ঝিঁঝোটি।

তাল—ধিমা তেতালা।

(৩২) শুনি সুমধুর নূপুর ধ্বনি, 'শ্রবণে'। হর হৃদিপর নাচে ত্রিগুণ জননী। আস্থাই।

আসব * আনন্দ ভরে, নিজ তনু না সম্বরে, বিহরে শঙ্কর উরে, শঙ্কর মোহিনী। যেন সুধা সিন্ধু নীরে নীল কমলিনী। ১। অন্তরা।

গগন ত্যজয়ে বিধু, পিয়ে পদাম্বুজ মধু, শ্রীচরণ, নখারুণে হৈয়া দশ খানি। কমলাকান্তের গতি জলদ বরণী। ২। অন্তরা।

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—একতালা।

(৩৩) রঙ্গিণী রণ মাঝে, বিহরে 'শ্যামা' গো। আস্থাই।

রতন নূপুর, বাজে সুমধুর, হর হৃদি চরণ বিরাজে। ১। অন্তরা।

* সুধা, মধু, মদ্য বিশেষ অর্থাৎ তাড়ী

বাজী ধরি ধরি বয়ানেতে পূরে, গরাসে বারণ দারুণ সমরে। সঙ্গে সহচরী, নাচে দিগম্বরী, রণ জয়ী মাদল বাজে। ২। অভোগ।

নব জলধর, বরণ সুন্দর, ধরণী চুম্বয়ে লম্বিত চিকুরে। কমলাকান্তের, মন মধুকর, মগন চরণ সরোজে। ৩। অভোগ।

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—ধিমা তেতালা।

(৩৪) 'কেরে বামা' হর হৃদি পরে নগনা। আনন্দে নাচিছে কত বাজিছে বাজনা। আস্থাই।

ভুবন আলো নীলচান্দে, মুক্ত কেশ নাহি বান্ধে, আপনার রঙ্গরসে আপনি মগনা। ১। অন্তরা।

কে কোথা দেখেছ ভাই, নয় বশ এক ঠাঁই, চঞ্চল কি ধীর কিছু জানা গেল না। কালো কি উজ্জ্বল তনু, শশী কি নির্ম্মল ভানু, ওরূপ হেরিয়া দিব কিরূপে তুলনা। ২। অভোগ।

বিধুমুখে মৃদু হাসে, সদাসুধানন্দে ভাষে, হেরিলে না রহে যম যন্ত্র যাতনা। ওরূপ অন্তরে রাখি, হৃদয় মাঝারে দেখি, কমলাকান্তের এই মনের বাসনা। ৩। অভোগ।

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(৩৫) সদানন্দ ময়ী সুধানন্দে বিহরে 'রে'। চিন্তামণি অন্তঃপুরে ভ্রান্তি দূর করে। আস্থাই।

মূলাধারে সহস্রারে, হৃদয় পঙ্কজ বরে, আরে ইচ্ছাময়ী তিন ধামে তিন মূর্ত্তি ধরে 'রে'। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, তুমি তাঁরে চিন্ত অনুক্ষণ 'রে' পঞ্চাশদ্বর্ণ সার হার করে পরে 'রে'। ২। অন্তরা।

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(৩৬) বঞ্চনাতে তোর 'আমরি' বাজি হৈল ভোর 'রে মন'। কালী পদ সুধারসে না হলি চকোর। আস্থাই।

হইয়াছ দশের রাজা, দমনে না রাখ প্রজা, একি অবিচার দেখি সাধুরে বান্ধে চোর। ১। অন্তরা।

কতবা বুঝাব তোরে, আমার কেহ না করে, ভাবিয়ে করেছি সার নামের ডঙ্কা জোর। কমলাকান্তের মন, তুমি, মিছা ফেরে ফের কেন, ঘরে থাক মারে ডাক মিনতি রাখ মোর। ২। অভোগ।

রাগিণী—সিন্ধু।

তাল—ধিমা তেতালা।

(৩৭) 'মা আমি গো' তোমারি অকৃতি তনয়,

আমার গুণাগুণ সম্বর হর সুন্দরি। বঞ্চনা অধীন জনে উচিত না হয় 'মা'। আস্থাই।

মূঢ় জ্ঞানি অচেতন, আরাধিতে মম মন, 'মা' অভয়া চরণে মন কদাচ না রয়। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের মনে, এই আশা নিশি দিনে, মা হয়ে কি অকিঞ্চনে, না হবে সদয়। ২। অন্তরা।

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।
তাল—ধিমা তেতালা।

(৩৮) * শ্যামা রূপে নয়ন ভুলেছে। অতি অনুপম রূপ চিকণ কাল 'তেঁই'। আস্থাই।

তা নইলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন, হৃদয় মাঝারে রেখেছে। ১। অন্তরা।

শশি ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী, নলিনী, ভরমে ভ্রমরিণী, এসেছে। হারাইয়ে নিজ মণি, ব্যাকুল হইয়ে ফণি, রূপ নিরখিয়ে রয়েছে। ২। অভোগ।

হেরিয়ে কুসুম ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু, বিরহিণী হৃদয়ে শরণ লয়েছে। ওরূপ আনন্দ নিধি, কমলাকান্তের হৃদি, কমলে প্রকাশ করেছে। ৩। অভোগ।

* সদাশিবের নয়ন ভুলেছে। 'ইতি দ্বিপাঠ'

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—কওয়ালি।

(৩৯) কালী জয় কালী জয় করালবদনা জয়, হেই মন্ বদনে বলনা। আস্থাই।

আমি সদাই তোমার বশে, ভ্রমিতেছি মিছা আশে, একবার আমার মিনতি রাখনা 'রে'। ১। অন্তরা।

দারা সুত ধন পেয়ে, গিছে উনমত্ত হয়ে, আপনি আপনায় চেন না 'রে'। বিনি মাহিনার চাকর হয়ে, ভূতের বোঝা মর বয়ে, এখন চেতন হলো না। ২। অভোগ।

সংসার পাপের শেষ, সুখের নাহিক লেশ, তুমি তা জানিয়ে জান না। কমলাকান্তের গতি, কঠিন হইল অতি, কেন কর এত বঞ্চনা, 'রে'। ৩। অভোগ।

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(৪০) শিব হৃদে নাচিতে নাচিতে, চিকুর এলুলো প্রেমাবেশে শ্যামা তনু অবশ হইল। আস্থাই।

'কেরে' অকলঙ্ক বিধুমুখী, সুধাপানে অতি সুখী, নিরখি জীবন জুড়ালো। আসব অলসে মায়ের * বসন খসিল। ১। অন্তরা।

---

* (শ্যামার) ইতি দ্বিপাঠ।

সুধাময় সিন্ধু শিব উরে, অখণ্ড আনন্দ নীরে, সুখের তরণি ভাসিল। হেরিয়ে নয়ন মন ভুলিয়ে রহিল। ২। অন্তরা।

একি অপরূপ নিরুপমা, নিরঞ্জনী নিরাকারা, নিজ গুণে প্রকাশ হলো। কমলাকান্তের মনস্কামনা পূরিল। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—একতালা।

(৪১) 'অরে কিছু' পথের সম্বল কর ভাই। ঐহিকের যত সুখ হলো হলো নাই নাই। আস্থাই।

ক্রোশেক দুই ক্রোশ যেতে, গেঁঠে বেন্ধে লও খেতে, এবড় দুর্গম পথে, পাথা কুড়্লে পেতে নাই। ২। অন্তরা।

বাণিজ্য ব্যবসায় এস্যে, মূলে টানা টানি শেষে, এখন উপায় বল কল্পতরুর মূলে যাই। কমলাকান্তের মন, তথা আছে মহাধন, সকল আশায় দিয়ে ছাই, দৃঢ় করে ধর তাই। ২। অন্তরা।

রাগিণী—ললিত যোগিয়া।

তাল—* গৎকরণ।

(৪২) করুণাময়ি কাতরে কিঞ্চিত কৃপালেশং কুরু পরিহর মম, দুরিত অশেষং। আস্থাই।

গৎকরণ অর্থাৎ কাওয়ালীর ঠেকা।

অনুগত প্রণত জনং প্রতিপালয়, বারয় বিপদ বিশেষং। ১। অন্তরা।

নাশয় মানস তিমির তমং 'শিবে' বিলসয় হৃদয় নিবাসং। কমলাকান্ত ভ্রান্তিচ দূরয়, পূরয় মন অভিলাষং। ২। অভোগ।

রাগিণী—ললিত যোগিয়া।

তাল—গৎকরণ।

(৪৩) শ্যামা যদি হের নয়নে একবার, 'গো' ইথে বল ক্ষতি কি তোমার। আস্থাই।

জননী হইয়ে, এত যন্ত্রণা দেখিয়ে, দয়া না করিলে এ কোন বিচার। ২। অন্তরা।

আগম নিগমে শুনি, পতিত পাবনী তুমি, আমি যে পতিত দুরাচার। অধম তারণ যশ, যদি মনে অভিলাষ, কমলাকান্তেরে কর পার, 'গো'। ২। অভোগ।

রাগিণী—ললিত যোগিয়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(৪৪) শ্যামা মা নয়নে নিবস আমার 'গো'। লোকে জানে অঞ্জন রেখা নবঘন ওরূপ তোমার 'গো'। আস্থাই।

ত্যজ গো চঞ্চল বেশ, নিবস নয়ন দেশ, অচঞ্চল হইয়ে একবার। কমলাকান্তের আশা পূরয় শঙ্করি, তবে জানি মহিমা তোমার 'গো'। ১। অন্তরা।

রাগিণী—মুলতানী।

তাল—জলদ তেতালা।

(৪৫) কেহ না সম্ভাষে দাসে, অকৃতি বলিয়ে হাসে 'মা' এমন বন্ধন কেন কলি মায়াপাশে। আস্থাই।

ধনলোভি পরিজন, সদালই গঞ্জন, তত্ত্ব চিন্তা পরানন্দ, নাশে অনায়াসে। সতত কুজন সঙ্গ, মম মতি হয় ভঙ্গ, কমলাকান্তের প্রাণী কাঁপে সদা এই ত্রাসে। ১। অন্তরা।

রাগিণী—মুলতানী।

তাল—একতালা।

(৪৬) আমার অসময় কে আছে করুণাময়ি। ওপদে বিপদ নাশে নিতান্ত ভরসা ওই। আস্থাই।

কখন কখন মনে করি ধন পরিজন, কোথা রব কোথা রবে সে ভাব থাকয়ে কৈ। মজিয়ে বিষয় বিষে, দিন গেল রিপু বশে, আপনারি ক্রিয়া দোষে, অশেষ যন্ত্রণা সই। ১। অন্তরা।

সুকৃতি যে জন, সে সাধনে পাবে শ্রীচরণ, অকৃতি অধম প্রতি কিগতি তারিণী বই। কমলাকান্তের আশ, হৈতে চায় 'মা' তব দাস, কেন হবে মন বশ, আমি যে তাদৃশ নই। ২। অভোগ।

রাগিণী—ললিত।

তালএ—কতালা।

(৪৭) এত চঞ্চল হইয়াছ তারা কি কারণে বল, 'মা'। শ্মশানে মশানে ফের 'মা' সেখানে কি ফল, 'গো'। আস্থাই।

তারা মোর নয়নের তারা, ক্ষণে ক্ষণে হই হারা, ক্ষেপা মেয়ে হৃদয় মন্দিরে বসি খেল 'গো'। ১। অন্তরা।

না বুঝি কি কারণ বাস না সম্বর কেন, তোমার তিলেক অবসর নাই 'মা' বান্ধিতে কুন্তল 'গো'। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের এই, কথা রাখ কৃপাময়ী, তোমার গুণে বান্ধা নির্গুণ পালঙ্কে বসি দোল, 'গো'। ৩। অভোগ।

রাগিণী—ললিত।

তাল—একতালা।

(৪৮) 'কেনরে' আমার শ্যামা মায়ে বল কাল। যদি কাল বটে, তবে কেন ভুবন করে আলো। আস্থাই।

'মা মোর' কখন শ্বেত কখন পীত কখন নীল লোহিত, 'রে' আমি জানিতে না পারি জননী কেমন ভাবিতে জনম গেল। ১। অন্তরা।

'মা মোর' কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ কখন শূন্য মহাকাশ 'রে' আরে, কমলাকান্ত ওভাব ভাবিয়ে সহজে পাগল হলো। ২। অভোগ।

রাগিণী—বেহাগ।

তাল—জলদ তেতালা।

(৪৯) আজু কেন লোল রসনা বিবসনা শবাসনোপরে হর উরে কি কর জননি। গলিত অম্বর কেশ, ধরেছ মা কেমন বেশ, পদভরে কম্পিতা ধরণী আস্থাই।

নর কর শির হার, একি তব অলঙ্কার, কি কারণে না পর অম্বর হেম মণি। ত্যজি মণি মন্দির, কেন মা শ্মশানে ফের, উন্মত্তা যেন পাগলিনী। ১। অন্তরা।

ক্ষণে ক্ষণে হুহুঙ্কার, ধরাতে না সহে ভার, কম্পিত হয়েছে সহ করি কূর্ম্ম ফণি। কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি, হর উরে ধীরে ধীরে নাচ গো জননী। ২। অভোগ।

রাগিণী—বেহাগ।

তাল—একতালা।

(৫০) চরণ দুটি তোর, 'গো শ্যামা' তারণ কারণ কলি ঘোর। দশ নখ চন্দ্র নিরখি পরম সুখী মানস নয়ন চকোর। আস্থাই।

অশরণ শরণ, ভকত মনোরঞ্জন, মদন দহন মন চোর। কমলাকান্ত নিতান্ত তমস হৃদি কমল নির্ম্মল কর মোর 'গো'। ১। অন্তরা।

রাগিণী—বেহাগ।

তাল—জলদ তেতালা।

(৫১) কালি আজু নীলকুঞ্জ, তেজঃপুঞ্জ লতা শোণিত নূতন মুঞ্জরী। কিঙ্কিণী কলরব, মধুকর গুঞ্জরে কোকিল বচন সুমাধুরী। আস্থাই।

মুকুট শিখণ্ডী, শ্রবণ বিহঙ্গী, নাভি সরোজহি পুণ্ডরী। লোচন খঞ্জন, শ্রীবদন ভ্রমরী, পিয়ে মকরন্দ কাদম্বরী। ১। অন্তরা।

চরণ তমাল ব্যাল দ্বয় নূপুর, শিব রজতাচল তদুপরি। কমলাকান্ত দেখরে পরমাদ্ভুত শঙ্কর উরূপরে শঙ্করী। ২। অভোগ।

রাগিণী—পুরবি।

তাল—একতালা।

(৫২) শঙ্কর উরে বিহরে শ্যামা রঙ্গিণী। সৌদামিনী সহিত, সুধাংশু মিলিত, নীল কাদম্বিনী। আস্থাই।

না বাঁধে চিকুর না পরে বাস, ও বিধু বদনে মধুর হাস, চিন্তামণি নিলয়ে প্রকাশ, সশিব শিব নিতম্বিনী। ১। অন্তরা।

তারণ কারণ চরণ যন্ত্র, যে জন না জানে সে জন ভ্রান্ত, ও নিতান্ত শান্ত করে কৃতান্ত কমলাকান্ত বন্দিনী। ২। অন্তরা।

রাগ—মালকোষ।

তাল—জলদ তেতালা।

(৫৩) 'আগো শ্যামা গো' আপনি হয়েছ দিগম্বরী শ্যামা দিগম্বর হৃরোপরে 'মা'। আস্থাই।

এ কেমন পাগলির বেশ, আলায়ে পড়েছে কেশ, কত নাচ লম্বিত চিকুরে 'গো' 'আগো মা'। ১। অন্তরা।

বুঝিলাম ব্যবহার, যত দেখি পরিবার, উন্মত্ত হইয়ে, নাচে বাস না সম্বরে। কমলেরে এই বিধি, নিকটে রাখিবে যদি, তবে দিগম্বর কর মোরে 'গো'। ২। অভোগ।

রাগিণী—আড়ানা।

তাল—জলদ তেতালা।

(৫৪) গিরিরাজ নন্দিনী, অসুর নাশিনী, অভয় দায়িনী, সুর গণে। তিন লোক পালিনী, মহিষ মর্দ্দিনী, পতিত তারিণী, ত্রিভুবনে। আস্থাই।

অতি গম্ভীর নাদ, বিবাদ সুররিপু, দৈত্য সুত, সব রিপু সনে। সুরাসুর নাগনর, গণ চরণ সেবিত, সমর রঙ্গিণী বিবসনে। ১। অন্তরা।

ত্রিগুণ ধারিণী, তুমি তারা ত্রিনয়নী, ত্রিজগত শুভে শুভদায়িনী। প্রমথ সঙ্গ, বিরাজ ভবভয়, ঘোর তিমির বিনাশিনী। ২। অন্তরা।

কমলাকান্ত পতিতে নিতান্ত, শরণ দেহি শিবে, তব শ্রীচরণে। শমন দুরন্ত, অতি বলবন্ত, মিনতি অনন্ত হের, তারা ত্রিনয়নে। ৩। অভোগ।

রাগ—বসন্ত।

তাল—ধামার।

(৫৫) কালী কালী কালী তারা বাণী, 'আরে' রটরে রসনা এ দিন যামিনী। আস্থাই।

ত্রিভুবন জননী, স্থিতি লয় কারিণী, নির্গুণ সগুণ ব্রহ্ম পদ দায়িনী। ১। অন্তরা।

ষোড়শী ভুবনা, ভৈরবী ছিন্না, ধূমাবতী মাতঙ্গিনী। বগলা কমলা, ইতি দশ বালা, দীন দাস কমলাকান্ত মোচনী। ২। অভোগ।

রাগিণী—মুলতানী বাহার।

তাল—জলদ তেতালা।

(৫৬) শারদা বিরাজে শ্বেত সরোজে; 'দেখ রে নয়ন' কি আনন্দ করুণাময়ী ভুবন মাঝে। আস্থাই।

বীণা যন্ত্র সুতন্ত্র মঙ্গল ধ্বনি, মধুর মধুর গরজে। ১। অন্তরা।

গায়তি হরি গুণা, নৃত্যতি প্রমগনা, মণিময় নূপুর বাজে। কমলাকান্ত মগন মন ভ্রমরা শ্রীচরণ সরোজ রজে। ২। অভোগ।

রাগ—বসন্ত।

তাল—ধামার।

(৫৭) ভৈরবী ভৈরব 'জয়' কালী কালী বলি নাচত সমর সুধীর। সমর তরঙ্গ বিরাজয়ি শঙ্করী, সুখদ বসন্ত সমীর। আস্থাই।

যেই ব্রহ্ম তুমি পতি ব্রহ্ম বধূগণ দেয়ত শ্রী অঙ্গে আবীর। সেই তনু শ্যামা রূপা যোগিনী সঙ্গে, খেলত রঙ্গ রুধির। ১। অন্তরা।

বিপরীত রঙ্গে, শ্রম জল অঙ্গে, সুধাময় সিন্ধু গভীর। তরুণ বয়সি তরুণ শিব তরিপর পুলকিত শ্যামা শরীর। ২। অন্তরা।

ক্ষিতি তল চুম্বিত কেশ দিগম্বরী ভুষণ নর কর শির। কমলাকান্ত মনোহর রূপ হেরি, বরিষয়ে আনন্দ নীর। ৩। অভোগ।

রাগ—বাহার বসন্ত।

তাল—জলদ তেতালা।

(৫৮) 'দুটি' চরণ সরোজ সরোজোপরে, আসব আশয়ে কত, অলি গুঞ্জরে। আস্থাই।

একি অপরূপ প্রফুল্ল পঙ্কজোপরে, ওপদ নখর ছলে, শশি বিহরে। ১। অন্তরা।

কি শোভা যাবক * কি শীতল পাবক, কিবা তরুণ অরুণ আসি উদয় করে। কমলাকান্ত অনুপ রূপ ভুপ, নিরখি পুলকে তনু, নয়ন ঝুরে। ২। অভোগ।

রাগ—বসন্ত।

তাল—যত।

(৫৯) সুতন্ত্রী বীণা বাজয়ি রে, বিহরয়ি মনোহর বেশে। সুখময় সরোজে ত্রিভঙ্গ তরঙ্গিণী, নৃত্যয়ি তরুণ বয়সে। আস্থাই।

বেণী শ্রেণী ভুজগাবলী নিন্দিত, লম্বিত উরুযুগ অংশে। লোচন খঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জিত, সিন্দূর তিমির বিধ্বংসে। ১। অন্তরা।

কমলাকান্ত দেখরে গগন বিধু, জলজ কমল বিনাশে। একি পরমাদ্ভুত পদনখ চন্দ্রে, হৃদয় কমল পরকাশে। ২। অভোগ।

* আলতা।

রাগিণী—খট।

তাল—একতালা।

(৬০) তারা চরণ কর সার, 'রে মানসা'। বিষয় বিরলে ত্যজ কেন মজ মিছাভ্রমে। আস্থাই।

এসেছ অসার ভবে, কেন মর মিছা লোভে, ভেবে দেখ তুমি কার, কে আছে তোমার। ১। অন্তরা।

এ ধন যৌবন পরিজন কি তোর সঙ্গে যাবে, এমন রতন কায়া কোথা রব কোথা রবে। কমলাকান্তেরে যদি এ সঙ্কটে নিস্তারিবে। এখন যতনে রাখ বচন আমার 'রে'। অভোগ।

রাগিণী—খট।

তাল—জলদ তেতালা।

(৬১) যখন যেমন রূপে রাখিবে আমারে। সকলি সফল যদি না ভুলি তোমারে। আস্থাই।

জনম করম দুখ সুখ করি মানি, জলদ বরণী যদি নিরখি অন্তরে 'শ্যামা'। ১। অন্তরা।

বিভূতি ভূষণ কি রতন মণি কাঞ্চন, তরুতলে বাস কি, রাজ সিংহাসন; কমলাকান্ত উভয় সম সাধন, জননি নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে 'গো মা'। ২। অন্তরা।

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—কাওয়ালির ঠেকা।

(৬২) মানব দেহ পেয়েছিলাম 'ভবে' তোমার এ তনু তোমারে সুঁপিলাম। যা কর জননি আমি অবসর হৈলাম। আস্থাই।

অনিত্য সংসার সুখ, তাহে হৈলাম বৈমুখ, মান অপমান দুখ, দূরে তেয়াগিলাম। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর, ভাবিয়ে চরণাম্বুজে শরণ লইলাম। ২। অভোগ।

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—ঠুঙ্গরি।

(৬৩) আদরিণী শ্যামা মাকে ; আদর করে হৃদে রাখ। তুমি দেখ আমি দেখি, আর যেন ভাই কেউ না দেখে। আস্থাই।

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকী, 'এসো' তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি, রসনারে সঙ্গে রাখি, সেও যেন মা বলে ডাকে। ১। অন্তরা।

অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, 'তারে' নিকট হতে দিও নাক, জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, খুব যেন সাবধানে থাকে।২। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এক নিবেদন, দরিদ্র পাইলে ধন, সেও কি অন্যান্তরে রাখে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—খাম্বাজ।

তাল—একতালা।

(৬৪) তারিণী আমার কেমন, কে জানে তাঁরে, যেমন তারা তেমনি ভাল। দুটি অভয় চরণ, ভাব ওরে মন, অনুমানে তার কি কায্ বল। আস্থাই।

প্রকৃতি পুরুষ অথবা শূন্য, সেই সে সকলি সকলে ভিন্ন, ধন্য ধন্য কে জানে অন্য, ভব যাঁরে ভেবে পাগল হলো। ১। অন্তরা।

নীল পীত শ্বেত লোহিত বর্ণ, কি রূপ কি গুণ কে জানে মর্ম্ম, 'সে' সহজে প্রবীণা, অতি সুনবীনা, স্বভাব নির্ম্মল কথার কাল। ২। অন্তরা।

যে রূপে যে জনা, করয়ে ভাবনা, সেই রূপে তার পূরয়ে কামনা, দ্বৈত ভাব ত্যজ, নিত্যানন্দে মজ, অনিত্য ভাবনায় কি আর ফল। ৩। অন্তরা।

কমলাকান্ত কি ভাবনা আর, পেয়েছ যে ধন হেলে হবে পার, ওপদে বঞ্চিত যে জনা তার, একূল ওকূল দুকূল গেল। ৪। অন্তরা।

রাগিণী—অহং মুলতানী।

তাল—কাওয়ালী।

(৬৫) করুণাময়ি দীন অকিঞ্চনে; 'বারেক হের মা'। সদা মগনা সুধানন্দে কালী তনয় ত্রাসিত ভব বন্ধনে। আস্থাই।

আমি যে শুনেছি তুমি পতিত পাবনী 'মা' দয়াময়ী দান তারণে। কমলাকান্ত ক্রিয়া হীন পতিতে, ত্রাহি কৃপা অবলম্বনে। ১। অন্তরা।

রাগিণী—অহং খাম্বাজ।

তাল—কাওয়ালির ঠেকা।

(৬৬) অভয়ে দেহি শরণং 'করুণাময়ি' কাতরে, অনুগত জন প্রতি পালিনী, 'গো'। আস্থাই।

ত্রাসিত মম তনু বিষয় নিবন্ধে, ত্রাহি ত্রিতাপ বিনাশিনি! 'গো'। ১। অন্তরা।

ত্রিভুবন সৃজন পালন লয় কারিণী, শ্রুতি স্মৃতি গতি দায়িনী, 'গো' মা'। কমলাকান্ত প্রমোদ প্রদায়িনী, চন্দ্র চূড় হৃদি চারিণী 'গো'। ২। অভোগ।

রাগিনী—অহং মুলতানী।

তাল—একতালা

(৬৭) কালীর ইচ্ছা যেমন, 'রে মন' বৃথা কর বাসনা। মন তুমি কি করিবে, কোথা কি পাবে, কালী না পূরালে কামনা। আস্থাই।

জন্মান্তর ক্রিয়া অনুচর, জীবের যে কিছু যন্ত্রণা! তুমি এই কর মন, ভাব শ্রীচরণ, মহতের এই মন্ত্রণা।১। অন্তরা।

'তুমি' যে ভেবেছ দেহ অভিমান, এ সকলি তারি বঞ্চনা। সেই সে কর্ত্রী ধাত্রী হর্ত্রী,আর যত সে বিড়ম্বনা।২। অন্তরা।

কমলাকান্ত মান অপমান, দূরে ত্যজ গুরুগঞ্জনা। ‘তুমি’ ভাব ভাব ভব গৃহিণী ভবানী, না রবে ভবের ভাবনা। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—সিন্ধু কাফি।

তাল—একতালা।

(৬৮) ভ্রময়ে মন ‘তারা’ তোমারি বশে। এই দেহ যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, তব গুণে বাঁধা গুণময়ী, ‘হেমা’ আমি দোষী হই কি দোষে। আস্থাই।

দুর্গম নহে অতি সুখাশ্রয় দুর্গানাম, তাহে কেন তনু অলসে, ‘মা’। দুর্জ্জয় বিষয় কঠিন, কমলাকান্তের মূঢ় মানসা, সদা লোভী সেই বিষে। ১। অন্তরা।

রাগিণী—সিন্ধু কাফি।

তাল—ধিমা তেতালা।

(৬৯) ‘তারা বল’ কি অপরাধে, অঘ অনুরোধে, বঞ্চনা করিলে আমায়। আস্থাই।

এ ছার মানব জাতি, সতত চঞ্চল মতি, তায় ক্রোধ কেমনে জুড়ায়। ১। অন্তরা।

শ্রুতি স্মৃতি পরিহরি, যা মানস তাই করি, ভরসা দিয়াছি তব দায়। কমলাকান্তের আর, কে আছে ভুবন মাঝে, ‘মা’ এতনু সুঁপেছি রাঙ্গাপায়। ২। অভোগ।

রাগিণী—হোসেনী টোড়ী।

তাল—একতালা।

(৭০) শ্যামা বিনা আর জুড়াইব কিসে, 'মনরে' তাপিত প্রাণ'। কলুষ ভুজঙ্গে, গ্রাসিত অঙ্গ, জারিল দারুণ বিষে, 'রে'। আস্থাই।

বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ, নিবসন রে ওমন, পাইয়াছ শ্রীনাথ আদেশে। তবে কেন মন, ত্যজ এমন ধন, কেবল কপট অলসে। ১। অন্তরা।

কখন কি হয়, এ তনু আপনার নয়, প্রলয় আঁখির নিমিষে। কমলাকান্তের, বুঝিলাম এত দিনে, ঘুচিল মনের দিশে। ২। অভোগ।

রাগিণী—পরজ।

তাল—একতালা।

(৭১) বামা কে রে দেখনা চাহিয়ে, সমরে শঙ্করো পরে। প্রকৃতি অসিতাঙ্গ ধারিণী, সমরে বিহরে। আস্থাই।

অশ্রুতি পথ গত তরঙ্গ, অসি শির ধৃত বাম অঙ্গ, প্রমথ সঙ্গ বামা উলঙ্গ, অভয় সঞ্চরে। ১। অন্তরা।

আনন্দে অনাদি হৃদয় নিবসয়ে বিবস্ত্র, কালী কেন সমর ঘোরে, অমর শরণাগত নখরে। ২। অন্তরা।

দিগ দিগন্তে সম কৃতান্ত, হেরি বামা শ্যামা রূপ নিতান্ত, হেরি বয়ান মুদি নয়ন, নিরখি অন্তরে। কমলাকান্ত আশ্রিত চরণারবিন্দ হেরি কৃতার্থ, রণ অসার্থ কর অনর্থ চরণে শরণ লহরে। ৩। অভোগ।

রাগিণী—সিন্ধু।

তাল—ধিমা তেতালা।

(৭২) শঙ্করী শিবে শ্যামে ভীমে উমে ভবানি। বরদে শারদে আশুতোষ হর রাণী। আস্থাই।

দুঃখ হর ভয় হর, রিপুহর স্মরহর, মনোমোহিনী; চরাচর নাগ নর শূর প্রতিপালিনী, 'ভবে অম্বিকে' অনুগত স্তুত বিহিত কারিণী। ১। অন্তরা।

মৃত্যুঞ্জয় হৃদয় চারিণী, শরণাগত কলুষ নাশিনী, কমলাকান্ত হৃদি বিহারিণী। ২। অভোগ।

রাগিণী—সিন্ধু কাফি।

তাল—একতালা।

(৭৩) মনের বাসনা কত দূর, কে জানে। মন পেয়েছে মনের মত অভয় চরণ হেরিয়ে 'গো'। আস্থাই।

ঐহিকের যত সুখ তৃণ করি মনে। ১। অন্তরা। ব্রতাদি নিয়ম যত, তাহে নহে অনুগত, কদাচ না হলো রত তীর্থ গমনে। কমলাকান্তের মন, এত উনমত্ত কেন, চরণকমল মধুপানে। ২। অন্তরা।

রাগিণী—লুম ঝিঁঝোটি।

তাল—একতালা।

(৭৪) দীন গো জননি! অতি দীন, 'ওমা' আমি অতি ভজন বিহীন। আস্থাই।

অসিত সময় শশী, দিনে দিনে যাদৃশী, তাদৃশী হতেছি মলিন। ১। অন্তরা।

পুরাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল ভাজন, ক্ষণে ক্ষণে পরমায়ু ক্ষীণ। কমলাকান্ত ভরসা ভব মোচনী, 'মা' নাম শুনে হয়েছি অধীন। ২। অন্তরা।

রাগিণী—জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(৭৫) কালী বলে ডাক, 'রে মন' আর ভার তোমায় দিব না। তুমি এই কর মন কথা রাখ ঘরের বাহির হইও নাকো। আস্থাই।

ঘরে আছে ছ জন কুজন, তার সঙ্গী হৈও না 'মন' কেবল রসনা রঙ্গিয়া বটে যত্নে তায় স্ববশে রাখ। ১। অন্তরা।

ভবের যাতনা যত, তনু আছে তায় অনুগত, দুঃখ জানে এ দেহ জানে, তুমি তো আনন্দে থাক। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের হৃদি, কমলে অমূল্য নিধি; আমি আপন বলি তোমায় দিলাম, জ্ঞান চক্ষু খুলে দেখ। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—কানেড়া বাগেশ্রী।

তাল—একতালা।

(৭৬) দয়াময়ী করুণাময়ী দানে তার, 'গো কালি'!। এতনু জীর্ণাতরী স্ববশ নয়, ভব তরঙ্গ অনিবার, 'গো'। আস্থাই।

সাজেছি পাপের ভরা, গমনে হৈয়াছে ত্বরা, বিদিত চরণে যত, বাণিজ্য আমার। কমলাকান্তের গতি ঐ তারা নাম, ভরসা ভবার্ণবে ভব কর্ণধার, 'গো'। ১। অন্তরা।

রাগিণী—মূলতানী।

তাল—জলদ তেতালা।

(৭৭) মা তব চরণাম্বুজে হেরিয়ে জীবন আছে। নতুবা যাতনা যত, ইথে কি মানব বাঁচে। আস্থাই।

জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন, বিরত থাকিতে প্রাণ, অকৃতি বলিয়ে তারা, করতালি দিয়া নাচে। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের আর, কে আছে ভুবন মাঝে, আপনার বলিয়ে আমি, যাব, 'গো মা' কারকাছে। ২। অন্তরা।

রাগিণী—কাফি।

তাল—ধিমা তেতালা।

(৭৮) মোরে বঞ্চনা কেন কর তারিণী, 'গো মা'। তমসি ভবার্ণব তারণ তরণি, সুমতি কুমতি গতি দায়িনী। আস্থাই।

ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত জ্ঞান নাহি মম, মিছা কাযে গেল দিন যামিনী। কমলাকান্ত নিতান্ত শরণাগত, বারেক হের, আশুতোষ গেহিনী। ১। অন্তরা।

রাগিণী—কাফি।

তাল—ধিমা তেতালা।

(৭৯) শিখেছ যতনে যত চাতুরী 'মন'। হয়েছ আপনি, রিপু আপনার। আস্থাই।

ধরেছ ভকত বেশ, না দেখি ভকতি লেশ, কদাচ কপট রীত, গেলনা তোমার। ১। অন্তরা।

ওরে মন দুরাচার, তুমি হলে কর্ণধার, ডুবাইতে তরণি আমার। কমলাকান্তের প্রতি, কঠিন হয়েছ অতি, না মজিলে সুধাময়, চরণে শ্যামার, 'রে' । ২। অভোগ।

রাগিণী—* জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(৮০) সদানন্দ ময়ি কালি, মহাকালের মন-মোহিনী, 'গো মা'। তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি। আস্থাই।

আদিভূতা সনাতনী, শূন্য রূপা শশি ভালী। যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল 'হে মা' মুণ্ডমালা কোথায় পেলি। ১। অন্তরা।

---

* রামপ্রসাদীয় সুর।

সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি। তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি। ২। অন্তরা।

অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি। এবার সর্ব্বনাশী, ধরে অসি, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটই খেলি। ৩। অরা।

রাগিণী —* জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(৮১) আর কিছু নাই শ্যামা তোমার, কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা। 'শুনি' তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি, অতেব হৈলাম সাহস ভাঙ্গা। আস্থাই।

জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা, § 'কিন্তু' বিপদ কালে কেউ কোথা নাই, ঘর বাড়ী ওড়্গাঁয়ের ডাঙ্গা। ১। অন্তরা।

নিজগুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখ, 'নইলে' জপ্ করি যে তোমায় পাওয়া, সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা, আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রইল টাঙ্গা। ৩। অরন্তা।

---

* রামপ্রসাদীয় সুর।

§ সম্পত্তির ভাগী তারা। ইতি দ্বিপাঠ।

রাগিণী—জঙ্গলা ।

তাল—একতালা ।

(৮২) তোমার গলে জবা ফুলের মালা, কে দিয়াছে তোমার গলে। যত সমর পথে, নেচে যেতে, রয়ে রয়ে রয়ে দোলে ॥ আস্থাই।

রণ তরঙ্গ প্রমথ সঙ্গ, চিকুর আলায়ে উলঙ্গ, কি কারণে লাজ ভঙ্গ, শিব তব পদতলে। ১। অন্তরা।

অভয় বরদ সব্য হস্ত, বাম করে শিরসি অস্ত্র, 'দেখে' সুরগণ হয়ে ব্যস্ত, রক্ষ রক্ষ রক্ষ বলে। ২। অন্তরা।

মুকুট গগনে ঘোর বরণ, খল খল হাসি তিমির হরণ, কমলাকান্ত সতত মগন, শ্রীচরণ কমলে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(৮৩) তেঁই শ্যামা রূপ ভালবাসি, 'কালি' জগমন্ মোহিনী এলোকেশী। তোমায় সবাই বলে কাল কালী আমি দেখি অকলঙ্ক শশী। আস্থাই।

বিষম বিষয়ানলে 'মা' দহে তনু দিবানিশি। যখন শ্যামার রূপ অন্তরে জাগে, আনন্দ সাগরে ভাসি। ১। অন্তরা।

মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে মায়ের করের অসি। মায়ের বদন শশি, মধুর হাসি, সুধা ক্ষরে রাশি রাশি। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, নহে অন্য অভিলাষী, 'আমার' শ্যামা মায়ের যুগল পদে, গয়া গঙ্গা বারাণসী। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—বেহাগ।

তাল—জলদ তেতালা।

(৮৪) কালি তুমি কামরূপা, কেমনে রহে ধ্যান। আমি কোন কীট মানুষ, মানসে কত জ্ঞান। আস্থাই।

বেদশাস্ত্র পুরাণাদি, কি করিছে সাংখ্য বাদী, 'যার' ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের অসাধ্য অনুমান। ১। অন্তরা।

'যদি নির্ব্বাণ উত্তম বটে,'তবে' অণিমাদি কি সে খাটে, 'ইথে' বিদ্যা কি অবিদ্যা বটে, কে জানে সন্ধান। কমলা-কান্তের চিত্ত, অনুভবে এক সত্য, 'যার' যে শ্রীনাথ দত্ত, সে তত্ত্ব প্রধান 'মা'। ২। অভোগ।

রাগিণী—জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(৮৫) 'মন' চল শ্যামা মার নিকটে ? মা মোর অগতির গতি বটে। যার যে বাসনা, মনেরি কামনা, সেখানে সকলি ঘটে। আস্থাই।

অল্প পুণ্যভরা, সাজিয়ে পশরা, এনেছো ভবের হাটে। যা কর উপায়, পাঁচে মেলি খায়, কলঙ্ক তোমারি রটে। ১। অন্তরা।

কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে, রাজত্ব কররে পাটে। আছে এক জনা, লইতে খাজানা, জমি যে বিকাবে লাটে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্ত কি ভাবনা ভাব, দাঁড়ায়ে নদীর তটে। 'দেখ' দুকূল পাথার, না জান সাঁতার, তরণী নাই যে ঘাটে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—জঙ্গলা খাম্বাজ।

তাল—ঠুঙ্গরী।

(৮৬) আচার বিচার নিত্য নয়। যে সাধকের দাঢ্যভাব, সে সত্যময়। আস্থাই।

'দেখ' এক বস্তু নানামত, 'সে' পঞ্চতত্ত্বে অনুগত, যাহাতে উপজে পুনঃ, তাহাতেই প্রলয়। ১ অন্তরা।

ধ্যান স্থির যে জনার, সেই ব্যক্তি সদাচার, 'সে' ব্রহ্ম রূপ ভাবিয়ে, আনে ব্রহ্মময়। কমলাকান্তের চিত, ছুটেতে তরণী পাত, নানা দেশ ভ্রমণ, কেবল দুঃখ চয়। ২। অভোগ।

রাগিণী—জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(৮৭) যন্ত্রণা কত সব, আর গো বল মোরে, 'মা'

ভবে প্রজ্জ্বলিত, পতঙ্গের মত, বারে বারে পড়ি, বিষয় ঘোরে। আস্থাই।

গমনাগমন করি অকারণ, অভয় চরণ না ভাবি কখন; অমৃত ত্যজিয়ে, গরল ভুঞ্জিয়ে, মৃত প্রায় ভাসি ভবের নীরে। ১। অন্তরা।

মহামায়া যুক্ত মানব দেহ, মৃত কায়া হেরি করয়ে স্নেহ, অসার আপনি না ভাবয়ে প্রাণী, বিপদে ভাবনা করে অন্তরে। ২। অন্তরা।

নিতান্ত পতিত কমলাকান্ত, নিবেদন করে চরণো পান্ত, 'আমার' মন অশান্ত বিষয় ভ্রান্ত, হেরি কৃতান্ত ভয় না করে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—জঙ্গলা।
তাল—একতালা।

(৮৮) তোমার ভাল চিন্তা সদা; করি গো তোমার নিকটে। দুখে যাক্ সুখে যাক্ জেনেছি, যে আছে লিখন ললাটে। আস্থাই।

বারে বারে ভ্রমণ করি মা, আমার এই কর্ম্ম বটে। কিন্তু দীন দেখে যদি দয়াকর তবে, দীন দয়াময়ী নামটি রটে। ১। অন্তরা।

আমার বাপের শীল হৈলে মা, তোমার বাপের নিন্দা ছোটে। তোমার বাপের স্বভাব হৈলে, উভয় কুলে প্রমাদ ঘটে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্ত হাটের হেটো, হাট সইছে বেড়াই হাটে। 'তুমি' যদি করিবে না পার তবে কেন, নৌকাখানি লইয়ে ঘাটে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(৮৬) তুমি মিছে ভ্রমণ করো নারে ; মন তুরঙ্গ পথে চল। তুমি সুকৃতি সুমন্ত্রী বট, কুমন্ত্রণায় কেন ভোল। আস্থাই।

তুমি যে শুনেছ ভাই, ভোগ মোক্ষ এক ঠাঁই, যার গাছ হলো না ফল পাবে কি, সে সব আশা শিকায় তোল। ১। অন্তরা।

দেখিয়ে না দেখ দিটে, বিপক্ষ চড়েছে পীঠে, তোমার রথী সে সারথি হারা, কি সঙ্কট ঘটাবে বল। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, 'তুমি' পরের বশে মর কেন, 'কালী' নাম ব্রহ্ম তীক্ষ্ণঅস্ত্রে, মূখের * লাগাম কেটে ফেল। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(৯০) জানি গো দারুণ শমনে, যাব না মা তার ভবনে। তারে দিয়াছ বিষয় পেয়েছে এখন, তোমার দোহাই মানে না মানে। আস্থাই।

---

* মায়ার। ইতি দ্বিপাঠ।

'হে মা' আমি জানি নিজ কর্ম্মাকর্ম্ম, বিশেষে কর্ম্ম ফল সে জানে। তোমার যা হয় উচিত, কর মা বিহিত, আপন সম্মুখে আপন গুণে। ১। অন্তরা।

লঘু দোষে করে অধিক দণ্ড, অন্যথা কে করে তিন ভুবনে। সে তোমার বল পেয়েছে এখন, দীনের কথা শুনিবে কেনে। ২। অন্তরা।

হুজুরে বিচার হলে একবার, নাহি মানি তার পদাতিগণে। 'যেন' কমলাকান্ত বলে কৃতান্ত, স্বপনে কখন না করে মনে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী – জঙ্গলা।
তাল—একতালা।

(৯১) মন ভ্রমে ভুলেছ কেনে, তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে। শ্রীনাথ দত্ত প্রধান তত্ত্ব, দাঢ্য কর সেই চরণে। আস্থাই।

যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে। তোমার দ্বৈত ভাবে দিবস গেল, চিদানন্দ রয় কেমনে। ১। অন্তরা।

তন্ন তন্ন করি মলে, কি পেলে ছয় দরশনে। তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান, মহাবিদ্যা আরাধনে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব, অনুমানে কেবা জানে। যার আদি অন্ত মধ্য নাই, সে নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে। ১। অন্তরা।

রাগিণী—নট্‌বেলাওল।

তাল—ধিমা তেতালা।

(৯২) আমার 'মন' ভুলনা, মন ভুলনা লোকেরি কথায়। 'অরে অনিত্য সংসার নিত্য ভাব শ্যামা মায়। আস্থাই।

কে বলে মা নিদ্রা গেছে, নিদ্রার কি নিদ্রা আছে, যে নিজে অচৈতন্য, অচৈতন্য ভাবে তাঁয়। ১। অন্তরা।

যুগাচারি যে জন হয়, তার কাছে কি কলির ভয়, সত্য আদি চারি যুগ বান্ধা রাঙ্গা পায়। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, ত্যজ অন্য আলাপন, 'তুমি' আপন সুখে আপনি মজ, কারে কে সুধায়। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—টৌড়ী।

তাল—কাওয়ালী।

(৯৩) 'তবে' কেন হইল মানব দেহ। গুরু চরণে মতি হইল না। যে কারণে এই তনু ধন্য, কেন সে পথে আমার মন গেল না। আস্থাই।

আমার ধন আমার পরিজন আমার সুত দারা, এই কোরে হৈলাম পথ হারা, সারাৎ সারা পরাৎ-পরা তারা, নাম লইলে না। কমলাকান্ত হৈলে নিতান্ত

উনমত্ত, কুপথ ভ্রমণে * ক্ষমা দিলেনা, সুপথ মনেরে শিখাইলে না। ১। অন্তরা।

রাগিণী—আলেয়া।

তাল—কাওয়ালি—তাল ফেরতা।

(৯৪) শঙ্কর মনোমোহিনী 'তারা' ত্রাণ কারিণী ত্রিভুবন অঘ বিদারিণী, ভব জননী। ভবানী ভয়ঙ্করী ভীমে বাণী ভয় হারিণী তারিণী। আস্থাই।

* অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা সীতা, অসিতা অভয়া নিত্যানন্দ দায়িনী। * বৃন্দাবন রস রসিক বিলাসিনী, ব্যাস ভাষ খলু রাস প্রকাশিনী, কমলাকান্ত হৃদি কমলে তিমির হর বরজ রমণী। ১। অন্তরা।

রাগিণী—ভেটিয়ারি।

তাল—ঠুঙ্গরি।

(৯৫) কেমন বেশ ধরেছ, 'জননি' হর উরোপরে উলঙ্গ মোহিনী 'মা'। আসব আনন্দ হ্রদে মগনা হয়েছ, 'গো মা'। আস্থাই।

চামরী গঞ্জিত কেশ, আলুয়ে দিয়েছ। নব জলধর কায়, রুধিরে ঢেকেছ। ১। অন্তরা।

---

* বিষয় ভ্রমণে।

* জলদ্ তেতালা।

* ইতি দ্বিপাঠ।

কওয়ালি।

আপনার রঙ্গ রসে, আপনি মজেছ। নরকর শিরো হার, ভূষণ করেছ। ২। অন্তরা।

ভূত প্রেত দানা সেনা সঙ্গেতে লয়েছ। কমলাকান্তেরে কেন, পাসরে রয়েছ, 'গো মা'। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—জঙ্গলা। *

তাল—একতালা।

(৯৬) পরের কথায় আর কি ভুলি। কত ভ্রমিয়া দেশ, পেয়েছি শেষ, যা কর দক্ষিণা কালী। আস্থাই।

যত ইতি নাম, আদি শিব রাম, সকলের কর্ত্তা মুণ্ডমালী। মায়ের চরণ কমল, অতি নিরমল, মন গিয়ে তায় হওনা অলি। ১। অন্তরা।

কালী নাম সুধাপান কর রে মন, নাচ গাও দিয়া কর তালী। নীল শশধর করেছে আলো মহানিশি প্রায় হয়েছে কলি। ২। অন্তরা।

ত্যজিয়ে বসন, বিভূতি ভূষণ, মাথায় লও কালী নামের ডালি। কমল বলে দেখ্ দেখি মন, কত সুখে সুখী হলি। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—মূলতানী।

তাল—তিওট।

(৯৭) কি হৈল মোর অন্তরে কাল কামিনী।

---

* রামপ্রসাদীয় সুর।

আমারে বুঝাও ওরে মন, তুমিও যে ভুলেছ হেরিয়ে ভামিনী। আস্থাই।

না ভাবিতে আপনি ভাবিত কর, হৃদি মাঝে নিবস দিবস যামিনী। ১। অন্তরা।

ঐ মেয়ে* শম্ভু সাধন করে, অথ শম্ভু হৃদে পদ ধরে, ভ্রময়ে উলঙ্গ গলিত চিকুরে, তথাপি ত্রিভুবন মনঃ প্রমোহিনী। ২। অন্তরা।

ঐ মেয়ে ভুবন পালন করে, অথ প্রলয়ে পঞ্চম হরে, কমলাকান্ত মানস বিহরে, কুলপথ ধ্যান মানস মণি। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—মুলতানী।
তাল—জলদ তেতালা।

(৯৮) ভবে কত না দিয়াছি ভার আসিয়া এবার। এখন কামনা দুটি চরণ তোমার। আস্থাই।

আসি আশা হলো আশা, আশায় আশ নৈরাশা, আমার আসার আশা, আশা মাত্র সার। ১। অন্তরা।

বেদাগমে অসম্মত, কুকর্ম্ম করেছি কত, অপরাধ শত শত, ক্ষম মা আমার। কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ী, এই বার করুণা করি, ভবে কর পার। অভোগ। ১।

---

* বামা।

রাগিণী—সিন্ধু কাফি।
তাল—ঢিমা তেতালা।

(৯৯) আপনারে আপনি দেখ, যেওনা মন কারু ঘরে। তুমি যা চাবে এই খানে পাবে, খোজ নিজ অন্তঃপুরে। আস্থাই।

পরম ধন পরশ মণি, যে অসংখ্য ধন দিতে পারে। এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে। ১। অন্তরা।

তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ, 'মন' উচাটন হয়ো নারে। তুমি আনন্দে ত্রিবেণীর ঘাটে* শীতল হওনা মূলাধারে। ২। অন্তরা।

কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে। 'ওরে' বাজি-করে চিন্‌লে না সে তোমার ঘটে বিরাজ করে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—*জঙ্গলা।
তাল—একতালা।

(১০০) যেমন কলি তেমনি উপায়, কালী নামের জোর ডঙ্কা 'বাজেরে'। তারা, নামের বলে যে জন চলে, সে কারে করে শঙ্কা। আস্থাই।

---

* স্নানে ইতি দ্বিপাঠ।

* ঘরে দ্বিপাঠ।

* ধরণ কীর্ত্তনাঙ্গের।

উত্তম মধ্যম দীন, তুমি কারে না ভাবিও ভিন, তোরে লোকে যদি বলে হীন, ক দিন সে কলঙ্কা। ১। অন্তরা।

'যে' ধর্ম্মাধর্ম্ম বেদে রটে, সে নাম শূন্য জনে বটে, কিন্তু কমলাকান্তের ঘটে, মিছা সে আতঙ্কা 'রে'। ২। অন্তরা।

রাগিণী—মুলতানী।

তাল—একতালা।

(১০১) আরে ও 'শুন' ভব ভাবিনী ভাবনা গেল দূর। 'তোমার' অভয় চরণারবিন্দে ভরসা প্রচুর। আস্থাই।

উঠে ছিল বিষয় তরু 'মা' ভাঙ্গিলে অঙ্কুর। 'এখন' নিতান্ত ভরসা হলো চিন্তামণি পুর। ১। অন্তরা।

কালী নামামৃত ফল 'মা' শীতল মধুর। আমায় কয়ে দিলে এ মন্ত্রণা মাতার ঠাকুর। কমলাকান্তের পাটা 'মা' দাখিল হজুর। দেখে ভয়ে পলাইল কৃতান্ত মজুর। ১। অভোগ।

রাগিণী—জোয়ানপুরীয়া টোড়ী।

তাল—আড়া চৌতালা।

(১০২) তুমি যে আমার, নয়নের নয়ন, মনেরি মন প্রাণেরি প্রাণ 'শ্যামা'। এ দেহের দেহী, জীবনেরি জীবন। আস্থাই।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পর ধাম প্রাপ্তি গতি, অগ-

তির কারণেরি কারণ। কমলাকান্ত কান্ত কুলকান্ত প্রবল কৃতান্তক ভব তারণ। ১। অন্তরা।

রাগিণী—জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(১০৩) 'শ্যামা' ভাল ভেবেছ মনে। 'যে' ও পদে আশ্রয় লয়, তারে বিষয় বিষে রাখ্‌বে কেনে। আস্থাই।

কিঞ্চিত করুণাময়ী, কালী যদি চাও নয়নে। তবে নিরানন্দ দূরে যায় মা, সদানন্দ সুধাপানে। ১। অন্তরা।

বিষয় পথের পথি যারা, সে চল্‌বে কেন তাদের সনে। 'সে একাকী বিরলে বসে হেঁসে হেঁসে চায় যাত্রিগণে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের এই, নিবেদন 'মা' শ্রীচরণে। আমার একুল্ গেল ওকুল রাখ, সকুল হও নাথের বচনে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(১০৪) কালী সব ঘুচালি লেঠা। শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কি না রাখ্‌বি সেটা। আস্থাই।

তোমার যারে কৃপা হয় তার, সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছঠা। তার্ কটিতে কৌপীন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় ১। অন্তরা।

শ্মশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্চ বাস মণিকোঠা *। আপ্‌নি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌ল না তার সিদ্ধি-ঘোটা। ২। অন্তরা।

দুঃখে রাখ সুখে রাখ, কর্‌বো কি আর দিয়ে খোঁটা। আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর, পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা। ৩। অন্তরা।

জগত যুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা। এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম জানবে কেটা। ৪। অন্তরা।

রাগিণী—সিন্ধু।
তাল—ধিমা তেতালা।

(১০৫) মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে শ্যামা মায়ে পাবে। এ ছেলের হাতের লাড়ু নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে। আস্থাই।

সাত গেঁয়ে আর্ মাম্‌দো বাজি, কেবা কারে ফাঁকি দিবে। 'সে' কড়ার কড়া তস্য কড়া, আপনার গণ্ডা বুঝে লবে। ১। অন্তরা।

আইন সূরত গঙ্গাজলী, করেছ সাবধান হবে। 'তুমি' মস্টে মস্টে * মুখ মুছে খাও, এ কথা কি জানতে রবে। ২। অন্তরা।

* মণিময় অট্টালিকা।
* মস্টে২ অর্থাৎ লুক্কায়িত হইয়া

কমলাকান্তের মন, এখন কি উপায় করিবে। কালী নাম লও সত্বর হও, নামের গুণে তরে যাবে। ৩।

রাগিণী—ঝিঝোঁটী।

তাল—জলদ তেতালা।

(১০৬) তুমি কি ভাবনা ভাব, ওরে আমার অবোধ মন। সময় পেয়েছ ভাল, সাধনারে শ্যামাধন। আস্থাই।

সৃজন পালন লয়, যে তিন হইতে হয়, 'তারা' তোর ভাবনা ভাবে বিধি হরি ত্রিলোচন। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, অনিত্য এই ত্রিভুবন, নিত্য কেবল নিত্যানন্দ ময়ীর দুটি শ্রীচরণ। ২। অন্তরা।

রাগিণী—সিন্ধু।

তাল—ঢিমা তেতালা।

(১০৭) মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে। মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে। আস্থাই।

মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল, ছজন কুজন আছে যারা, তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের নেয়ে, নজর তোল দুর্গা কোয়ে, পড়িবি তূফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে। ২। অন্তরা।

রাগিণী—সিন্ধু।

তাল—ঢিমা তেতালা।

(১০৮) শুক্‌না তরু মুঞ্জরেনা ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে। 'তরু' পবন বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা থাক্‌তে গাছে। আস্থাই।

বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা এই তরুতে। তরু মুঞ্জরেনা শুকায় শাখা,ছটা আগুণ বিগুণ আছে। ১ ।অন্তরা।

কমলাকান্তের কাছে, ইহার একটি উপায় আছে। জন্মজরা মৃত্যুহরা, তারা নামে ছেঁচ্‌লে বাঁচে। ২। অন্তরা।

রাগিণী—* জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(১০৯) কেন আর অকারণ, কিসের চিন্তা কর মন। তুমি সাধিলে সাধিতে পার, শিবের সাধের ধন। আস্থাই।

এসো না বিরলে বসি, ভাবি শ্যামা মুক্তকেশী, 'তোর' গয়াগঙ্গা বারাণসী, মায়ের শ্রীচরণ। ১। অন্তরা।

ভাবিলে ভবানী ভবে, ভবের ভাবনা যাবে, 'তোর' পাপ পুণ্য কোথা রবে, শমনের দমন। ২। অন্তরা।

রামপ্রসাদীয় সুর

কমলাকান্তের আশা, নাম ব্রহ্ম কর্ম্মনাশা, সেতো কঠিন নয় কেবল মুখের ভাষা, সুসাধ্য সাধন। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—ইমন বেলাওল।

তাল—তিওট।

(১১০) ত্বাং প্রণমামি শিবে। করুণাময়ি গোকালি। কিঞ্চিত কুরু করুণা অবলম্বনে দীনে 'মা'। আস্থাই।

মা দেহি দেহি অখণ্ড মতি তব চরণারাধনে।১। অন্তরা।

কলুষান্বিত চেতোনিয়ত অতি চঞ্চল বঞ্চিত হিত সাধনে। ওমা শ্রীনাথ দত্ত সুতত্ত্ব পথ হত বিষয়ালম্বনে 'ওমা'। অভোগ। ১।

মায়াময় দেহ সতত অলসান্বিত, দিন গত বৃথা ভ্রমণে। কমলাকান্ত অশান্ত সান্ত্বয়, কৃপাবলোকনে। অভোগ। ২।

রাগিণী—পুরবি।

তাল—একতালা।

(১১১) মন গরিবের কি দোষ আছে। তারে কেন নিন্দা কর মিছে। বাজি করের মেয়ে তারে, যেমন নাচায় তেমনি নাচে। আস্থাই।

শুনেছ দীন দয়াময়ী, লোকে বলে বেদে আছে।

আপনাকে যে আপনি ভোলে, পরের বেদন কি তার কাছে। অন্তরা। ১।

আপ্‌নি যেমন শঠের মেয়ে, তেম্‌নি সঙ্গ ভাল মিলেছে। 'সে' লেংটো থাকে ভস্ম মাখে, লোকে ভাল বলে পাছে। অন্তরা। ২।

তবে যে কমলাকান্ত, ও চরণে প্রাণ সঁপেছে। তাতে ভিন্ন নাহি অন্য, নৈলে কেন সার করেছে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—বিভাষ।

তাল—একতালা।

(১১২) এছার দেহের কি ভরসা ভাই। 'আরে মন' তোরে আমি সুধাই তাই। আস্থাই।

তুমি কি বুঝিতে পার, 'দেহ' কখন আছে কখন নাই। অন্তরা। ১।

তোমায় আমায় ঐক্য হৈয়ে, রসনারে সঙ্গে লয়ে, 'দেহ' য দিন আছে ত দিন রোয়ে, সুখে শ্যামার গুণ গাই। অন্তরা। ২।

ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা পাখি, 'তারা' কেবল মাত্র আছে সাক্ষী, 'এসো' কামাদিরে দিয়ে ফাকি, কল্পতরুর মূলে যাই। অন্তরা। ৩।

কমলাকান্তের ভাষা,'মন'পূর্ণ কর আমার আশা, এসো বিশ্বময়ীর নাম লৈয়ে, বিশ্বনাথে বিষয় পাই। অন্তরা। ৪।

রাগিণী—ভৈরবী ।

তাল—একতালা ।

(১১৩) শিব উরে বিহরে শ্যামা সমরে। মরি বামকরে ধরে অসি বরে, বিগলিত চিকুরে 'রে'। আস্থাই।

নূতন জলধর রূপ ধরে, কত সুধাকরে উদয় করে, পদ নখরে। কমলাকান্তের হৃদি কমল বরে, তিমির হরে। অন্তরা ।

রাগিণী—ভেটিয়ারি ।

তাল—খেমটা ।

(১১৪) নব সজলজলদ কায়। কাল রূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়। আস্থাই।

কপালে সিন্দূর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায়। হাসি হাসি কত দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায়। অন্তরা। ১

অতি সুশীতল, চরণ যুগল, প্রফুল্ল কমল প্রায়। কমলাকান্তের, মন নিরন্তর, ভ্রমর হইতে চায়। অন্তরা ।২ †

---

† এই গীত ১২৩০ সালে রচিত।

রাগিণী—সুরট মল্লার।

তাল—একতালা।

(১১৫) সমরে বিহরে, 'রে' কার বামা রিপু নাশে রে। বামা লম্ফ দিয়ে 'দম্ফ কোরে' খেপাপারা হাসে 'রে'। আস্থাই।

এলো থেলো চাচর চুল, তায় দিয়েছে জবাফুল, নাশিছে দানব কুল, সুধায় দুকুল ভাসে রে। অন্তরা। ১।

সঙ্গে যত সহচরী, এলো থেলো দিগম্বরী, কাটামুণ্ড তুণ্ডে করি, বেড়ায় পাশে পাশে 'রে'। অন্তরা। ২।

কমল কহে কাজল বরণ, অভয় পদে যে লয় শরণ, কালী নামে কাঁপে শমন, ত্রাসে না যায় পাশে 'রে'। অন্তরা। ৩।

রাগিণী—জঙ্গলা। *

তাল—একতালা।

(১১৬) 'তারা' মা যদি কেশ ধোরে তোল। তবে বাঁচি এ সঙ্কটে। আমার একুল ওকুল দুকুল পাথার, মধ্যে সাঁতার বিষম হোলো। আস্থাই॥

সঙ্গীগুলা হোলো ছাই, তাদের সঙ্গে ভেসে যাই, ধর্‌তে গেলে আমায় ধরে ডোবে ডুবায় প্রাণটা গেল। অন্তরা। ।

---

* রামপ্রসাদী সুর।

করে ছিলাম যে ভরসা, না পূরিল সে সব আশা, ভুলালে তখন ডুবলে এখন, আর কখন কি কর্‌বে বল। অন্তরা। ২।

কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর, 'ওমা' চরণতরী শরণ দিয়ে, সঙ্গে লৈয়ে দেশে চল। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—পরজ কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(১১৭) ওগো নিদয়া তোরে, দয়াময়ী লোকে কয়। 'তারা' জানেনা পাষাণের মেয়ে, হৃদয় পাষাণ ময়। আস্থাই।

ও দুটি চরণ বিনে, অন্য কিছু যে না জানে, এত দুঃখ তার প্রাণে, তোমার এ উচিত নয়। ১। অন্তরা।

তুমি আপনার সুখে সুখী, পরদুখে নও দুখী, তবে কি কারণে ত্রিভুবনে, তব আশ্রয় লয়। কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ী, তোরে কে সেবিত যদি, না থাকিত যম ভয়। আভোগ।

রাগিণী—বেহাগ।

তাল—একতালা।

(১১৮) 'কালি' কত জাগিয়ে ঘুমাও, 'গো'। আমি কেমনে 'তোমারে' জাগাইব। আস্থাই।

তুমি সুমতি কুমতি, পুরুষ প্রকৃতি, তুমি শূন্য সঙ্গেতে মিশাও। অন্তরা। ১।

কারে রাখ তন্ত্র মন্ত্র আরাধনে, কারে ভ্রান্তি রূপেতে ভ্রমাও। ২। অন্তরা।

কারে দেহ যন্ত্র সাধন মন্ত্রণা, কারে যন্ত্রণা যোগাও। কমলাকান্ত নিতান্ত অনুগতে,নাম রসে বিরমাও। আভোগ।

রাগিণী—বেহাগ।

তাল—একতালা।

(১১৯) 'ও' নিস্তার কারিণি তারা 'গো'। ত্রাহি মাম্ ভবে ভয় হারিণী। আস্থাই।

ওমা পড়েছি পাথারে, না জানি সাঁতার, 'জননি' দুকুল হয়েছি হারা, 'গো'। 'ওমা' বাঁধি নিজ পাশে, ভ্রমাইলে দাসে, মায়ের কি এমনি ধারা গো। ১। আভোগ॥

এমা সুখের ভাজন, ধন পরিজন, 'মা' ঐহিক বান্ধব যারা গো। 'ওমা' কমলাকান্তের, যে দুখ অন্তর, মা বিনে জানিবে কারা 'গো'। ২। আভোগ।

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—ঢিমা তেতালা।

(১২০) 'যার' অন্তরে জাগিল ব্রহ্মময়ী, 'তার' বাহ্য সাধন কিছুই নয়। অচিন্ত্য চিন্তিলে অন্য চিন্তা আর কি মনে লয়। আস্থাই।

'যেন' কুমারী কন্যারি খেলা, নানাভাবে নানা হয়। 'তাদের স্বামির সঙ্গে মিলন হোলে, সে সব খেলা কোথা রয়। ১। অন্তরা।

কি দিয়ে পূজিবে তাঁরে, সেই সর্ব্ব তত্ত্ব ময়। 'দেখ' নির্গুণ কমলাকান্ত, তারেও করে গুণাশ্রয়। ২। অন্তরা। *

রাগিণী—সুরট মল্লার।

তাল—একতালা।

(১২১) সুখের বাসনা করনা ক দিন। ত্যজি অন্য ফল, কালী কালী বল, মানব জনম য দিন। আস্থাই।

পাবে ব্রহ্মপদ, অক্ষয় সম্পদ, স্মরণ করিবে এ দীন। সৃষ্টি স্থিতি লয়, যা হইতে হয়, সে হবে তোমার অধীন। ১। অন্তরা।

যখন যেমন, বিধির লিখন, সেইরূপে যাবে সে দিন। ভাবিলে বিষাদ, ঘটিবে প্রমাদ, কালী না বলিবে যে দিন। ২। অন্তরা।

কমলাকান্ত, হইয়া ভ্রান্ত, ভুলেছ ন মাস ন দিন বারে বারে আসি, দুখ রাশি রাশি, যাতনা সবে কত দিন। ৩ অন্তরা।

---

* (কত না সবে ক দিন ইতি দ্বিপাঠ)

রাগিণী—খট কালেঙ্গড়া।

তাল—পোস্তা।

(১২২) কেরে পাগলির বেশে, দিগবাসে, কার রমণী। চিকুর আলুয়েছে হইয়েছে বিবসনী। আস্থাই।

নর কর কোমরে, বামকরে অসিধরে, দশনে চমকিত লোল রসনা বদনী। ১। অন্তরা।

ও বিধু বদনে হাসি, সুধা ক্ষরে রাশি রাশি, ঐ বেশে নিস্তারিবে, কমলে রে গো জননি। ২। অন্তরা।

রাগিণী—পরজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(১২৩) 'মা' তারা আমার কি, এত দিনে হৃদি সরোজ প্রকাশিল। পতিত তনয়ে কি তোর মনে ছিল। আস্থাই।

শ্রীচরণাম্বুজ হৃদয় অম্বুজ মাঝে, নিরখি তিমিরচয় দূরে গেল। ১। অন্তরা।

মণিময় মন্দির * মাঝে বিরাজে, শ্যামা নীলকান্ত জিনি তনু নিরমল। কমলাকান্ত মনোহর রূপ হেরি, মানব জনম কি সফল হোলো। ১। অভোগ।

(মঞ্জির দ্বিপাঠ)

রাগিণী—গারা ভৈরবী।

তাল—ঢিমা তেতালা।

(১২৪) 'মা' আর না সহে, ভব যাতনা। অকৃতি সন্তানে দেহি নিজ পদ ছায়া। আস্থাই।

কি করিতে কিনা হয়, মন মোর বশ নয়, যা হইল সেই ভাল, বিষয় কামনা। অন্তরা ১।

ওপদ আনন্দময়, যে জন শরণ লয়, ইহকালে পর-কালে, কিসের ভাবনা। কমলাকান্তের প্রতি, কেন মা বঞ্চনা অতি, না জানি জননীর মনে, কি আছে বাসনা। ১। অভোগ।

রাগিণী—টোড়ী ভৈরবী।

তাল—একতালা।

(১২৫) এখন আর করো না তারা বঞ্চনা আমায়। নিকট হইল দেখ শমনেরি দায়। আস্থাই।

যে করিলে সেই ভাল, সয়েছিলাম সয়েছিল, এখন ভাবিতে হৈলো, দীনের কি উপায়। ১। অন্তরা।

না হৈলো শমন জয়, তাহাতে না করি ভয়, এই ভাবি নামের মহিমা পাছে যায়। অন্তরা। ২।

কমলাকান্তের দুখ, হইলে হাসিবে মুখ, লোকে কবে শ্যামা সুখ, না দিলে ইহায়। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—ঝিঝোঁটী।

তাল—একতালা।

(১২৬) যতন কোরে ডাকি তোরে, আয় আয় মন শুয়া পাখি। কালী পাদপদ্ম পিঞ্জরে পরমানন্দে থাক দেখি। আস্থাই।

সদা শুন কুমন্ত্রণা নিত্য নূতন বিড়ম্বনা, মায়ের নাম সুধায় ভাঙ্গ ক্ষুধা, কুসন্তানে দিয়ে ফাঁকী। ১। অন্তরা।

পাইয়া পরম ধাম, সুখে ডাক মায়ের নাম, এসো অনিত্য বাসনা ত্যজি, নিত্য সুখে হওনা সুখী। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, ত্যজ অন্য আরাধন, এসো কালী নামে ডঙ্কা দিয়ে, শঙ্কা ত্যজে বসে থাকি। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—যোগিয়া।

তাল—একতালা।

(১২৭) যদি পার যাবি মন ভবার্ণবে, বেয়ে দে তরণী। তাহে শ্রীনাথ কাণ্ডারি 'রে' মাস্তুল শ্রীভবানী। আস্থাই।

দুর্গা বার কালী তিথি, 'রে মন তাহে' নক্ষত্র তারিণী। আমার মন কর 'রে' শুভযোগ মাহেন্দ্র তখনি। অন্তরা। ১।

কুবাতাসে যদি ভাসে, তরি না চলে উজানে। তাহে বাদাম খাটায়ে দেরে, কুল কুণ্ডলিনী। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের তরি, 'রে মন' তরিবে আপনি। ওরে ভয় কোরোনা ভরসা বান্ধো ব্রহ্ম সনাতনী। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—জঙ্গলা। *

তাল—একতালা।

(১২৮) মন তুই কাঙ্গালি কিসে। কালী নামামৃত সুধা, পান কর মন ঘরে বোসে। আস্থাই।

ভবার্ণবে মায়াতরী, কত ডুবছে উঠছে যাচ্ছে ভেসে। অরে আনন্দ ধামেতে রোয়ে, রঙ্গ দেখনা হেঁসে হেঁসে। ১। অন্তরা।

অনিত্য ধন উপার্জ্জনে, ভ্রমণ কর 'রে' দেশে দেশে। তোর করে যে অমূল্য নিধি, চিন্‌লি নারে সর্ব্ব-নেশে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, সুধাভ্রম হয়েছে বিষে। 'তুই' অভয় চরণ, কর না স্মরণ, ঘর পাবি আর ঘুচ্‌বে দিশে। ৩। অন্তরা।

---

* (রামপ্রসাদী সুর)

রাগিণী—চেতা গৌরী।

তাল—জলদ তেতালা।

(১২৯) দুটি নয়ন ভুলেছে। ও নিবিড় ঘন রূপে। আস্থাই।

যার যে মরম ব্যথা, সেই সে তা জানে গো, না বুঝিয়ে লোকে চরচে। ১। অন্তরা।

কুলশীল লাজ ভয়, কদাচ না মনে লয়, মান অপমানে, তৃণাঞ্জলি দিয়েছে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের চিত, সেই হোতে উন্মত, যে অবধি কাল রূপ, অন্তরে লেগেছে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—টোড়ী।

তাল—একতালা।

(১৩০) কর কাঞ্চি তোমার কটিতটে 'গো শ্যামা, একি অপরূপ, নয়নে হেরিলাম। আস্থাই।

কতকগুলা নরমুণ্ড পরেছ গাঁথিয়ে, 'গো শ্যামা' শবোপরে নাচ মা উলঙ্গী হইয়ে। খসিল অম্বর, বাস না সম্বর, কালী পাগলি হোলি বটে। ১। অন্তরা।

চামর গঞ্জিয়ে, চাচর চিকুর 'মা' ধরণী লম্বিত ধূলায় ধূসর। কমলাকান্তের, সভয় অন্তর, যাইতে জননী নিকটে। ২। অন্তরা।

রাগিণী—যোগিয়া।
তাল—ঢিমা তেতালা।

(১৩১) ভাল প্রেমে ভুলেছ হে ভোলা মহাদেবা। আস্থাই।

পাইয়ে চরণ চিহ্ন, কদাচ না কর ভিন্ন, নিরখি নিরখি কর সেবা। ১। অন্তরা।

জিনি ঘন পরিবার, নিকর চিকুর ভার, আলুয়ে পড়েছে অঙ্গে, অপরূপ শোভা। ষোড়শী দিগম্বরী, দিগম্বর ত্রিপুরারি, তোমার মহিমা জানে কেবা। ১। অভোগ।

আনন্দে নাহিক ওর, মদনের মনোচোর, রমণী অলসে বশ, রণরস লোভা। রসনা রসিক মুখে, রমণী রময়ে সুখে, কমলাকান্তের কমলেবা। ২। আভোগ।

রাগিণী—যোগিয়া।
তাল—একতালা।

(১৩২) 'তুমি' ভুলনা বিষয় ভ্রমে, মনরে আমার। শ্রীদুর্গা অমৃত বাণী, সদা কর সার। আস্থাই।

ধন জন গৃহ জায়া, এ সকল মিছা মায়া, 'মন রে' ভেবে দেখ নিজ কায়া, নহে আপনার। ১। অন্তরা।

পেয়েছ পরম নিধি, এসো না যতনে সাধি, 'মন রে' কমলাকান্তেরে যদি, করিবে নিস্তার। ২। অন্তরা।

রাগিণী—সিন্ধু।

তাল—পোস্তা।

(১৩৩) রঙ্গে নাচে রণ মাঝে, কার কামিনী মুক্ত-কেশী। হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি। আস্থাই।

'কেরে' তিমির বরণী বামা, হৈয়ে নবীনা ষোড়শী। গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। ১। অন্তরা।

বিনাশে দনুজ গণে, দেখে মনে ভয় বাসি। 'দেখ' শব ছলে চরণ তলে, আশুতোষ পড়িল আসি। ২। অন্তরা।

'কেরে' ডাকিনী যোগিনী মায়ের সঙ্গে ফেরে অহ-র্নিশি। ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, দিতির নন্দন নাশি। ৩। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, অন্য নহে অভিলাষী। 'আমার' কাল রূপ অন্তরে ভেবে, সদানন্দ সদা খুসী। ৪। অন্তরা।

রাগিণী—পরজ।

তাল—পঞ্চম সোয়ারি।

(১৩৪) 'আমার গো' (ওমা) গতি কি হবে, তারা জানে (মা জানে)। আস্থাই।

তারা বিনে আর, ইহকালে পরকালে, আর যত ভরসা মনে। ১। অন্তরা।

আমিত নিপুণ অতি সাধনে, বিদিত জননীর দুটি শ্রীচরণে। কত দিনে হবে ত্রাণ, কমলাকান্তের, এঘোর ভব বন্ধনে। ১। আভোগ।

রাগিণী—জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(১৩৫) তেঁই বলি সাবধানে চল। এ যে দখিনে ভায়ার লাটরে বাবা। চলে সিক্কে কল জলুসি সেথা, না চলে আড়কাট্‌ রে বাবা। আস্থাই।

তুমি কর যার ভরসা, সেতো বড় কঠিন আশা, সেথা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যাঁর, মাথায় করে খাট যে বাবা। ১ অন্তরা।

সে যা বলে তাই হয়, সে কথা অন্যথা নয়, সেথা কেউ শুনে না কারু কথা, কালা কালীর হাট রে বাবা। ১ অন্তরা।

কমলাকান্তের কাছে, ইহার একটি উপায় আছে, কালী নাম লৈয়ে যে ধাম চলে, তার শমন ছাড়ে বাটরে বাবা। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—পরজ কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৩৬) হায় গো আমার কি হৈল, হৃদি সরোরুহ দলে। কাল কামিনী লুকালো। আস্থাই।

'যখন' মুদিয়া ছিলাম, তখনি ছিল, চাহিতে চঞ্চলা মেয়ে, পলকেতে মিশাইল। ১। অন্তরা।

আমরি কি সুন্দরী, অতুল পদ রাতুল, * আছ যামে হংস যেমন অংশুতে উজ্জ্বল। কমলাকান্তের মন, মিছে ভাব অকারণ, যদি পাবে শ্যামা ধন, নয়ন মুদে থাকা ভাল। ১। অভোগ।

রাগিণী—ভূপালি।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৩৭) অনুপমা রূপ অনুপ শ্যামা তনু, হেরি হেরি নয়ন জুড়ায় 'রে' । আস্থাই।

সজল কাদম্বিনী জিনিয়ে কুন্তল, তার মাঝে কামিনী সৌদামিনী খেলায়। ১। অন্তরে।

অঞ্জন অধর আতসে মুকুতা ফল, নীল লোহিত ভ্রমে, অলিকুল ধায়। ক্ষণে ক্ষণে হাস্য কটাক্ষ কামিনী করে, শিবের মন সহজে ভুলায় 'রে' । ১। অভোগ।

মৃগাঙ্ক অরুণ চরণ নখ কিরণে, রক্তোৎপল জিনি পদতল তায়। কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ শ্রীচরণ, মানবে কি পায়। ২। অভোগ।

রাগিণী—ইমন।

তাল—কাওয়ালি ঠেকা।

(১৩৮) 'কেনা মিছে ভ্রমে ভুলে রৈলি মম 'রে' ।

---

* (রাতুল) রাঙ্গা।

আপনার আপনার কর, কে তোমার কার তুমি।
আস্থাই।

নলিনী দলগত নীর সম জীবন, না জানি কি হইবে কখন। অন্তরা। ১।

সৃজন পালন লয়, সাধিলে সকলি হয়, সে ফল ত্যজিয়ে কেন, বিফলে ভ্রমণ। পুরাকৃত পুণ্য, জন্য ফল মানব, এ তনু মজালে অকারণ। ১। অভোগ।

যাহার লাগিয়ে কত, করেছ কঠিন ব্রত, পেয়ে সে পরম নিধি, না কর যতন। কমলাকান্ত ভ্রান্তি বশ হইয়ে, 'বুঝি' হেলায় হারাবি শ্যামা ধন। ২। অভোগ।

রাগিণী—পূরবি।

তাল—একতালা।

(১৩৯) পাগলীর বেশে মোহিনী কে বিহরে 'রে'।
আস্থাই।

বিবসনা সমরে, নর কর কমরে, অসিবর বাম করে ধরে ১। অন্তরা।

ডিমিকী ডিমিকী ডমরু বাজে, হর হৃদি পরে শ্যামা বিরাজে, রণ সমাজে না করে লাজে, কুল রমণী বামা কে এলোরে।

মৃদু মৃদু হাসে, চপলা প্রকাশে, কমলেরি আশ পূরে। ১। অভোগ।

রাগিণী—* গওরা।

তাল—তিওট।

(১৪০) সুগম্ সাধন বলি তোরে, ? ওরে আমার মূঢ় মন সাধরে। যখন যাতে সুখে থাক মন, তাতেই ভাব মারে। আস্থাই।

যদি না থাকিতে পার মন, চিন্তমণি পুরে। চরাচরে শ্যামা মা মোর সকলে সঞ্চরে। ১। অন্তরা।

স্থলেঽনলে শূন্যে আছে 'মা মোর' সলিলে সমীরে। ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী শ্যামা, মারে জান নারে। ২। অন্তরা।

ঘটে আছে পটে আছে 'মা মোর' সকল শরীরে। কামিনীর কটাক্ষে আছে, 'তেঁই' জগতের্ মন্ হরে। ৩। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, ভয় করেছ কারে। বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি ঘটেছে তোমারে। ৪। অন্তরা।

রাগিণী—‡ জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(১৪১) এই কথা আমারে বল, তোমার কেবা মন্দ কেবা ভাল। আস্থাই।

---

* অর্থাৎ পূরবি গৌরী মিশ্রিত। ? চঞ্চল মন সাধরে। ইতি দ্বিপাঠ। ‡ রামপ্রসাদী সুর)

বিদ্যারূপে দিয়ে জ্ঞান, কারে কর পরিত্রাণ, কারে অবিদ্যা আবৃত কোরে, মোহ গর্ত্তে টেনে ফেল । ১ । অন্তরা ।

জীব মাত্র শিব বটে, একথা অনেকে রটে, যে সদানন্দ তারে কেন, নিরানন্দ হোতে হৈল । ২ । অন্তরা ।

কমলাকান্তের কালী, মনের কথা মায়ে বলি, কারু সুখের্ উপর সুখ, কারু দুঃখে কেন জনম গেল। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—সোহিনী।

তাল—একতালা ।

(১৪২) কেমন কোরে তরাবে তারা তুমি মাত্র একা। 'আমার্' অনেক গুলা বাদী গো তার্ নাইকো লেখা জোকা। আস্থাই।

ভেবেছ মোর ভক্তি বলে, লোয়ে যাবে বলে ছলে, অভক্তের ভক্তি যেনো পেত্নীর হাতের শাঁখা। ১। অন্তরা।

নাম ব্রহ্ম বটে সার, সেওতো আমার অতিভার, মনের সঙ্গে রসনার, খাবার সময় দেখা। কমলাকান্তের কালী, হৃদে বোস উপায় বলি, এ বিষয়ে উচিত হয় চৌকী দিয়ে থাকা। ১। অভোগ।

রাগিণী—জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(১৪৩) আমার মনে ইচ্ছা আছে। এবার কালী বোলে বাহুতুলে যাব শ্যামা মায়ের কাছে। আস্থাই।

কালী নাম সারাৎসার, নিঃসরে বদনে যার, সে জন ভক্ত জীবন মুক্ত, দোহাই দিয়ে শিব কয়েছে। ১। অন্তরা।

'যার' কালী নাম আগুসার, কালের ভয় কি আছে তার, তুমি এই কোরো সতর্কে থেকো, কাল বরণ ভোল পাছে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের কথা, ঘুচলো আমার মনের ব্যথা, এবার নাম জেনেছি, ধাম চিনেছি, পথ বড় সুগম হয়েছে।৩। অন্তরা।

রাগিণী—মূলতানী।

তাল—তিওট।

(১৪৪) শিবে চাওগো তারা তুমি, ওমা পাষাণের মেয়ে এতনু সফল কর মা বারেক হেরিয়ে। আস্থাই।

ধরেছ বাপের রীতি, কঠিন হয়েছ অতি, তেঁই দয়া না উপজে, 'গো' দীনের মুখ চেয়ে। ১। অন্তরা।

যদি বা কুপুত্র হয়, মায়ের বৈ আর কারো নয়, কে কোথা তনয়ে ত্যজে, জননী হইয়ে। কমলাকান্তের ভার, বল কে লইবে আর, কিঞ্চিত করুণা কর 'মা' কাতর দেখিয়ে। ১। অভোগ।

রাগিণী—যোগিয়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৪৫) কালী নামের কত গুণ, রসনা কি জানে। জানিলে মজিত কেন, ভ্রম রস পানে। আস্থাই।

আর দেখ ত্রিলোচন, সদানন্দ সনাতন, সদা সে মগন শ্যামা, নাম গুণ গানে। ১। অন্তরা।

কালী নামামৃত সুধা, না রাখে বিষয় ক্ষুধা, নাশিয়ে সকল বাধা, প্রলয় প্রধানে। ২। অন্তরা।

রসনার যেমন মত, মন তাহে অনুগত, অবোধে বুঝাব কত, বুঝালে না মানে। কামাদি ছ জনা অতি, অনুকূল তারি প্রতি, কমলাকান্তের গতি, হইবে কেমনে। ৩। অভোগ।

রাগ—ভৈরোঁ।

তাল—একতালা।

(১৪৬) জাননারে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়। মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়। আস্থাই।

হোয়ে এলোকেশী, করে লোয়ে অসি, দনুজ তনয়ে করে সভয়। 'কভু' ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়। ১। অন্তরা।

ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন

লয়। কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এভব যাতনা সয়। ২। অন্তরা।

যে রূপে যে জনা, করয়ে ভাবনা, সেই রূপে তার, মানস রয়। কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে, কমল মাঝারে করে উদয়। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—ললিত যোগিয়া।
তাল—একতালা।

(১৪৭) সামান্য নহে মায়া তোমার্ পার হব কিসে। আমি করি সুধাভ্রম, মিছা পরিশ্রম, বিষম বিষয় বিষে 'গো'। আস্থাই।

আগে যে ছিল না, সে শেষে রবে না 'মা' অসময় কেহ কথাও কবে না, দুদিনের দেখা, তারে ভাবি সখা, কেবল কর্ম্ম দোষে। ১। অন্তরা।

ঐহিকের সুখ দুখ কিছু নয়, আমি জানি গো জননি জগ মিছাময়, কমলাকান্ত তথাপি ভ্রান্ত, কেবল তোমার বশে। ২। অন্তরা।

রাগিণী—ইমন।
তাল—জলদ তেতালা।

(১৪৮) 'মা' আমি কি করিলাম 'ভবে আসিয়ে'। সফল মানব দেহ, বিফলে খোয়ালাম। আস্থাই।

সবে মাত্র এই হোলো, মিছা কাযে দিন গেল, আপনি পাইলাম দুখ, জননীরে দিলাম। ১। অন্তরা।

শ্রীনাথ নিকটে নিধি, যদি মিলাইল বিধি, পাইয়ে পরম ধন, হেলায় হারালাম। নামের মহিমা রেখো, কমলাকান্তেরে দেখো, অসময় নিকটে থেকো, এই নিবেদিলাম। ১। আভোগ।

রাগিণী—পরজ কালেঙ্গড়া।
তাল—জলদ তেতালা।

(১৪৯) নাচ গো 'শ্যামা' আমার অন্তরে। সদানন্দ-ময়ী নাচ চিদানন্দ উরে। আস্থাই।

নাচগো নাচগো শ্যামা, নাচন দেখি, তোমার, দিগবাস অট্টহাস গলিত চিকুরে। ১। অন্তরা।

মণিময় মন্দির, সুরতরুমূলে, ওই ধাম আবৃত, সুধা সরোবরে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের এই, কামনা করুণাময়ী, এ তনু সফল কর মা, দুখ যাউক্ দূরে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—জঙ্গলা।
তাল—একতালা।

(১৫০) 'মা' কখন কি রঙ্গে থাক, শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী। তোমার মায়া জাল ভাল করাল, নৃকপাল মাল বিভূষণী। আস্থাই।

'কভু' লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা, অসিকরা করালিনী। 'কভু' অঙ্গ ভঙ্গি অপাঙ্গে অনঙ্গ ভঙ্গ দেয় জননী। ১। অন্তরা।

অচিন্ত্য অব্যয় রূপা, গুণাতীতা নারায়ণী। ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা, ভয়ঙ্করা কাল কামিনী। ২। অন্তরা।

সাধকের বাঞ্ছাপূর্ণ, কর নানা রূপ ধারিণী। কভু কমলের কমলে নাচ, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—সুরট মল্লার।

তাল—তিওট।

(১৫১) আলুয়ে পড়েছে বেণী, জিনি নব মেঘ শ্রেণী। আর তাহে সুচঞ্চল, শ্যামা নীল সৌদামিনী। আস্থাই।

"আরে হুহুঙ্কার গরজে, গভীর নিনাদিনী। হরিষে বরিষে সুধা, সুধানন্দ তরঙ্গিণী। ১। অন্তরা।

'আরে' অতি নির্ম্মল চরণ, প্রফুল্ল নীল নলিনী। নখর মুকুর কর, হিম কর কর জিনি। ২। অন্তরা।

'আরে' চরণারুণ কিরণে, আবৃত কত দিনমণি। কমলাকান্তের হৃদি, কমল সুপ্রকাশিনী। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—গারা ভৈরবী।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৫২) আমার আর কবে এমন দিন হবে গো জননি। দুটি নয়নে হেরিব তব, শ্রীচরণ দুখানি। আস্থাই।

যেরূপ অন্তরে দেখি, দেখিবারে চায় আঁখি, পূরাও দেখি কামনা, করুণা তবে জানি। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের আশা, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম নাশা, তবে শ্রীনাথের ভাষা, ধন্য কোরে মানি। ২। অন্তরা।

রাগিণী—ঝিঝোঁটী।
তাল—একতালা।

(১৫৩) ভাল ভাব ভেবেছ 'রে মন' তোর ভাবের বালাই যাই। তোর ভাবে ভব ভাবিনী ভবনে বোসে পাই। আস্থাই।

ঐ ভাবে ভুলে থাক, ভাবান্তর হয়োনাকো, 'মন' ভাবিলে রে ভবের ভাবনা কিছুই নাই। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, এত যদি তুমি জান, 'রে' তবে কেন আমারে বঞ্চনা কর ভাই। ২। অন্তরা।

রাগিণী—খাম্বাজ।
তাল—জলদ তেতালা।

(১৫৪) আমার মনে কত হয়, মন যে স্ববশ নয়।* কদাচ না রহে চিত্ত শ্রীচরণ সুধাময়। আস্থাই।

ঘটে না উপজে জ্ঞান, মিছা দেহ অভিমান, 'তুমি' কর কিনা কর ত্রাণ, শমনেরি ভয়। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের ওই, ভাবনা গো ব্রহ্মময়ী, পাছে তোমায় ভুলে রই, চরম সময় 'গো'। ২। অন্তরা।

---

* শ্রীচরণ সুধাময়ে স্থিরতা না রয়। ইতি দ্বিপাঠঃ।

রাগিণী—ঝিঝোঁটী খাম্বাজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৫৫) শ্যামা মায়ের ভব তরঙ্গ, কেমন কে জানে। আমি উজান উঠ্‌বো মন্ করি কে পাছু পানে টানে। আস্থাই।

কৌতুক দেখিব বলে, মা মোরে দিয়েছে ফেলে, একবার ডুবি আর বার্ ভাসি, হাসি মনে মনে। ১। অন্তরা।

দূর্ নয় নিকটে তরি, অনায়াসে ধর্‌তে পারি, এবড় দায় ধরিবো কি তায়, মন নাহি মানে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, ইচ্ছা অতি অকারণ, তবে তরি যদি তারা, তার নিজগুণে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—মূলতানী।

তাল—একতালা।

(১৫৬) 'তবে' চঞ্চল হয়েছ আমার মন, কেন অকারণ। কর পূর্ণ আশা দুঃখ নাশা, মায়ের দুটি শ্রীচরণ। আস্থাই।

অপার সঙ্কটে, কত বার্ বার্ পড়েছ বটে, যখনো বিপদ ঘটে, কালী করে নিবারণ। কমলাকান্তের মন, সদা থাক অচেতন, তুমি বিজ্ঞান বিহীন, তোমার বুদ্ধি অতি সাধারণ। ১। অভোগ।

রাগিণী—যোগিয়া।

তাল—একতালা।

(১৫৭) 'ওজননী গো' যেন ডুবায়োনা সাধের তরি মোর। বড় ভয় পেয়েছি, কাতর হয়েছি, শরণ লৈয়েছি তোর। আস্থাই।

মন বায়ু না হয় সখা, গুণ টানে কর্ম্ম রেখা, দাঁড় ধরে অনঙ্গ তরঙ্গ অতি ঘোর। ১। অন্তরা।

ধর্ম্মাধর্ম্ম বোঝাই করি, যতনে সাজালাম তরি, বদলে পাইব জ্ঞান, বাণিজ্য কঠোর। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের আর, কে আছে মা আপনার, 'মা' তুমি হওগো কর্ণধার, কাট কর্ম্ম ডোর। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—মূলতানী।

তাল—তিওট।

(১৫৮) জানি জানি গো জননি, যেমন পাষাণের মেয়ে। আমারি অন্তরে থাক 'মা' আমারে লুকায়ে। আস্থাই।

প্রকাশি আপন মায়া, সৃজিলে অনেক কায়া, বান্ধিলে নির্গুণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে। কার প্রতি সুমতি, কুমতি হও মা কার প্রতি, আপনারো দোষ ঢাক, কারে দোষ দিয়ে। ১। অভোগ।

'মা' না করি নির্ব্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি বাস, নিরখি চরণ দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে। কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ী, তাহে বিড়ম্বনা কর, 'মা' কি ভাব ভাবিয়ে। ২। অভোগ।

রাগিণী—গৌরী।

তাল—ধিমা তেতালা।

(১৫৯) মা মোরে লোয়ে চল ভবনদী পার, 'গো তারা'। আমি অতি অকৃতি অধম দুরাচার। আস্থাই।

সম্বল আছিল যার, অনায়াসে হৈলোপার, কিছু ধন্ নাহিক আমার, (যে নাবিকে দিব মা)। প্রদোষ সময়ে, ধরম তরি বায়, 'নেয়ে' চেয়ে আছি চরণ তোমার (গো তারিণী)। ১। অন্তরা।

অজ্ঞানে হয়েছি অন্ধ, পথে নানা প্রতিবন্ধ, ভবসিন্ধু অতি অনিবার, (কিসে পার হবো মা)। কমলাকান্ত নিতান্ত ভরসা মনে, তারা মোরে করিবে নিস্তার। ২। অন্তরা।

রাগিণী—ভৈরোঁ।

তাল—একতালা।

(১৬০) লয়েছি শরণ্ অভয় চরণ, যা ইচ্ছা তাই কর মা এখন। 'আগো' করুণাময়ি করুণা ধনে, কৃপণতা কর এ আর কেমন্। আস্থাই।

অন্য দেবাশ্রয়, পরকালে হয়, সুখ মোক্ষ শিবে

স্বর্গাদি গমন। 'কিন্তু' তব কৃপায়, ইহকালে পায়, ভোগ মোক্ষ আর্ অণিমাদি ধন। ১। অন্তরা।

জীব নহে জন্য, সদা সচৈতন্য, ধন্য অগ্রগণ্য, বেদে নিরূপণ। 'কিন্তু' তব মায়া পাশে, বিজ্ঞান বিলাসে, মিছা ভ্রম আশে, ভ্রমি অকারণ। ২। অন্তরা।

ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা, কালে বিবসনা, সচেতনে কর অতি অচেতন। 'কিন্তু' কমলাকান্ত, হইলে ভ্রান্ত, তব নামে রবে অযশ কথন। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—ঝিঝোঁটি।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৬১) তুমি কি ভাবনা ভাব, ওরে আমার মূঢ় মন। সময় পেয়েছ ভাল সাধনা সেই শ্যামা ধন। আস্থাই।

সৃজন পালন লয়, সুকৃতি এই তিন জন। তারা তোর ভাবনা ভাবে, বিধি হরি ত্রিলোচন। ১। অন্তরা।

যারে ভাব আপনার, ভেবে দেখ কে তোমার, কেবল সুখের ভাগী, জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের চিত, অনিত্য এই ত্রিভুবন। নিত্য সেই নিত্যানন্দময়ীর্ দুটি শ্রীচরণ। ১। অভোগ।

রাগিণী—ভেটিয়ার।

তাল—ঠুংরি।

(১৬২) কালরূপে রণভূমি আলো করেছে, 'মোহিনী

কেরে'। সমরে রে কার বালা, নয়ন বিশালা, বদন করালা, নরশির মালা পরেছে। আস্থাই।

শবাশবে ঘোর রবে, শিবা নাচিছে। তার মাঝে মায়ে অট্ট, অট্ট হাসিছে। ১। অন্তরা।

শিব সম শব হৃদে, পদ থুয়েছে। নিকর চিকুর জাল, আলুয়ে দিয়েছে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, মগন হয়েছে। অনিমিকে দুটি আঁখি, ভুলিয়ে রোয়েছে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—ভেটিয়ারি।

তাল—ঠুঙ্গরি।

(১৬৩) 'আগো মা' শ্যামা শিব মন্ মোহিনী। একবার করুণা নয়নে চাও গো। 'হেহে শিবে' পাষাণ তনয়া, হইয়ে সদয়া, অভয়া অভয়ে বিলাও 'গো'॥ আস্থাই।

শীতল চরণ পাইয়ে, 'মা' সুখী ত্রিপুরারি। যার বরণ কালো, ভুবন আলো, রূপের বলিহারি 'গো'। ১। অন্তরা।

কি কাজ ভ্রমণে করে, মা. গয়া গঙ্গা কাশী, যার অন্তরে জাগিছে ব্রহ্মময়ী এলোকেশী। ২। অন্তরা।

কারে দিলে ইন্দ্রপদ, হেম হার মণি। কমলাকান্তের রাঙ্গা চরণ দুখানি। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—ঝিঁঝোটী।

তাল—ধিমা তেতালা।

(১৬৪) আসব অলসে দিগবাসে, নাচে কার্ মেয়ে। এ নব বয়সে, কে সমরো বেশে, খল খল হাসে, ভাষে মাভৈ মাভৈ রব। আস্থাই।

আবৃত কুন্তল জালে, নর কর শির মালে, কি কারণে পদতলে শবছলে সদাশিব। ১। অন্তরা।

* কিবা দলিতাঞ্জন, তনুরুচি নবঘন, বালারুণ জিনি, ত্রিনয়নীর্ ত্রিনয়ন। কমলাকান্ত আরাধিত শ্রীচরণ, কামিনী কেমন নৃপ কর দেখি অনুভব। ১। অভোগ।

রাগিণী—সিন্ধু।

তাল—পোস্তা।

(১৬৫) মজিল আমার মন ভ্রমরা, কালী পদ নীল কমলে। 'যত' বিষয় মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে। আস্থাই।

চরণ কাল ভ্রমর কাল, কাল কালোয় মিশে গেল, 'দেখ' সুখ দুঃখ সমান হোলো, আনন্দ সাগর উথলে। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের মনে, আশাপূর্ণ এত দিনে, 'দেখ' পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে। ২। অন্তরা।

* (জিনি দলিত অঞ্জন) ইতি দ্বিপাঠঃ।

রাগিণী—বেহাগ।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৬৬) মন্মথ মথনং ভূতেশং সদা, শশি শেখরং ভজে। আস্থাই।

ত্রিগুণাকরং ত্রিলোচন সুন্দরং হরং, গঙ্গাধরং গুরুং গিরিজা বরং ভজে। ১। অন্তরা।

প্রমথাধিপং পরানন্দ প্রকাশকং। পরমার্থদং পরং পরমেশ্বরং ভজে। কমলাকান্ত ত্রিতাপ বিনাশনং বৃষভাসনং বিভুং শিব শঙ্করং ভজে। ১। অভোগ।

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—একতালা।

(১৬৭) শ্যামা ধন কি সবাই পায়, অবোধ্ মন বুঝনা একি দায়। শিবেরো অসাধ্য সাধন, মন্ মজনা রাঙ্গা পায়। আস্থাই।

ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ, তুচ্ছ হয় যে ভাবে তায়, সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়। ১। অন্তরা।

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে পদ না ধ্যানে পায়। নিগুর্ণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়। ২। অন্তরা।

রাগিণী—খাম্বাজ।

তাল—তালফেরতা।

(১৬৮) তারার বুঝি ইচ্ছা নয়, মা তোমার বুঝি

ইচ্ছা নয়, 'গো'। এ দিন্ ভবে মুক্ত হয়, নতুবা আমারে কেন বিড়ম্বনা অতিশয়। আস্থাই। (জলদ তেতালা।)

দিয়েছ দুখ্ আর্ বার্ দিবে, সয়েছি মা আর্ বার্ সবে, অকলঙ্ক তারা নামে, লোকে পাছে কিছু কয়। ১। অন্তরা। (একতালা)।

শরীর সাধন্, মিছা যতন্ হয় পুরাতন, আবার নূতন, হোচ্ছে যাচ্ছে আবার্ আস্‌ছে, ভ্রান্তি মাত্র কিছুই নয়। কমলাকান্তের ঠাঁই, আর কিছু কামনা নাই, মুদ্‌লে আঁখি যেন দেখি, কাল বরণ সুধাময়। ১। অভোগ। (জলদ তেতালা)।

রাগিণী—ঝিঝোটী।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৬৯) মনরে মরম দুখ, কয়ো শ্যামা মারে। অঘট ঘটনা কেন, ঘটে বারে বারে। আস্থাই।

আমি ভাবি নিজ হিত, হয় কেন বিপরীত, পুরাকৃত কর্ম্ম বুঝি, দূরে গেল নারে। ১। অন্তরা।

তুমিত সুকৃতি বট, কোন কাজে নহ খাট, সে কারণে শ্রীচরণে, সঁপেছি তোমারে। কমলাকান্তের আর, যাতায়াত কত বার, সাধিয়ে সুধায়ে সুখী, কর না আমারে। ১। অভোগ।

রাগিণী—ভৈরোঁ।
তাল—কাওয়ালি।

(১৭০) দুর্গে দুর্গতি নাশিনী গিরিজে অম্বে অম্বুজ লোচনী। ভব জননী, ভব সাগর তরণি ভব রমণী ভয় হারিণী। আস্থাই।

পরমে পরমেশানি, স্মরহর ঘরণী, উমে শিবানী। ত্রিভুবন তারিণী, ত্রিপুর বিনাশিনী, মদন দহন মনো মোহিনী। ১। অন্তরা।

বগলে বিমলে বালে, হিমকর ভালে, উমে করালে। মণিপুর বিবর নিবাসিনী কমলে, কমলাকান্ত বিমোচনী। ২। অন্তরা।

রাগিণী—সুরট মল্লার।
তাল—একতালা।

(১৭১) 'আর' কিছু নাই সংসারের মাঝে। কেবল কালী সার 'রে'। আমার মন কালী ধন কালী প্রাণ কালী আমার 'রে'। আস্থাই।

কেহ সংসারে এসেছে, বড় সুখে আছে, পেয়েছে রাজ্য ভার। 'আমার' দরিদ্রের ধন, দুখানি চরণ, হৃদয়ে পরেছি হার 'রে'। ১। অন্তরা।

এ তনু বারণে, এ তিন ভুবনে, যাতনা নাহিক কার। 'কিন্তু' হেরিলে ও মুখ, দূরে যায় দুখ, এই গুণ শ্যামা মার 'রে'। ২। অন্তরা।

কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত, বেড়াইছে বারে বার। এবার অভয় চরণ, লয়েছে শরণ, অনায়াসে হবে পার 'রে'। ৩।

রাগিণী—টোড়ি ভৈরবী।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৭২) শিবসুন্দরী গো মা, স্তুতিং ন জানামি। কর বা না কর পার, তবু তোমার আমি। আস্থাই।

তৃষ্ণা নিদ্রা ক্ষুধা মায়া, শক্তিরূপা শিবজায়া, নির্গুণা সগুণাত্মিকা সর্ব্বস্ব রূপিণী। ১। অন্তরা।

হে কালি ত্বং শান্তি ভ্রান্তি ভয় হারিণী, হর বধূ হেরম্ব জননী প্রণমামি। ২। অন্তরা।

সুরাসিন্ধু সরসিজে, সদানন্দ নিত্যং ভজে, পঞ্চাশন্মাতৃকা রূপা চন্দ্রার্দ্ধ ধারিণী 'মা'। কমলাকান্ত তব মহিমা কি জানে, তোমাময় ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ময় গো তুমি। ১। অভোগ।

রাগিণী—টোড়ী ভৈরবী।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৭৩) যদি তারিণী তারো ভজনবিহীনে। তুমি না তারিলে বল তরিব কেমনে 'মা'। আস্থাই।

কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়, বঞ্চনা উচিত হয় কি, অধীন জনে 'মা'। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের প্রতি, কিঞ্চিৎ হের না যদি, পতিত পাবনী নাম, রাখিবে কি গুণে 'গো'। ২। অন্তরা।

রাগিণী—ঝিঝোঁটী।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৭৪) চাহিলে না ওমা কেন, একবার সুনয়নে। পতিত পাবনি নামে তার গো ভজন হীনে। আস্থাই।

বঞ্চিত হয়েছি আমি ওপদ সাধনে। অকৃতি তনয়ে হয় মা তারিতে আপন গুণে। ১। অন্তরা।

কত শত দুরাচার, অনায়াসে কোর্লে পার, এবারে জানিব মোরে নিস্তার কেমনে। কমলাকান্তেরে যদি, ত্রাণ কর ভবনদী, তবে তো জানি তারিণী তার গো পতিত জনে। ১। অভোগ।

রাগিণী—জঙ্গলা।

তাল—একতালা।

(১৭৫) আমার মন ভাব ভোলারে। যা ইচ্ছা কর দিতে পারে। আস্থাই।

ত্রিপুরারি দয়াময়, কখন ভুলিবার নয়, 'মন রে' পুরাকৃত পাপ যত, হর বিনে কে হরে। ১। অন্তরা।

শুন মন দুরাচার, শিব নাম সারাৎসার, 'দেখ' ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, জটারো ভিতরে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্ত বলে, পোড়ো কালীর পদতলে, 'মন রে' সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তী, ঘরণী যার ঘরে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—পরজ বাহার।
তাল—পঞ্চম শোয়ারি।

(১৭৬) 'তারা' আমি কি করিব 'গো' মন আমার হোলো না বশ আশুতোষ প্রিয়ে। স্বভাব চঞ্চল যার তারে তুষিব কি দিয়ে। আস্থাই।

এই ছিল আশ, মন বশ করি রূপ হেরি। শ্রীচরণ দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে 'গো'। কমলাকান্তের আশা, না পূরিল জননী, জনম মোর, বৃথা গেল 'গো' বহিয়ে। অন্তরা।

রাগিণী—সুরট মল্লার।
তাল—জলদ তেতালা।

(১৭৭) ময়ী দীন হীন জনে 'গো'। কুরু কৃপা এই বার। আস্থাই।

সুকৃতি অকৃতি সুত, মায়ের সমান প্রীত, না ত্যজিও ভজন বিহীনে। ১। অন্তরা।

বিষয় বাসনা অতি, না জানি মা শ্রুতি স্মৃতি, মমগতি হইবে কেমনে। কমলাকান্তের মনে, বিতরি করুণা ধনে, নিজগুণে যদি চাও নয়নে 'গো'। ১। অভোগ।

রাগিণী—যোগিয়া।
তাল—জলদ তেতালা।

(১৭৮) তথাচ জননী তব তারা নামে তরিব। যখন যেমন রাখ, সেই মতে রহিব। আস্থাই।

অঘট ঘটনা যদি ঘটেতো কি করিব, 'মা'। পাপ করি পুণ্য করি, ঐ নামে সম্বরিব। ১। অন্তরা।

কমলে বঞ্চনা কর, এই বারে তা বুঝিব। কেমনে ত্যজিবে তুমি, আমি যে না ত্যজিব। ২। অন্তরা।

রাগিণী—টোড়ি ভৈরবা।

তাল—কওয়ালির ঠেকা।

(১৭৯) 'তারা' তবে তোমার ভরসা বল কে করে। 'যদি' আপনারি কর্ম্মফল ফলিবে আমারে। আস্থাই।

যেরূপে ভ্রমাও তুমি, সেইরূপে ভ্রমি আমি, মিছা সুখ দুঃখভাগী করগো আমারে। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ী, শমন সঙ্কট যদি না থাকিত নরে। ২। অন্তরা।

রাগিণী—ললিত যোগিয়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৮০) ভুলনা বিষয় ভ্রমে মন রে আমার। শ্রীদুর্গা অমৃত বাণী সদা কর সার। আস্থাই।

ধন জন গৃহ জায়া, এ সকল মিছে মায়া, ভেবে দেখ নিজ কায়া, নহে আপনার। ১। অন্তরা।

পেয়েছ পরম নিধি, এসো না যতনে সাধি, কমলা-কন্তেরে যদি, করিবে নিস্তার। ২। অন্তরা।

রাগিণী—টোড়া।
তাল—কাওয়ালি।

(১৮১) জননী তারিণী ভব ঘোরে, আমি যে ভজন বিধি না জানি। আস্থাই।

মহাপাপী দূরাচারী, আমি যদি ভবে তরি, তবে জানি তারা নাম তরণি। ১। অন্তরা।

দুরাশয় দেখে মোরে, কেহ না নিস্তার করে, শুনেছি পতিতে তারে তারিণী। উপায় না দেখি আর, দিয়েছি তোমারে ভার, যা কর ত্রিপুর হর ঘরণী। ১। অভোগ।

অসার করিয়ে সার, ভ্রমে ভবে বারে বার, মিছে কাজে গেল দিন যামিনী। কমলাকান্ত নিতান্ত শরণাগত, তারে হের আশুতোষ রমণী। ২। অভোগ।

রাগিণী—ভৈরোঁ।
তাল—একতালা।

(১৮২) কালী কেমন ধন খেপা মন চিনিতে না পারিলি। কেবল খেয়ে শুয়ে খেলায়ে খেপাটা কাল কাটালি। আস্থাই।

বাণিজ্য বাসনা করি, ভবের হাটে এলি। কি হবে ব্যাপার এবার বুঝি মূল হারিয়ে গেলি। ১। অন্তরা।

পূরাকৃত পুণ্যেরে মানব দেহ পেলি। যদর্থে গমন ভবে এসে তার কি করিলি। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের মন, এমন কেন হলি। মন আপনি কুকর্ম্মে মজে 'আবার' আমারে মজালি। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—টোড়ি।

তাল—চৌতাল।

(১৮৩) মা কেমন বেশ গো, আগো শ্যামাসুন্দরী সুন্দর হৃদয় বিহারিণী। আস্থাই।

নগনা নিতম্ব দেশ, চরণারবিন্দে শেষ, এলো কেশ ভালে নিশেশ, গিরিরাজ নন্দিনী। ১। অন্তরা।

ব্রহ্ম নিরূপণে নিরুপমা তব নাম ধাম, শম্ভু মূলাধার মহিমা না জানে। কমলাকান্তের ভ্রান্তে, ভ্রময়ে মন শান্তয় শান্তয় রিপু ভয় বারিণী। ১। অভোগ।

রাগিণী—লুম।

তাল—ছবকী।

(১৮৪) বামার বাম করে অসি। বামার অসি তিমির বিনাশী। আস্থাই।

শ্রীবদন নিরমল, তাহে মৃদুহাসি। গগণে উদয় যেন, ষোলকলা শশী। ১। অন্তরা।

বুঝিলাম অনুভবে হরের মহিষী। কমলাকান্তের মন চরণাভিলাষী। ২। অন্তরা।

রাগিণী—গৌরী।
তাল—জলদ তেতালা।

(১৮৫) জলদ বরণী কেরে, ও বামা নয়ন ভুলায় রে। সদাশিব হৃদে চরণ দোলায় রে। আস্থাই।

দিগম্বরী এলো কেশ, তথাপি মোহিনী বেশ, নিরখিলে জীবন জুড়ায়। কমলাকান্তের চিত, কালরূপে অনুগত, পাশরিলে পাশরা না যায়, রে। অন্তরা।

রাগিণী—মহ্লার।
তাল—ঝাঁপতাল।

(১৮৬) আমার মন রে। যতন করি রটরে শ্রীদুর্গানাম বদনে। আস্থাই।

ত্যজরে অনিত্য কাম, ভজরে শ্রীদুর্গা নাম, চলরে আনন্দময় সদনে। ১। অন্তরা।

একে সে কঠিন কাল, তাহে বাদী রিপুজাল, সদাচিত বিষয় আরাধনে। অনায়াসে রট মন, পাবে রে পরম ধন, কি কাজ কঠিন ব্রত সাধনে। ১। অভোগ।

দারা সুত আরাধনে, অতুল আনন্দ মনে, জাননা প্রবল রিপু শমনে। কমলাকান্তের মন, নিয়ত চঞ্চল কেন, তিলেক না রহ রাঙ্গা চরণে। ২। অভোগ।

রাগিণী—পুরবি।
তাল—একতালা।

(১৮৭) নারায়ণী সুমতি দেহিমে শিবে। অপ-

রাধ সম্বর, হর ঘরণী। ত্রিগুণ ধারিণী, শমন বারিণী, গণেশ জননী মহেশ রাণী। আস্থাই।

উমে দিগম্বরি, শঙ্করি সুরেশ্বরি, ভৈরবি ভবানি বাণি। ১। অন্তরা।

ত্রিপুরে বরদায়িনী, দিতি সুত কুল নাশিনী, অভয়াসি বর নর কর শির হার ধারিণী। শঙ্কর মনোমোহিনী, শ্যামে ভীমে শিবানি, কমলে বিমলে ত্রিনয়নী। ১। অভোগ।

কালিকে কপালিকে, শুভদে গিরি বালিকে, শুভঙ্করি শিবে, শম্ভুনাথ সঙ্গিনী। কমলাকান্ত পতিতে, ত্রাহিদুর্গে ভবার্ণবে, পতিত তারিণী কলুষ হারিণি। ২। অভোগ।

রাগিণী—সুরট মল্লার।
তাল—জলদ তেতালা।

(১৮৮) হে গিরি নন্দিনি ভবভয় ভঞ্জিনি, হর গৃহিণি শিবে পরমে পরমেশানি, স্মরহর মন মোহিনি। আস্থাই।

জগত জননী, জগদানন্দ দায়িনী, সৃজন পালন লয় কারিণী, তারিণী, বিধিহর ধরণী, ধর বন্দিনী। ১। অন্তরা।

ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী ব্রহ্মময়ী সনাতনী, চরাচর নাগনর সুর প্রতিপালিনী। কমলাকান্ত কৃতান্ত নিবারিণী.

ত্রিগুণ ধারিণি ত্রিপুরে পরমাত্মনি, কলিভব কলুষ নিচয় খণ্ডিনি। ১। অভোগ।

রাগিণী—লুম খাম্বাজ।

তাল--একতালা।

(১৮৯) দেখ, ত্রাণ কর মা এ সঙ্কটে পাষাণের বেটি। ভেবে পেটে গুল্ম হোলো, প্রাণ শুখায়ে কুলের আঁটি। আস্থাই।

আমি অতি অভাজন, না জানি ভজন সাধন, করি মা এক নিবেদন, মরণ কালে হয় না যেন, যমের সঙ্গে লুটো-পাটি। ১। অন্তরা।

আমি তোমার ক্ষেপা পাগল, কোরে বেড়াই মিছে গোল, না বল্লাম মুখে দুর্গা বোল, কমলের ভরসা কেবল, মায়ের রাঙ্গা চরণ দুটী। ২। অন্তরা।

রাগিণী—হাম্বীর।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৯০) করুণাময়ি শ্যামা গো মা ময়ি দীনে, ক্ষতি কি হেরিলে, নয়ন কোণে। আস্থাই।

হে মা হেরিলে হইব পার, এ কোন তোমারে ভার, মহিমা জানে জগজ্জনে। অন্তরা।

শঙ্কট বারিণি, তারয় তারিণি, দুর্গে দুর্জ্জয় নিবন্ধনে। হে মা বারে বারে যন্ত্রণা কমলাকান্তের, শ্যামা মা হ'য়ে গো দেখ কেমনে। ১। অভোগ।

রাগিণী—কানড়া।

তাল—কাওয়ালির ঠেকা।

(১৯১) ভৈরবী ভব ভয় হরা ভবদারা ভৈরবী ভৈরব বরা। আস্থাই।

অমিতাঙ্গ ধরা হে গিরি নন্দিনি, ত্রিগুণাধারা ত্রিতাপ বিনাশিনী তারা, হে নারায়ণি আগো শ্যামা, অসীম মহিমা গুণ তারা। ১। অন্তরা।

অসিমুণ্ড বরাভয় করা, অজরা অমরা সুরেশ্বরী ত্রিপুরা। ভুবনাকারা, ত্রিভুবন সার সারা, করুণাময়ি কুরুকৃপা, কমলাকান্তের হৃদি পরা। ১। অভোগ।

রাগিণী—সরপরদা।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৯২) কলুষ নিবারয় গো শ্যামা। ফিরে চাও নয়ন কোণে ওগো হর রামা। আস্থাই।

দীন হীন কাতরে কুরু কৃপা শঙ্করী, খলু ভবার্ণব তরি তব নামা। ১। অন্তরা।

হর বধূ হর, তামস কমলের, এই মানস পূরয়, মনোগত অভিরামা। ২। অন্তরা।

রাগিণী—কেদারা।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৯৩) কিঞ্চিৎ কৃপা অবলোকন কর কালী, কাল ভয় হারিণী। আস্থাই।

ত্বমসি গতির্ম্মম ইহ সংসারে, সংসারার্ণব তারিণী তারিণি। ১। অন্তরা।

কলিজ কল্মষহরা, ত্রিগুণ ধারিণী তারা, সৃজন পালন লয় কারণ কারিণী। কমলাকান্ত হৃদয় তম নাশিনী, সর্ব্বদা সদানন্দ হৃদি চারিণী। ১। অভোগ।

রাগিণী—*জঙ্গলা।

তাল—জলদ তেতালা।

(১৯৪) দীন হীন অতি কাতর নিরাশ্রয়, আশ্রয় তব চরণাম্বুজ রজ। আস্থাই।

সংসার সৃজন লয় পালন কারিণী, শ্রীচরণে আশ্রিত যার হরিহর অজ। ১। অন্তরা।

মম তনু অনুগত কৃত শত দুষ্কৃত, সে ভয়ে সভয় করে তপন তনুজ। কমলাকান্ত কাল ভয় দূরয়, পূরয় নিজদাস আশ মনসিজ। ১। অভোগ।

রাগিণী—মল্লার।

তাল—কাওয়ালির ঠেকা।

(১৯৫) বারে বারে শ্যামা কত নাচ গো। বিবসনী বাস না সম্বর, ওমা হর'পরে নগনা হইয়ে আছ গো। আস্থাই।

খরতর অসি বর বাম করে ধৃত, কুন্তল ভার কি

---

* নানারাগ মিশ্রিত প্রাচীন সুর। প্রভাতি গীত।

কারণ লম্বিত, পদভরে ধরাধর থর থর কম্পিত, অমরে আনন্দ বর যাচ গো। ১। অন্তরা।

শুভ বর প্রার্থিত সুর নর মুনিগণে, দনুজ তনয়কুল কম্পিত জীবনে, কমলাকান্ত নিবেদন শ্রীচরণে, কাতর তনয়ে কালী ভুলেচ গো। ২। অন্তরা।

রাগিণী—ঝিঝোটী।
তাল—একতালা।

(১৯৬) তরণী মাঝি মেয়ে রে চল দেখে আসি গিয়ে। এ ভব তরঙ্গ দেখে কি কর বসিয়ে। আস্থাই।

দশ দশ মহাবিদ্যা র'য়েছে ঘেরিয়ে। তার মাঝে বোসে আমার শঙ্কর যোগিয়ে। ১। অন্তরা।

বাজিছে মৃদঙ্গ মাদল, তাতা থেয়ে থেয়ে। দেবসারি গায় কমল অতুল ভাবিয়ে। ২। অন্তরা।

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী।
তাল—জলদ তেতালা।

(১৯৭) বল আর কার তারা নাম আছে গো জননি। এমন নাম আর কার আছে গো বিপদ নাশিনি। আস্থাই।

আগমে শুনেছি নাম, পূরাও মনেরি কাম, পঞ্চমুখে পঞ্চ নাম, জপেন শূলপাণি। ১। অন্তরা।

মূলাধারে সহস্রারে, কমল বিরাজ করে, কমলাকান্তেরি হৃদে, কমল বাসিনী। ২। অন্তরা।

রাগিণী—ভৈরোঁ।

তাল—কাওয়ালি।

(১৯৮) ভৈরোঁ আইল মায়া পলাইল, ত্রিশূল ডমরু হাতে। ঘোর দল পরদল, ভৈগেল সমফল, মিলিব জননীর সাতে। আস্থাই।

ভৈরোঁ বালা, জগমন আলা, নর শির মালা সোহে। শঙ্কট বঙ্কট বিকট কপট লট, পরশু দেখাইল মোহে। ১। অন্তরা।

জটাজুট আর সিন্দূর ভালে, বম বম গাল বাজাইল তাকর পিছে, অম্বা নাচে, কমল অমল পদ পাইল। ২। অন্তরা।

রাগিণী—ভৈরোঁ।

তাল—একতালা।

(১৯৯) বার বার মন এবার, শমনে ভয় কি আর রে। এক বার দিনে, যদি কর মনে, শ্যামা চরণ সার রে। আস্থাই।

জনমে জনমে হইয়ে দৈন্য, গতায়াত কর চরণ ভিন্ন, যে দেখ অন্য সকল শূন্য, কেবল অন্ধকার রে। ১। অন্তরা।

কিবা নীচ জাতি কি দ্বিজরাজ, প্রকাশে সকল হৃদয় মাঝ, জ্ঞান নয়নে, দেখে যেই জনে, সে ধরে ভুবন ভার রে। ২। অন্তরা।

কমলাকান্ত করে নিবেদন, কালীর তনয়ে কি করে শমন, ভুলনা রে মন অভয় চরণ, মিনতি রাখ আমার রে। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—রামকেলি।

তাল—একতালা।

(২০০) কালী কেনে করিলে এ কাল যন্ত্রণা 'গো'। আশুতোষ জায়া, হইয়ে নিদয়া, পরিহরি করুণা। আস্থাই।

প্রকৃতি পুরুষ তুমি গো আদি, সগুণাগুণ তুমি অনাদি তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান যন্ত্র তোমারি মন্ত্রণা। অন্তরা। ১।

বিষয় আশে মনসি ত্রাস, পরমালয় সুখ নিবাস, দুখ বিনাশ সুখ প্রকাশ, পূরয় বাসনা। ২। অন্তরা।

কমলাকান্ত ওপদে নম্র, তব সাধন নাজানে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘটালে কর্ম্ম, একি প্রবঞ্চনা। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—খাম্বাজ।

তাল—একতালা।

(২০১) মা গুণময়ী গুণময়, করুণাময়ী করুণাময়, দীন দয়াময়ী দীন দয়াময়। আস্থাই।

সদানন্দময়ী চিদানন্দময়, প্রেমময়ী প্রেমময়, জ্ঞানময়ী জ্ঞানময়, কৃপাময়ী কৃপাময়। ১। অন্তরা।

ত্রিজগতময়ী ত্রিজগতময়, ত্রিভুবনাশ্রয়ী ত্রিভুবনাশ্রয়, সুখময়া সুখময়, ভুবন বিজয়িনী, ভুবন বিজয়।

পরাব্রহ্মময়ী পরব্রহ্মময়, মনোময়ী মনোময়, কমলাকান্ত কমল হৃদয়, প্রকাশয় কুরু জ্ঞানারুণোদয়। ১। অভোগ।

রাগিণী—সুরট।

তাল—জলদ তেতালা।

(২০২) করুণাময়ি কালি করুণা ধন কোথা থুলে। দীন হীন দেখে দয়াময়ি দয়া পাশরিলে। আস্থাই।

পুরাণ সম্মত যত, কলিযুগ বর্ণন, যতনে করেছি আমি সব প্রতি পালন। কলিজয়ী কালী নাম, চরণে পরম ধাম, এ যদি প্রমাণ তবে কেন কৃপা না করিলে। ১। অন্তরা।

পেয়েছি পরম ভয়, হৈয়েছি মা নিরাশ্রয়, খেয়েছি বিষয় মধু, রয়েছি মা ভ্রমে ভুলে। কমলাকান্তের গতি, বুঝিলাম কঠিন অতি, পতিত পাবনী যদি পতিতে নিদয় হ'লে। ২। অন্তরা।

রাগিণী—খট।

তাল—জলদ তেতালা।

(২০৩) কালী কালী রট কালী, কাল নিরারিণী। কালী জানে গতি তোর, রে মানসা। আস্থাই।

কলি কলুষার্ণব তারণ তরণী। দীন জননী শরণাগত পালিনী। ১। অন্তরা।

জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হরা, শিব করা, তারা ব্রহ্মময়ী, পরা, পরমানন্দ দায়িনী। কমলাকান্ত মানস তম

নাশিনী। ত্রাণ কারিণী জানি, ভব ভয় হারিণী। ১। অভোগ।

রাগিণী—খট যোগিয়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(২০৪) আমার মন উচাটন কেন হয় মা, স্থিরত না রহে তব শ্রীচরণে। মাতিল মাতঙ্গ সমগো অঙ্কুশ না মানে। আস্থাই।

জনমে জনমে কত, করিয়ে কঠিন ব্রত, পেয়েছি পরম পদ মা পরম যতনে। ১। অন্তরা।

পাইয়া অমূল্য নিধি, হেলায় হারালাম যদি, কি কাজ ঐহিক সুখে মা ধিক্ এ জীবনে গো। ২। অন্তরা।

না জানি সাধন বিধি, হৈয়েছি মা অপরাধী, সে কারণে মম মন, চঞ্চল সঘনে। কাতর হৈয়েছি অতি, স্থির কর মম মতি, কমলাকান্তের প্রতি, মা হের গো নয়নে। ১। অভোগ।

রাগিণী—বাহার।

তাল—কাওয়ালির ঠেকা।

(২০৫) মন রে শ্যামা চরণ কর সার আরে মন দেখি ভাল রবিসুত কি করে। আস্থাই।

ধর্ম্মাধর্ম্ম যদি, শ্রীচরণে সঁপিলাম, দেখি কিসে পরাভব করে আমারে রে। ১। অন্তরা।

রবি শশী অনল অচল অনিলে যদি, যোজয় দিবা নিশি কাল গণনা কে করে। দণ্ড অখণ্ড সদৃশ পরমানন্দে 'তোর' অন্তরে আনন্দময়ী বিহরে। ১। অভোগ।

কমলাকান্ত অলস যদি সাধনে, অনায়াসে সারে কালী নামব্রহ্ম রট রে। বীরমত্ত রঙ্গে সঙ্গে অণিমাদয়, তৃণ গণি শমন সঙ্কট রে। ২। অভোগ।

রাগিণী—গৌরী।

তাল—জলদ তেতালা।

(২০৬) 'ওরে' মধুকর রে মজিলে কি রসে। হেরিয়ে না হের মা মোর, সুধা বরিষে। আস্থাই।

ত্যজিয়ে পরম রস, হইয়ে ইন্দ্রিয় বশ, আপনার অলসে। অচেতন মূঢ় সম, মিছা আশে সদা ভ্রম, কমলে নির্ম্মল প্রেম, রাখিবে কিসে। ১। অন্তরা।

রাগিণী—মূলতানী।

তাল—একতালা।

(২০৭) 'তারা' অকিঞ্চনের ধন (তব শ্রীচরণাম্বুজ)। 'হে মা' চেয়েছে যে জন, পেয়েছে ও ধন, আমি তা পাব না কেন। আস্থাই।

আমার বোলে আমি চাই, নইলে ভার দিতাম নাই। পিতামহ ধন, ত্যজে কোন জন, পুরাণে একথা মান। ১। অন্তরা।

এ৩

কমলেরে বারে বার, বঞ্চনা না সহে আর, এ বড় প্রমাদ, শিব সঙ্গে বাদ, সে ভয়ে কাঁপিছে প্রাণ। ২। অন্তরা।

রাগিণী—বেহাগ।

তাল—জলদ তেতালা।

(২০৮) যোগী শঙ্কর আদি মহেশ। পুরুষ পুরুষ-প্রধান ত্রিলোকাবাস। আস্থাই।

ত্রিপুর দহন ত্রিনয়ন ত্রিগুণেশ। ত্রৈলোক্য পাবন ত্রিকাল ত্রিপুরেশ। ১। অন্তরা।

কমলাকান্ত ত্রিতাপ বিনাশ। দাতা দিগম্বর ভো আশুতোষ। ২। অন্তরা।

রাগিণী—খট।

তাল—জলদ তেতালা।

(২০৯) ও রমণী কাল এমন্ রূপসী কেমনে। বিধি নিরমল নব নীরদ বরণে। আস্থাই।

বামা অট্ট অট্ট হাসে, দশনে দামিনী খসে, কত সুধা ক্ষরে বামার ও বিধুবদনে। ১। অন্তরা।

সিন্দূর বর, দিনকর সম শোভা, অম্বুজ বদন মদন মনোলোভা। তপন দহন শশী, উদয় হয়েছে আসি, সত্ত্ব রজস্তম গুণ অরুণ নয়নে। ১। অভোগ।

নাভি সরোবর নীরজ বিহারে, ঈষদ বিকচকমল কুচভারে। গলিত কুন্তল জাল, গলে নর মুণ্ডমাল, শবশিশু শোভে মায়ের যুগল শ্রবণে। ২। অভোগ।

চারু চরণ যুগ আভরণ বৃন্দে, নখর মুকুর কর হিমকর নিন্দে। কমলাকান্ত হেরি, রূপ অতি মাধুরি, শরণ লইল শ্যামার সুনির্ম্মল চরণে। ৩। অভোগ।

রাগিণী—অহং খাম্বাজ।

তাল—ধিমা তেতালা।

(২১০) করুণাময়ি দীন অকিঞ্চনে 'বারেক হের মা'। আস্থাই।

তুমি তো যশদা, মগনা সুধানন্দে কালী তনয় ত্রাসিত এভব বন্ধনে। ১। অন্তরা।

আমি যে শুনেছি তব, পতিত পাবনী নাম, দয়াময়ি দীন তারণে। কমলাকান্ত ক্রিয়া হীন পতিতে, ত্রাহি কৃপা অবলম্বনে 'গো'। ১। অভোগ।

রাগিণী—গুজ্জরি টোড়ী।

তাল—কাওয়ালির ঠেকা।

(২১১) অভয়ে দেহি শরণং করুণাময়ি কাতরে, অনুগত জন প্রতিপালিনি 'গো'। আস্থাই।

ত্রাসিত মম তনু বিষয় নিবন্ধে, ত্রাহি ত্রিতাপ বিনাশিনি 'গো'। ১। অন্তরা।

ত্রিভুবন সৃজন পালন লয় কারিণি, শ্রুতি স্মৃতি গতি দায়িনি। কমলাকান্ত প্রমোদ প্রদায়িনি, চন্দ্রচূড় হৃদি চারিণি 'গো'। ১। অভোগ।

রাগিণী—পরজ।

তাল—জলদ তেতালা।

(২১২) নীলকান্ত কান্ত কলেবর শ্যামা, কুরু তাণ্ডব মম হৃদয়ে 'গো মা'। আস্থাই।

সুর তরু মূল, রতন ময় ভবনে, পরমানন্দ নিলয়ে 'গো'। ১। অন্তরা।

নব কুসুমালয়, কুঞ্জপ্রকাশয়, নাশয় তিমির চয়ে। কমলাকান্ত সফল কুরু মানস, ত্রাণ কর এ ভব ভয়ে 'গো'। ১। অভোগ।

রাগিণী—পরজ কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(২১৩) আনন্দময়ী তারা গো সকরুণ নয়নে চাও 'মা'। এতনুদহে বিষয়ানলে, তাপিত তনয়ে জুড়াও 'গো'। আস্থাই।

ত্রিভুবন তারণ কারণ তারা নাম, নিজগুণে পতিতে তরাও। ১। অন্তরা।

কমলাকান্তে ক্রিয়া বিহীনে আর, কেন মিছে ভ্রমণে ভ্রমাও। ২। অন্তরা।

রাগিণী—জঙ্গলা ঝিঝোটী।

তাল—জলদ তেতালা।

(২১৪) কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ

আমার। 'হিম গিরি হে'। জিনি অকলঙ্ক বিধু বদন উমার। আস্থাই।

বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে, আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার। জাগিয়ে না হেরি তাঁরে প্রাণ রাখা ভার। 'গিরিরাজ'। ১। অন্তরা।

ভিখারি সে শূলপাণি, তাঁরে দিয়ে নন্দিনী, আর না কখন মনে, কর একবার। কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার। ২। অন্তরা।

কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখর মণি, বিলম্ব না কর আর 'হে' গৌরী অনিবার। দূরে যাবে সব দুখ, মনেরি আন্ধার। (গিরিরাজ)। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—টোড়ী।

তাল—জলদ তেতলা।

(২১৫) যাও গিরি বরহে, আন যেয়ে নন্দিনী, ভবনে আমার। আস্থাই।

গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রোয়েছ ঘরে, কি কঠিন হৃদয় তোমার 'হে'। ১। অন্তরা।

জানত জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত, পরিধান বাঘাম্বর শিরে জটাভার। আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লোয়ে যায় তাঁরে, কত আছে কপালে উমার। ১। অভোগ।

শুনেছি নারদের ঠাঁই, গায় মাখে চিতা ছাই, ভূষণ ভীষণ আর, গলে ফণিহার। একথা কহিব কায়, সুধা

ত্যজি বিষ খায়, কহ দেখি এ কোন বিচার। ২। অভোগ।

কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈল শিরোমণি, শিবের যেমন রীত, বুঝিতে অপার। চরণে তুষিয়ে হর, যদি আনিবারে পার, এনে উমা না পাঠাব আর। ৩। অভোগ।

রাগিণী—সুরট সিন্ধু।

তাল—ধিমা তেতালা।

(২১৬) 'ওহে গিরিরাজ' গৌরী অভিমান করেছে। মনোদুখ নারদে কত না কয়েছে। আস্থাই।

দেব দিগম্বরে, সোঁপিয়া আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে। ১। অন্তরা।

হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড়মাল, জটায় কাল ফণী দুলিছে। শিবের সম্বল, ধুতুরারি ফল, কেবল তোমারি মন্ ভুলেছে। ১। অভোগ।

'একে' সতিনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে। তাহে সুরধুনী, স্বামিসোহাগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে। ২। অভোগ।

কমলাকান্তের, নিবেদন ধর, এ কথা মোর মনে লৈয়েছে। তুমি শিখর মণি, তোমার নন্দিনী, ভিখারীর ভিখারিণী হয়েছে। ৩। অভোগ।

রাগিণী—বেহাগ।
তাল—তিওট।

(২১৭) আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে। গিরি-রাজ' অচেতনে কত না ঘুমাও হে। আস্থাই।

'এই' এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার্ কোথা গেল 'হে' আধ আধ মা বলিয়ে বিধু্ বদনে। ১। অন্তরা।

মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি, বিতরে অমৃত রাশি, সুললিত বচনে। অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম্ 'গিরি হে' ধৈরয না ধরে মম জীবনে। ১। অভোগ।

আর শুন অসম্ভব, চারিদিকে শিবা রব, 'হে' তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে। বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার, 'হে' না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে। ২। অভোগ।

কমলাকান্তের বাণী, পুণ্যবতী গিরিরাণী, 'গো' যেরূপ হেরিলে তুমি, অনায়াসে শয়নে। ও পদ পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হ'য়েছে যোগী, গো হর হৃদি মাঝে রাখে অতি যতনে। ৩। অভোগ।

রাগিণী—কেদারা।
তাল—একতালা।

(২১৮) 'গিরি' প্রাণ গৌরী আন আমায়। উমা বিধু মুখ, না দেখি বারেক, এঘর লাগে আন্ধার। আস্থাই।

আজি কালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে, প্রতি দিন কি হে আমারে ভুলাবে, একি তব অবিচার। ১। অন্তরা।

সোণার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রোয়েছি পরাণে ধরে, ধিক্ হে আমারে ধিক্ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর। ২। অন্তরা।

কমলাকান্ত কহে নিতান্ত, কেন্দনাকো রাণী হও গো শান্ত, কে পাইবে তোমার উমার অন্ত, তুমি কি ভাব অসার। ৩। অন্তরা।

রাগিণী—বাগেশ্রী।

তাল—জলদ তেতালা।

(২১৯) বল আমি কি করিব, কামিনী করিল নিদারুণ বিধি, পরবশ পরের অধিনী। আস্থাই।

আমার মন যাতনা কে জানিবে অন্যে, আপনার মনোদুখ, আপনি সে জানি। ১। অন্তরা।

দিবানিশি বারে বার, কত না সাধিব আর, শুনিয়ে শুনে না গিরি শিখর মণি। উমার লাগিয়ে আমার প্রাণ যেমন করে, কারে কব কেবা আছে দুখের দুখিনী। ১। অভোগ।

সুখে থাকুন্ গিরিরাজ, তাঁহার নাহিক কায, আমিত ত্যজিব লাজ, শুন সজনী। কমলাকান্তেরে লৈয়ে, বল গো কৈলাসে জেয়ে, আপনি আনিব আমি, আপন নন্দিনী। ২। অভোগ।

রাগিণী—ললিত।

তাল—জলদ তেতালা।

(২২০) তাঁরে কেমনে পাসরে রয়েছো। গো গিরিরাণি। সেতো সামান্য মেয়ে নয় কনক প্রতিমা। আস্থাই।

আমরা পরের নারী, তাঁরে না দেখিলে মরি, তুমি তাঁর্ জননী তাঁয়্ উদরে ধরেছো। ১। অন্তরা।

দেখেছি দিয়েছো যারে, জটিল দিগম্বরে, 'তার' কি ধন দেখিয়ে * ঘরে, মেয়ে সুপেছো। পাষাণ শিখর রাজ, তিলে না বাসয়ে লাজ, তুমি সেই পাষাণ দিয়ে, হিয়ে বেঁধেছো। ১। অভোগ।

জনমে জনমে কত, করেছো কঠিন ব্রত, অনেক যতনে গৌরী, ধন পেয়েচো। কমলাকান্তের বাণী, জাননা শিখর রাণী, ত্রিলোক জননী তাঁর্ জননী হয়েছো। ২ অভোগ।

রাগিণী—ভৈরবী।

তাল—জলদ তেতালা।

(২২১) কবে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে। ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ, উমারে দেখিতে 'হে'। আস্থাই।

গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রোয়েছো ঘরে, কি

---

* (হরে ইতি দ্বিপাঠঃ)

আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে। কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি, নারীর জনম কেবল, যন্ত্রণা সহিতে। ১। অভোগ।

সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে, তুমি হে পাষাণ তাহে, না কর মনেতে। কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখর মণি, কেমনে সহিবে এত, মায়ের প্রাণেতে। ২। অভোগ।

রাগিণী—* যোগিয়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(২২২) বারে বারে কহ রাণী, গৌরী আনিবারে। জানত জামাতার রীত অশেষ প্রকারে। আস্থাই।

বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি, ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী, ততোধিক শূলপাণি, ভাবে উমা মারে। তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি পরে, সে কেন পাঠাবে তাঁরে সরল অন্তরে। ১। অভোগ।

রাখি অমরের মান, হরের গরল পান, দারুণ বিষের জ্বালা, না সহে শরীরে। উমার অঙ্গের ছায়া, শীতল শঙ্কর কায়া, সে অবধি শিব জায়া, বিচ্ছেদ না করে। ২। অভোগ।

অবলা অলপ মতি, না জান কার্য্যের গতি, যাব কিছু না কহিব, দেব দিগম্বরে। কমলাকান্তেরে কহ,

---

* (এই গীত পরজ কালেঙ্গড়া রাগিণীতে চলিত)

তাঁরে মোর সঙ্গে দেহ, 'তার্' মা বটে মানায়ে যদি, আনিবারে পারে। ৩। অভোগ।

রাগিণী—বিভাস।

তাল—ধিমা তেতালা।

(২২৩) গিরিরাজ গমন করিল হর পুরে । আস্থাই।

হরিষ বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে। ১। অন্তরা।

মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব, আজি তনু জুড়াইব. আনন্দে সমীরে। পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি, ঘরে আসি কি কব রাণীরে। ১। অভোগ।

দূরে থাকি শৈল রাজা, দেখি শ্রীমন্দির ধ্বজা, পুলকে পূর্ণিত তনু, ভাসে প্রেমনীরে। মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়, উমারে আনিতে হবে, ঘরে। ২। অভোগ।

প্রবেশে কৈলাস পুরী, না ভেটিয়ে ত্রিপুরারি, গমন করিল গিরি, শয়ন মন্দিরে। হেরিয়ে তনয়া মুখ, বাড়িল পরম সুখ, মনের তিমির গেল দূরে। ৩। অভোগ।

জগত জননী তায়, প্রণাম করিতে চায়, নিষেধ করয়ে গিরি, ধরি দুটি করে। কমলাকান্ত সেবিত তব

শ্রীচরণ 'মা' আমি কত পুণ্যে পেয়েছি তোমারে । ৪ । অভোগ ।

রাগিণী—যোগিয়া ।

তাল—জলদ তেতালা ।

(২২৪) গঙ্গাধর 'হে শিব শঙ্কর' * কর অনুমতি হর, যাইতে জনক ভবনে । আস্থাই ।

ক্ষণে ক্ষণে মম মন, হইতেছে উচ্চাটন, ধারাবহে তিন নয়নে । ১ । অন্তরা ।

সুরাসুর নাগ নরে, আমারে স্মরণ করে, কত না দেখেছি স্বপনে, যোগ নিদ্রা ঘোরে। বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি,'মা' দুর্গা বলে ডাকে সঘনে।১। অভোপ ।

'মায়ের' ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি, কত না চুম্বয়ে বদনে। জাগিয়ে না দেখি মায়, মনোদুঃখ কব কায়, বল প্রাণ ধরি কেমনে। ২ । অভোগ ।

হউক্ নিশি অবসান, রাখ অবলার মান, নিবেদন করি চরণে। কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ অনুচর, বোলে যাই আসিব ত্রিদিনে। ৩ । অভোগ ।

---

* (যদি অনুমতি কর। ইতি দ্বিপাঠ)

রাগিণী—ললিত যোগিয়া।

তাল—তিওট।

(২২৫) ওহে হর গঙ্গাধর কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনক ভবনে ॥ আস্থাই ॥

কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নখ লেখনে, হয় নয় প্রকাশ বদনে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

জনক আমার গিরিবর, আমি উপনীত, আমারে লইতে আর, তব দরশনে। অনেক দিবস পর, যাইব জনক ঘর, জননীরে দেখিব নয়নে ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

দিবানিশি অবিরত, কান্দিছে জননী কত, "হে" তৃষিত চাতকীর মত, রাণী চেয়ে পথ পানে। না দেখে মায়ের মুখ, কি কব মনের দুখ, না কহিলে যাইব কেমনে ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

নাথ পূর মন আশ, না করহ উপহাস, বিদায় করহ হর, সরল বচনে 'হে'। কমলাকান্তেরে দেহ নাথ অনুচর, বল্যে যাই আসিব তিন দিনে "হে"। ৩ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—মালসী।

তাল—আড়া চৌতালা।

(২২৬) 'গিরিরাণী' যন্ত্র সাধন মন্ত্র পড়ে নানা তন্ত্র করিয়ে বিচার ॥

বলে আজ আজ আসিবে, আমার গৌরী গজানন, কি শুভ দিন গো আমার ॥ আস্থাই ॥

কনক নির্ম্মিত কুম্ভ দিছে তাহে কুসুম চন্দন সার 'গো রাণী' ॥ আমন্ত্রি সুরগুরু, পূজনে নব তরু, যেমন আছে কুলাচার ॥ ১ ॥ অন্তরা।

মৃদঙ্গ মোহিনী, দুন্দুভি দরপিণী, বাজিছে বিবিধ প্রকার গো গিরিপুরে'। নগর রমণী, উলু উলু ধ্বনি, আনন্দে দিছে বারে বার ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥

বিজয়া হেন কালে, আসি রাণীরে বলে, বিলম্ব কেন কর আর 'গো গিরিরাণী'। কমলাকান্তের, জননী ঘরে এলো, প্রাণের গৌরী তোমার ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী—ছায়ানট।

তাল—তিওট।

(২২৭) ওগো হিম শৈল মোহিনী 'গো রাণী' শুন মঙ্গল বচন, এলো গিরি লয়ে প্রাণ উমারে ॥ আস্থাই ॥

কি কর কি কর রাণী, শুন গো জয় জয় ধ্বনি, আজি কি আনন্দ গিরিপুরে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

দেখে এলেম রাজপথে, তোমার তনয়া দাঁড়ায়ে দেখে 'গো' শ্রমবিন্দু শোভে মুখ বরে। বারেক সে মুখ চেয়ে, অমনি আইলাম ধেয়ে, পুণ্যবতি লইতে তোমারে ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

জয়া কি বলিলে আর্ বার বল, আমার গৌরী কি ভবনে এলো 'গো' মরেছিলাম না দেখিয়ে তারে।

কহিতে কহিতে রাণী, ধাইল যেন পাগলিনী, কেশ পাশ বাস না সম্বরে 'গো' ॥ ২ ॥ অভোগ

দেখিয়ে সে চাঁদমুখ, 'রাণী' পাশরিলা সব দুঃখ 'গো' কোলে নিল ধরে দুটি করে। কমলাকান্তের বাণী; বিলম্ব না কর রাণী, বরণ করিয়ে লহ ঘরে॥ ৩ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—পরজ কালেঙ্গড়া।

তাল—কওয়ালির ঠেকা।

(২২৮) এখনি আসিবে গো গিরিরাজ, আনন্দে অভয়া লয়ে। আজি জুড়াইব আঁখি, চল সখি দেখি গিয়ে ॥ আস্থাই ॥

মেনকা রাণীর দাসী, প্রতি ঘরে ঘরে আসি, মনের তিমির নাশি, মঙ্গল গিয়েছে কয়ে। তোমরা যতেক এয়ো, রাজার ভবনে যেয়ো, বরণ বরিয়ে রাণী, লবে গো আপনার মেয়ে ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

নগর নিকটে শুনি, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি, ধাইল যত রমণী, সবে উনমত্তা হৈয়ে। সম্মুখে শঙ্করী রথ, হেরিয়ে যুবতী যত, পাশরিল মনোদুখ, বিধুমুখ নিরখিয়ে ॥ ২ ॥ অভোগ

হেন কালে শৈল রাণী, এলো যেন পাগলিনী, মুখে নাহি সরে বাণী, রৈল ও চাঁদ মুখ চেয়ে। কমলাকান্তের ভাষা, পূরিল মনের আশা, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি, বিধি দিল মিলাইয়ে ॥ ৩ ॥ অভোগ

রাগিণী—সিন্ধোড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(২২৯) 'জয়' জয় মঙ্গল বাজন, বাজে ঘনে ঘন. আগো রাণী, ঐ এলো গিরি, 'রাণী গো' গৌরীরে লয়ে॥ আস্থাই

কি কর শিখর রমণী গৃহ অন্তরে, 'মা' তনয়া দেখ আসিয়ে॥ ১॥ অন্তরা

শুনিয়ে জয়ার বাণী, অমনি ধাইল রাণী, পুলকে পূর্ণিত হইয়ে। ক্ষণে অচেতনা, ক্ষণে স্থকিত নয়না, 'রাণী' ক্ষণে ডাকে উমা বলিয়ে॥ ১॥ অভোগ

বাহির প্রাঙ্গণে আসি, দূরে গেল দুঃখ রাশি উমা শশী মুখ হেরিয়ে। ত্রিগুণ জননী, অনায়াসে গিরি গেহিনী, কোলে নিল করে ধরিয়ে॥ ২॥ অভোগ

সারি সারি নারী ধায়, সবে সুমঙ্গল গায়, কোলাহল রব করিয়ে। কমলাকান্ত হেরিয়ে শ্রীমুখ মণ্ডল, নাচে করতালি দিয়ে॥ ৩॥ অভোগ॥

রাগিণী—পরজ কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৩০) এলো গিরি রাজরাণী, উমারে লইয়ে 'গো' কি কর কি কর গৃহে, দেখ না আসিয়ে, 'গো' ॥ আস্থাই॥

লম্বোদর কোলে করি, আগে আগে ধায় গিরি,

ষড়ানন অঙ্গুলি ধরিয়ে। তার পাছে উমা ধায়, তোমার মুখ চেয়ে 'গো' ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

সখীর বচন শুনি, ধায় যেন চকোরিণী, শশিরে ষোড়শী নিরখিয়ে। তেমতি ধাইল রাণী, উনমত্তা হৈয়ে 'গো' ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

আঙ্গিনার বাহিরে আসি, হেরি গৌরী মুখ শশি, কোলে নিল বরণ করিয়ে॥ পুলকে কমলাকান্ত, গিরি পুরে' আনন্দ দেখিয়ে ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী	তাল।
বিভাষ যোগিয়া।	জলদ তেতালা।

(২৩১) এলো গিরি নন্দিনী, লয়ে সুমঙ্গলধ্বনি, ঐ শুন ওগো রাণী ॥ আস্থাই ॥

চল বরণ বরিয়ে, উমা আনি যেয়ে, কি কর পাষাণ রমণী 'গো' ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

অমনি উঠিয়ে, পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী। চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী। অমিয় বরষি, উমামুখ শশী, চুম্বয়ে যেন চকোরিণী ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

গৌরী কোলে করি, মেনকা সুন্দরী, ভবনে লইল ভবানী। কমলাস্তের, পুলকে অন্তর হেরি, ও বিধু মুখ খানি ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—স্থরট।

তাল—একতালা।

(২৩২) আমার উমা এলো বলে, রাণী এলো' কেশে ধায়। যত নগর নাগরী, সারি সারি সারি, 'দৌড়ি' গৌরী মুখ পানে চায় ॥ আস্থাই ॥

কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু বালক বক্ষে, কার আধ শিরসি বেণী, কার আধ অলকা শ্রেণী, বলে চল চল চল, অচল তনয়া, হেরি ওমা দৌড়ে আয় ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

আসি নগর প্রান্ত ভাগে, তনু পুলকিত অনুরাগে, কেহ চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুম্বে অধর বারি, তখন গৌরী কোলে করি, গিরিনারী, প্রেমানন্দে তনু ভেসে যায় ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥

কত যন্ত্র মধুর বাজে, স্থর কিন্নরী গণ সাজে, কেহ নাচত কত রঙ্গে, গিরিপুর সহচরী সঙ্গে, আজু কমলাকান্ত 'গো' হেরি নিতান্ত, মগ্ন দুটি রাঙ্গা পায় ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী—পরজ কালেঙ্গড়া।

তাল—ধিমা তেতালা।

(২৩৩) 'গিরিরাণী' এই নাও তোমার উমারে। ধর ধর হরের জীবন ধন ॥ আস্থাই ॥

কত না মিনতি করি, তুষিয়ে ত্রিশূল ধারী, প্রাণ উমা আনিলাম্ নিজ পুরে ॥ গিরিরাণী ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

দেখো মনে রেখ ভয়, সামান্য তনয়া নয়, যাঁরে সেবে বিধি বিষ্ণু হরে। ও রাঙ্গা চরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জটি, তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাহি করে ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

তোমরা উমার মায়া, নির্গুণে সগুণ কায়া, ছায়া মাণি জীব নাম ধরে। ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, কালী তারা নাম ধরি, কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

অসংখ্য তপেরি ফলে, কপট তনয়া ছলে, ব্রহ্মময়ি মা বলে তোমারে। মেনকারাণী। কমলাকান্তের বাণী ধন্য ধন্য গিরিরাণী, তব পুণ্য কে কহিতে পারে ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—বিভাষ।

তাল—জলদ একতালা।

(২৩৪) আল্যে আমার প্রাণেরো অধিক গো, উমা মুখ হেরিয়ে নয়ন জুড়াল 'গো' ॥ আস্থাই ॥

আজু মোর শুভ দিন, হেরি ও বিধু বদন, 'মা' মনের তিমির দূরে গেল 'গো' ॥ অন্তরা ॥

সবে কয় মা গিরিপুরে, হর কি মশানে ফিরে 'মা' শুনে বড় দুঃখ উপজিল 'গো'। ভাল হোলো এলে তুমি, আর না পাঠাব আমি, বুঝি বিধি প্রসন্ন হইল 'গো' ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

আপনার অঞ্চলে রাণী, মুছায়ে চাঁদ মুখ খানি, প্রাণ উমা কোলেতে লইল 'গো'। হেরিয়ে ও চাঁদ মুখ, পাশরিল সব দুখ, 'রাণী' সুখের সাগর উথলিল 'গো' ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

চারিদিকে পুরনারী, মাঝে রাণী কোলে গৌরী, ভবজায়া ভবনে লইল। কমলাকান্তের বাণী, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি, গিরিপুরে কি আনন্দ হোলো 'গো' ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—মালসী।

তাল—তিওট।

(২৩৫) এল্যে গৌরী ভবনে আমার। তুমি ভূলে ছিলে, মা বল্যে বুঝি এত দিনে। চির দিনে। মায়ের পরাণ, কান্দে রাত্রি দিন, শয়নে স্বপনে হেরি 'গো' ও মুখ তোমার ॥ ১ ॥ আস্থাই ॥

কত কামনা করিয়ে কাননে, আমি রতন পেয়েছি যতনে, সচন্দন ফুলে, নব বিল্বদলে, পূজেছিলাম গঙ্গাধরে 'গো' হৈয়ে নিরাহার ॥ ১ ॥ অন্তরা

গিরিপুর রমণী চারি পাশে, কত কহিছে হাস পরিহাসে। তরুমূলে ঘর, স্বামী দিগম্বর, তা নহিলে আর কত দিন হইত তোমার ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥

তুমি পুণ্যবতী গিরিরাণি, শুন কমলাকান্তের বাণী। জগত জননী, তোমার নন্দিনী, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন গো চরণ যাহার ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী—খট যোগিয়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৩৬) শরত কমল মুখে, আধ আধ বাণী ॥ 'মায়ের' ॥ আস্থাই ॥

মায়ের কোলেতে বসি, শ্রীমুখে ঈষদ হাঁসি ভবের ভবন সুখ ভনয়ে ভবানী ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর, 'মা' জিনি কত সুধাকর, শত দিন মণি। বিবাহ অবধি তার কে দেখেছ অন্ধকার, কে জানে কখন দিবা কখন রজনী। ১ ॥ আভোগ ॥

শুনেছ সতিনের ভয়, সে সকল কিছু নয়, 'মা' তোমার অধিক ভাল বাসে সুরধুনী। মোরে শির হৃদে রাখে, জটাতে লুকায়ে দেখে, কার কে এমন আছে সুখের সতিনী ॥ ২ ॥ অভোগ

কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরিরাজ রাণী, কৈলাস ভূধর ধরাধর চুড়ামণি। তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না আসিতে চাও, ভুলে থাক ভব গৃহে, ভূধর রমণি ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—সিন্ধু মূলতান।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৩৭) শুনেছি মা মহিমা তোমার, 'ওগো প্রাণ গৌরী' তুমি ত্রিভুবন জননী ॥ আস্থাই ॥

মোর মনে ভ্রান্তি, অভয়া নিজ নন্দিনী 'মা' কি জানি কুল কামিনী ॥ ১ ॥ অন্তরা

পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব, তুমি তমো রজঃ সত্ব, মাগো তুমি গুণময়ি গুণ রূপিণী। নিগুর্ণ নিরূপ নিরঞ্জন বিভু তারে 'মা' তব গুণে সগুণ গণি ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

অবিদ্যা অপরা পরা, বিদ্যা তুমি পরাৎপরা, 'মা গো তুমি' বিশ্বময়ী বিশ্ব কারিণী। যে জনা যে রূপে ভজে, হে মা তার হৃদয়াম্বুজে, সেই রূপে গতি দায়িনী। ২ ॥ অভোগ ॥

অসংখ্য তপের ফলে, তোমা ধন পেয়েছি কোলে, 'মা গো' তুমি দয়াময়ী দুঃখ হারিণী। কমলাকান্তের, গতি হে মা তব নাম, ভব জল নিধি তরণী ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—খট যোগিয়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৩৮) রাণী বলে জঠিল শঙ্কর, কেমন আছে গো হর, চন্দ্র শেখর শূলপাণি 'গো' ॥ আস্থাই

যে অবধি নয়নে, হেরিলাম ত্রিলোচনে, আমি তোমার অধিক তাঁরে জানি 'গো' ॥ ১ ॥ অন্তরা

'তাঁর' পরিধান বাঘছাল, আভরণ হাড়মাল, মুকুট ভূষণ শিশু ফণি। জিনি রজতাচল, অতিশয় নির্ম্মল, ভস্ম ভূষিত তনুখানি ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

আমার শপথ তোরে, স্বরূপে কহ না মোরে, প্রবল সতিনী সুরধুনী। স্বামির সোহাগে ভাষে, সে তোরে কেমন বাসে, তাই ভাবি দিবস রজনী,, 'গো' ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণী, আশু-তোষ দেব চূড়ামণি। না জানে আপনার পর, যে আসে তাহারি ঘর, সুখে আছে তোমার নন্দিনী 'গো' ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—বেহাগ।

তাল—জলদ তেতালা ॥

(২৩৯) আজু মন্দিরে ওমা শঙ্করী শঙ্কর পেয়ে। পূজয়ে ভক্ত বৃন্দ জবা সুচন্দন দিয়ে ॥ আস্থাই

আনন্দিত নর নারী সবে পুলকিত হিয়ে। মগন ভকত গণ, সদা ডাকে মা বলিয়ে ॥ ১ ॥ অন্তরা

সুরাসুর নাগ নর, নাচে উল্লাসিত হৈয়ে। দিবা নিশি নাহি জ্ঞান, তব মুখ নিরখিয়ে। মহাপাপী দূরাচারী, নিস্তারিল নাম লয়ে। পতিত কমলাকান্ত রহিল শ্রীচরণ চেয়ে ॥ ১ ॥ অভোগ

রাগিণী—পরজ কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৪০) অরে নবমী নিশি, না হৈওরে অবসান শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান ॥ আস্থাই ॥

খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত, আপনি হইয়ে হত, বধরে পরেরি প্রাণ ॥ ১ ॥ অন্তরা

প্রফুল্ল কুমুদ বরে, সচন্দন লয়ে করে, কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার, চরণে করিব দান। মোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ দিনমণি ভয়, যেন না সহিতে হয়, 'রে' শিবের বচন বাণ ॥ ১ ॥ অভোগ

হেরিয়ে তনয়া মুখ, পাশরিলাম সব দুঃখ, আজি সে কেমন সুখ, হতেছে স্বপন জ্ঞান। কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণী, লুকায়ে রাখনা মারে, হৃদি মাঝে দিয়ে স্থান ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—খট।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৪১) কি হলো নবমী নিশি, হৈলো অবসান, 'গো'। বিপাল ডমরু, ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ 'গো' ॥ আস্থাই

কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী পানে চেয়ে দেখ, 'মায়ের' মলিন হয়েছে অতি, ও বিধু বয়ান ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

ভিখারী ত্রিশূলধারী, যা চাহে তা দিতে পারি, বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান। কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত, 'আমি' ভাবিয়ে ভবের রীত, হয়েছি পাষাণ 'গো' ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠান যায়, মিছে আকিঞ্চন কেন, করে ত্রিলোচন। কমলাকান্তেরে লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে, 'হর' আপনি রাখিলে রহে, আপনার মান 'গো' ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৪২) ওগো উমা আজু কি কারণে পোহাল যামিনী। এত অনুচিত কেন গো করে শূলপাণি ॥ আস্থাই ॥

আমি উমার লাগিয়ে, অনেক কেলেশ পেয়ে, এতনু সফল করি মানি। হেরিয়ে ও চাঁদ মুখ, পাশরিলাম সব দুঃখ, আজু কেন কান্দিছে পরাণি ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

আমি তোমারে পাইয়ে, সকল দুঃখ বিস্মরিয়ে, নাহি জানি দিবস রজনী। আজু বিধি বিড়ম্বিল, মনের আশা না পূরিল, এখন আমি কি করি না জানি ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

সতত আমার মনে, তম সম তোমা বিনে, জল বিনে যেন চাতকিনী। অতি নিদারুণ হর, পাগল সে দিগম্বর, কেনে দিলাম তাহারে নন্দিনী ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥

আমার মনের আগুন, দ্বিগুণ উথলে কেন, 'মা' বুঝি গিরি পাঠাবে এখনি। কমলাকান্তের, নিষেধ না মানে প্রাণ, না ছাড়িব চরণ দুখানি ॥ ৪ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—জঙ্গলা ঝিঝোটী।

তাল—ঠুংরি।

(২৪৩) জয়া বল গো পাঠান হবে না, হর মায়ের বেদন কেমন জানে না ॥ আস্থাই ॥

'তুমি' যত বল আর, করি অঙ্গীকার, ওকথা আমারে বোলো না ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

'ওগো' হৃদয় মাঝারে, রাখিব বাছারে, প্রহরী এদুটি নয়ন। যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, 'জয়া' তখনি ত্যজিব জীবন। সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ, তিন দিন যদি রয়না। তবে কি সুখ আমার, এ ছার ভবনে, এ দুঃখে প্রাণ আমার রবে না ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

যাতনা কেমন, না জানে কখন, বিশেষে রাজার কুমারী। আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া হর যে জনম ভিখারি। 'ওগো' শ্মশানে মসানে, লৈয়ে যায় এ ধনে, আপনার গুণ 'কিছু' জানে না। 'আবার' কোন লাজে হর, এসেছেন লইতে, জানে না যে বিদায় দেবে না ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

'তখন' জয়া কহে বাণী, শুন শৈল রাণী, উপদেশ কহি তোমারে। 'কত' বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ঐ পদ, তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে। কমলাকান্তের, নিবেদন ধর, শিব বিনা শিবে পাবে না। যদি জামাতা শঙ্করে,

পার রাখিবারে, তবে তোমার গৌরী যাবে না ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—পরজ কালেঙ্গড়া।

তাল—ধিমা তেতালা।

(২৪৪) আমার গৌরীরে লয়ে যায়, হর আসিয়ে। কি কর হে গিরিবর, রঙ্গ দেখ বসিয়ে ॥ আস্থাই ॥

বিনয় বচনে কত, বুঝাইলাম্ নানামত, শুনিয়ে না শুনে কেন, ঢোল্যে পড়ে হাসিয়ে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

একি অসম্ভব তার, আভরণ ফণিহার, পরিধান বাঘছাল ক্ষণে পড়ে খসিয়ে। আমি হে রাজার নারী, ইহা কি সহিতে পারি, সোণার পুতলি দিলে পাথারে ভাসায়ে ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

শুনি গিরিবর কয়, জামাতা সামান্য নয়, অণিমাদি আছে যার, চরণে লোটায়ে। কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখর রাণী, পরম আনন্দে গো তনয়া, দেহ পাঠায়ে ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—মুলতানী।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৪৫) বিজয়া। ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি। অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও 'গো' ॥ আস্থাই ॥

রতন ভবন মোর, আজি হৈলো অন্ধকার, ইথে কি রহিবে দেহে, এ ছার জীবন। এইখানে দাঁড়াও উমা বারেক দাঁড়াও 'মা'। তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও 'গো' ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

দুইটী নয়ন মোর, রইল চেয়ে পথ পানে। বোলে যাও আসিবে আর, কতদিনে এ ভবনে। কমলাকান্তের এই বাসনা পূরাও। বিধুমুখে মা বলিয়ে মায়েরে বুঝাও 'গো' ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

(ইতি শ্যামা বিষয়ক গীত সমাপ্তঃ।)

রাগিণী—মুলতানী।

তাল—একতালা।

(২৪৬) আমার গৌর নাচে রে যাচে হরি নাম সংকীর্ত্তন রস প্রকাশে। হরি হরি বলি, দেয় করতালী, কলি কলুষ নাশে॥ আস্থাই॥

তড়িত পুঞ্জ জড়িত কায়, শরত ইন্দু বদন তায়, একি আনন্দ ভকত বৃন্দ, মগন প্রেম পাশে॥ ১॥ অন্তরা॥

ক্ষণে অচেতন অবশ অঙ্গ, ক্ষণে পুলকিত ভকত সঙ্গ, রাধা পুনরাধ্য ভাব প্রসঙ্গ, প্রকট সুখ বিলাসে। নব কি নব করে করঙ্গ, দণ্ডপাণি একি তরঙ্গ, কমলাকান্ত হেরি অনন্ত, মিনতি ভকত আশে॥ ১॥ অভোগ॥

রাগিণী—দেশ মল্লার।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৪৭) জয় জয় মাধব মুকুন্দ মুরারি॥ আস্থাই॥

জয় বৃন্দাবনচন্দ্র জয় নন্দ সুত, জয় বৃকভানু কুমারী॥ ১॥ অন্তরা॥

পীতাম্বর ধর, বনোমালা ধর, বাধাধর বনোয়ারি ব্রজ বণিতা সুখ, দায়ক নায়ক, জয় পীতম জয় প্যারী॥ ১॥ অভোগ॥

জয় গোবিন্দ গোপাল, জনার্দ্দন জয় গোবর্দ্ধন

ধারী। কমলাকান্ত অন্তসুখ দায়ক, মোহন রাসবেহারি ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী ।—পরজ।

তাল ।—ধিমা তেতালা।

(২৪৮) হে শ্যাম পরম পুরুষ গুণ ধাম। মম হৃদি সরোজ নিবাস বঁধু, পূরয় মনোঅভিরাম ॥ আস্থাই ॥

গুণাকর গুণনিধি, সগুণ অগুণ বিধি, অতি অনুপম তুয়া নাম। কমলাকান্ত জীবন ধন প্রাণ, তব গুণে রত বসূ যাম ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী ।—কালেঙ্গড়া।

তাল ।—একতালা।

(২৪৯) পীরিতি না জানে কালা, গো সজনি। আস্থাই।

অকারণে ধন প্রাণে মজিল অবলা। রতন বলিয়া গলে পরিলাম কলঙ্কের মালা ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

অমৃত রূপিল সখী, উপজে বিষের শাখী, কি জানে কুলের বালা। কমলাকান্তের রীত, আগেনা বুঝিয়ে, ঘটিল বিষয় জ্বালা ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী ।—ইমন।

তাল ।—জলদ তেতালা।

(২৫০) সে নিদারুণ কালা, কেমনে জানিব আমি কুলের অবলা ॥ আস্থাই ॥

আগে যদি জানিতাম, তবে কেন মজিতাম, প্রেম নয় হয় কেবল পরাণের জ্বালা ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

যখন পীরিতি কর্‌লে, আনি চাঁদ হাতে দিলে, ভুলাইলে মধুর বচনে কুল বালা। কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো সজনি, শেষে ঘটাইলে মোরে, কলঙ্কের ডালা ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী।—পরজ কালেঙ্গড়া।

তাল।—কাওয়ালির ঠেকা।

(২৫১) এখনি আসিবে বন্ধু প্রাণ সজনি। সে তোমার অনুগত আমি ভাল জানি ॥ আস্থাই ॥

এসো এসো বেশ, বানায়ে দিব মনের মত, আজু সে রসিক বর, সঙ্গে বঞ্চিবে রজনী ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

পর পর কাজর রেখা দুটি নয়নে, ধর ধর অধর সুরঙ্গ রঙ্গিণী। কমলাকান্ত মিনতি রাখ সুন্দরি। যেমন সুন্দর শ্যাম, সখি সাজগো তেমনি ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী।—সরপরদা।

তাল।—জলদ তেতালা।

(২৫২) ও শ্যাম বন্ধু তোমায় না দেখিলে ঝরে দুটি আঁখি। দেখিলে নয়ন জুড়ায় ॥ আস্থাই ॥

না জানি কি মন্ত্র দিয়ে বান্ধিলে প্রিয়ে, ও বিধু বদন খানি স্বপনে নিরখি ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

ঘরে গুরুজনার ভয়, কত ছলে কত কয়, শুনিয়ে

না শুনি, হে মরমে মরে থাকি। তথাপি তোমার তরে, পরাণ যেমন করে, সুধাইও কমলাকান্তেরে রাখি সাথি ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী।—সরপরদা।

তাল।—জলদ তেতালা।

(২৫৩) শ্যাম কেন জানে না সখিরে, পীরিতি করিয়া তারে যতনে রাখিতে ॥ আস্থাই ॥

বঁধু আপনি মজিল, আমারে মজাইল, তার কলঙ্ক করিল, নিলাজ বাঁশিতে, 'সই' ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

আমি যে সরল নারী, এত কি বুঝিতে পারি, দেখিয়ে ভুলিলাম্ তারি, মজিলাম পীরিতে। কমলাকান্তের বাণী, শুন প্রাণ সজনি, এখন কি করিল নারী, নারিলাম চিনিতে ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী।—পরজ।

তাল।—জলদ তেতালা।

(২৫৪) কিক্ষণে শ্যাম চাঁদের্ রূপ নয়নে লাগিল। তিলে না হেরিতে রূপ, অন্তরে আসি পশিল ॥ আস্থাই ॥

হেরিতে না পেলাম রূপ, তিলেক দাঁড়াইয়ে। অবলার মনেরো দুঃখ, চির দিন মনে রহিল ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন গো প্রাণ সজনি, সখি অকলঙ্ককুলে, বুঝি কলঙ্ক ঘটিল ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী—লুম ঝিঝৌটী।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৫৫) এত দিনে তোমারে জানিলাম। জানিলাম যেমন আমার, সুহৃদ্ তুমি ওহে শ্যাম ॥ আস্থাই ॥

সুখের কারণ, জীবন যৌবন, ভাল জনারে সুঁপিলাম ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

তুমি কর নাথ, মধুকর ব্রত, আগে যদি জানিতাম। তবে কেন ভুলে, কালী দিতাম কুলে, মিছা কলঙ্কে ডুবিলাম ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

ভুলে ছিলাম ভ্রমে, যত সুখ প্রেমে, এখন আমি বুঝিলাম। কমলাকান্তের, অন্তর বাহির, ভাবিয়ে কালী হইলাম ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—ইমন।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৫৬) সেই রূপে সদা মন ধায়। আমি কি হেরিলাম যমুনা বিপিনে। মধুর মুরলি যে বিধু বদনে ॥ আস্থাই ॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, রূপ নিরুপম, কেন হেরিলাম, আমি কি করিলাম। বঙ্কিম চাহনি চঞ্চল নয়নে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো সজনি, আমি ভুলিলাম সকলি সুঁপিলাম। মজিলাম মজিলাম, নব ঘন বরণে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—একতালা।

(২৫৭) ওহে বঁধু তোমার কি দোষ, 'তুমি' কি করিবে পর বশ। তোমারে পূরাতে হয় অনেকেরি আশ ॥ আস্থাই ॥

পুরুষ সুজন বট, কোন গুণে নহ খাট, না বুঝে অবোধ লোকে, করে অপযশ ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শ্যাম গুণমণি, মনের ভরমে কভু, মম গৃহে এসো ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী—কালেংড়া।

তাল—ধিমা তেতালা।

(২৫৮) কেন বা পীরিতি করিলাম, 'কপটেরি সনে'। না বুঝে আপনার দোষে কলঙ্কে ডুবিলাম ॥ আস্থাই ॥

অমৃত বলিয়ে সখি গরল ভক্ষিলাম। দিবানিশি অবিরত জ্বলিতে লাগিলাম ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

কমলাকান্তের কথা আগে না বুঝিলাম। পরে কি করিব বশ, আপনা খোয়ালাম ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী—ভৈরবী।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৫৯) রতন বলিয়ে সখি যতন করিলাম তারে। কে জানে পাষাণ হবে, দিন দুই তিন পরে ॥ আস্থাই ॥

শিশির শীতল অতি শরীরের তাপ হরে। নলিনী কি জানে শেষে, সমূলে বিনাশ করে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী—পরজ কালেংড়া।
তাল—ধিমা তেতালা।

(২৬০) সাধ করে পীরিতি করিতে, 'যদি' মিলন হয় সুজন সহিতে 'সই' ॥ আস্থাই ॥

আমার যেমন মন, সে যদি হয় এমন, কি আর অধিক সুখ, এ সুখ হইতে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

কি ক্ষণে হেরিলাম রূপ, সুধাময় রসকূপ, সেই হৈতে প্রাণ কান্দে, তাহারে দেখিতে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥

কমলাকান্তেরে যদি, আনিয়া মিলায় বিধি, সে রূপ লাবণ্য নিধি, হৃদয়ে রাখিতে ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী—বাহার।
তাল—কাওয়ালীর ঠেকা।

(২৬১) বন্ধু তুমি কয়েছিলে কালি এই কথা। প্রিয়সি তোমার বই, আর কার নই, তবে এত রজনী বঞ্চিলে বল কোথা ॥ আস্থাই ॥

সাধিতে আপনার ফল কত না চাতুরী বল, বুঝিলাম তোমার যেমন সুজনতা ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

আপনি করিয়ে প্রেম রাখিতে রসরাজ। কেবল কলঙ্ক ডালা, মোর মাথে সাজাইলা, এই করিলে প্রাণ, খেয়ে মোর মাথা ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন হে লম্পট রাজ। অবলা কুলের বালা, অধিক প্রেমের জ্বালা, অতি অনুচিত তব, সরলে শঠতা ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী—বেহাগ।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৬২) তোমারে আপনার কোরে ভাবে যেই জন। প্রাণ রে তুমি তারে কেন কর এত বিড়ম্বন ॥ আস্থাই ॥

এ কেমন প্রেম উভয় মন সম নয় ॥ কেহ সুখভাগী কেহ দুঃখের কারণ ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

যতনে রতন তরু করিলে সৃজন। ফল ফুল কালে তারে না কর সেচন। মুকুলে আকুল অতি সংশয় জীবন। তুমি তার হিত আর করিবে কখন ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—সরপরদা।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৬৩) ইহারি কারণে সুপিলাম যৌবন জীবন প্রাণ। পুরুষ রতন তুমি, রসিক সুজন ॥ আস্থাই ॥

কঠিন হৃদয় যার, সদাই চাতুরী তার, চিরদিন নাহি রয়, কুজনে মিলন। রসিকের এই গুণ, নবরস প্রতিদিন, কখন না হইবে, প্রেম পুরাতন ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী—ললিত।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৬৪) কি লাগিয়ে প্রাণ প্রিয়ে মানিনী হয়েছ। ও বিধু বদনি কেন, মুখ মলিন করেছ॥ আস্থাই॥

চাতক ত্যজিয়ে ঘন, করে সর আরাধন, চকোর নিকর শশি ত্যাগী কি দেখেছ। অলি কুমুদিনী বশ, কোথারে শুনেছ॥ ১॥ অন্তরা॥

রাগিণী—আলেয়া।

তাল—কওয়ালির ঠেকা।

(২৬৫) এখন কি করিবে অলিরাজ, হৃদয়ে বেঁন্ধেছে কমলিনী। প্রতি দিন এই নিশি, মোরে দেখে হাসে শশী, তুমি থাক লৈয়ে কুমুদিনী॥ আস্থাই॥

দিন অবসান কালে, আসিয়ে মিলিয়ে ছিলে. জাননা হইবে নিশি মুদিত নলিনী। পেয়েছি আপনার বশ, আজ পূরাইব আশ, না ছাড়িব ওহে বঁধু, থাকিতে যামিনী॥ ১॥ অভোগ॥

রাগিণী—পরজ কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৬৬) বদন সরোজ কি শশী, প্রিয়সি তোমার হে। নয়ন চকোর ভ্রমর উভয়ের মিলন॥ আস্থাই॥

কজ্জল জল, কি ব্যোম সম কুন্তল, মধু কি সুধা মিলিত বচন॥ ১॥ অন্তরা॥

চন্দন বিন্দু ইন্দ সম নিন্দে, সিন্দূরো তিমির বিনাশন। কমলাকান্ত ওরূপ নিরখিয়ে, বুঝিতে না পারে কি রজনী দিন ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—কালেঙ্গড়া।

তাল—জলদ তেতালা।

(২৬৭) পীরিতি রতন, কহ সখি কেমনে রাখিব আমার যেমন মন, সে নহে তেমন ॥ আস্থাই ॥

মনে মনে সাধ, ছিল মোর সরল অন্তর যার, তারি সনে করিব মিলন। 'আরে প্রাণ সখি'। কে জানে শঠেরি সঙ্গে দহিবে জীবন ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

মান অপমান, না ভাবিয়ে তাহার অধিনী হৈয়ে, তারি সুখে দুঃখ নিবারণ। কমলাকান্তেরে কৈয়ো এই নিবেদন ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

রাগিণী—বেহাগড়া।

তাল—ছবকী।

(২৬৮) 'শ্যাম' না জানি কেন বঁধু দগধে আমায় ॥ আস্থাই ॥

পেয়ে সে কেমন রস, যদি শ্যাম পরবশ, তবে কেন আমারে জাগায় ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

ভ্রমর নিকুঞ্জবনে, মজিল আসব পানে, মাতিল মদন মধুবায়। প্রেমদায়ী সুখ নিশি, বিষ বরিষয়ে শশী, এখন আমি কি করি উপায় ॥ ১ ॥ অভোগ ॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো সজনী, হৃদয়ে হৃদাত্ম শ্যাম রায়। না জানি নিতান্ত সদয় হয়েছে কোন জনে, মোরে বধি কাহারে জুড়ায় ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

রাগিণী—খাম্বাজ বাহার।

তাল—কাওয়ালির ঠেকা।

(২৬৯) কার সঙ্গে রজনী জাগিয়ে অঙ্গ তোমার হৃদি নখ ছিন্ন ভিন্ন তনু অতি, হেরি মনভ্রান্তি আমার ॥ আস্থাই ॥

কার নয়নের অঞ্জন বয়ানে পরেছ হে, রসিকের এই ব্যবহার। পীতাম্বর পরিহরি, পর পরিধেয় পরি, বাসনা পূরাইলে কার ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

তোমার ললাটে যাবক, পাবক নিন্দিত খণ্ডিত গজমতি হার। কমলাকান্ত এসেছ নিশি বঞ্চিয়ে, নিজগুণ করিয়ে প্রচার ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥